আসসুনানু

কিতাবুল ফিরদাউস

খন্ড

দ্বিতীয়

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী (রহ.)

কিতাবুল ফিরদাউস খন্ড দ্বিতীয় ইমাম ইবনে দায়লামী (রহ.)

আসসুনানু

কিতাবুল ফিরদাউস

দ্বিতীয় খন্ড

বাংলা অনুবাদক

আল্লামা হাবিবুর রহমান

মূল

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী (রহ.)

কিতাবুল ফিরদাউস

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী (রহ.)

দ্বীতিয় খন্ড

বাংলা সংকলন

২২ কার্তিক ১৪১১ বাংলা

হাদিয়া ঃ ৩৫০ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ

মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান সাইফ।

দি এ্যাকটিভ কম্পিউটার সেন্টার

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা

সফিউর রহমান

প্রকাশনায়

উদয়ন প্রেস

বড় মগবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! পরম করুনাময় অতি দয়াময় আল্লাহ্র অশেষ রহমতের ফলে উক্ত কিতাবখানার বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় খন্ড সংকলনের মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠক/পাঠিকাগণের সহজ বোঝার্থে হাদিস গ্রন্থ্ খানা প্রকাশ করিলাম, যেন মুসলিম উম্মাহ তাহা থেকে উপকৃত হন।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের পাশাপাশিই ইসলামের প্রথম থেকেই হাদিসের চর্চাও সমান ভাবে চলে আসলেও বাঙালি মুসলিমদের নিকট ‘‘সিয়া সিত্তা’’ ব্ব্যাতীত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ্গুলো একেবারেই অপরিচিত। যার মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ্, ইমাম বুখারী (রহ.) এর ওস্তাদদের অন্যতম, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দায়লামী (রহ.) এর ‘‘কিতাবুল ফিরদাউস’’।

ইমাম ইবনে দায়লামী (রহ.) এর গ্রন্থ্ সমূহঃ ১. মুসনাদে ফিরদাউস,

২. আল কাবিরু কিতাবুল ফিরদাউস, ৩. আল কিতাবু ওয়াল আরকানু ওয়াল আহকাম, ৪. কিতাবুত দায়লামী, ৫. আসসুনানু কিতাবুল ফিরদাউস।

যা এক সময় ইরান, ইরাকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র গুলোতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ্ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও বর্তমানে তা দুর্বল গ্রন্থ্গুলোনের অন্তর্ভুক্ত।

যেহেতু গ্রন্থ্টি বাতিল নয়, সেহেতু তা বাস্তবের মাধ্যমে গ্রহণ করা আবশ্যক। কাজেই হাদীস গ্রন্থ্টি বাংলা মুদ্রণের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করিলাম মাত্র।

মহান আল্লাহ তা’আলা যেন, উক্ত হাদীস গ্রন্থ্খানাটি সকলকেই সঠিক ভাবে বুঝার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের সকলকে যেন মুক্তির মহা মানব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদিসের গুরুত্ব বুঝে আমল করার তৌফিক দেন। “ আমিন”

বিনীত

প্রকাশক

সূচিপত্র

ٱلرَّحِيمِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱللَّهِ بِسْمِ

পরিচ্ছেদঃ যুদ্ধ বিগ্রহ

৭৫১. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে, তারা দুশমনদের উপর বিজয় থাকবে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৭৫২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেস করলাম, কখন ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধর এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। এক, শ্বেত মৃত্যু। দুই, লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল যুদ্ধের কারণে মৃত্যু।

৭৫৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ওহুদের যুদ্ধের দিন বলল, আমি যদি নিহত হয়ে যায় তবে আমি কোথায় যাব? হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জান্নাতে। তখন তিনি তাঁর হাতের খেজুর সমুহ ফেলে দিয়ে লড়াই করে অবশেষে শাহাদাত বরণ করলেন।

৭৫৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রহমাতুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইমাম মাহদীর পূর্বে একজন ইমামের আবির্ভাব হবে। তাঁর নাম হবে মাহমুদ। তাঁর পিতার নাম হবে আব্দুল। সে দেখতে হবে খুবি দুর্বল। তাঁর চেহারায় আল্লাহ তা'আলা মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ের খুব কম মানুষই চিনবে। অবশ্যই আল্লাহ সেই ইমাম ও তাঁর বন্ধু যার উপাধি হবে ভাগ্যবান, তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটি বড় বিজয় আনবেন।

৭৫৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত বারা ইবনে আজিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে তীরন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এ যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী আমাদের সত্তোর জনকে শহীদ করে দেয়। বদর যুদ্ধের দিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের একশ চল্লিশ জন কে নিহত ও গ্রেফতার করেছিলেন। এর মধ্যে সত্তোর জন বন্দি হয়েছিল এবং সত্তোর জন নিহত হয়েছিল। (ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ সমাপ্তে পুর্বে কুফুরি অবস্থায়) আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আজকের এই দিন হল বদর এর বদরের বদলা (বিজয়)। যুদ্ধ কূপের বালতির নেয় হাতবদল হয়।

৭৫৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ রিফাআ ইবনে রাফি যুরাকি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, (তাঁর পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন) তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন, আপনারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদেরকে কি রুপ গণ্য করেন? তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলমান। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ফিরিশতাগণের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ তদ্রূপ মর্যাদার অধিকারী।

৭৫৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একটা যুদ্ধ হবে যার শুরুতে থাকবে শিশুদের খেলা, যুদ্ধটা এমন হবে যে, এক দিক হতে থামলে অন্যদিক হতে তা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। যুদ্ধ থামবে না এমন অবস্থায় আসমান থেকে জিব্রাইল (আঃ) বলবেন, অমুক ব্যক্তি তোমাদের নেতা। আর ইবনে মোসায়েব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাঁর দুই হাত গুটাবেন ফলে তাঁর হাত দুটা সংকুচিত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন, সেই নেতাই সত্য।

৭৫৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত বাকের (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি দেখো দশই মহরম শনিবার ইমাম মাহদী মাকামে ইব্রাহীম ও কাবার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে

থাকেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাঁর নিকট হতে বায়াত নেয়ার জন্য।

৭৫৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এইতো জিব্রাইল (আঃ) রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার লাগাম হাত দিয়ে ধরে আছেন।

৭৬০. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে না। তখন আমি আবু বাসির জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? ও উত্তরে জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তোমরা কি এক তৃতীয়াংশ এরমধ্যে অবশিষ্ট থাকতে চাও না?

৭৬১. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে। এক পর্যায়ে আকাশ থেকে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) অবতরণ করলে মুসলমানদের নেতা বলবে, আসুন নামাজের ইমামতি করুন! তখন ঈসা (আঃ) বলবেন, না, বরং তোমাদের একজন অপরজনের নেতা। তুমিই ইমামতি কর, এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বিরাট সম্মানের।

৭৬২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই, কিন্তু যুদ্ধ ও নিয়ত আছে। যখনি তোমাদের নেতা তোমাদেরকে যুদ্ধের আহ্বান করবে, তখনি তোমরা বাহির হয়ে আসবে।

৭৬৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আমি বলতে শুনেছি। সত্য কে দৃঢ় রাখার জন্য বার জন আমির আসবে অতঃপর হযরত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও একটি কথা বলেছেন, যা

আমি শুনতে পাইনি, আমার পিতা বলেছেন, তাদের সকলেই কুরাইশ বংশের হবেন।

৭৬৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে একটি যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। আমাদের প্রতি ছয়জনের জন্য একটি উট বরাদ্দ ছিল উহাতে আমরা ছাওয়ার হতাম পালাক্রমে। এতে আমাদের পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, আমার দু'পা এমনই জখম হয়ে গিয়ে ছিল যে, আঙ্গুলের নখ গুলো সব বেকার হয়ে গেল, যে কারণে আমরা আমাদের পায়ে পট্টি বেঁধে নিলাম, এ জন্যই এই অভিযানটি যাতুর রিকা নামে অভিহিত। যাতুর রিকা অর্থ হল কাপড়ের টুকরা। যেহেতু আমরা কাপড়ের টুকরা দিয়ে পায়ে পট্টি বেঁধে ছিলাম তাই এরূপ নামকরণ হয়েছে।

৭৬৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যাক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য বর্জন করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করলো। যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য করে, সে আমার ওই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমিরের অবাধ্যতা করে। সে আমারই অবাধ্যতা করল।

৭৬৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বেঁচে থাকো। বলা হল সেগুলো কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, এক. আল্লাহর সাথে শিরক করা, দুই. জাদু করা তিন. শরীয়তী কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা, চার. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, পাঁচ. সুদ গ্রহণ করা, ছয়. যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে যাওয়া, ও সাত. মমিন সতি নারীদের উপর অপবাদ দেয়া।

৭৬৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লোকেরা বছর গণনা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াত লাভের দিন থেকে করেনি এবং তাঁর মৃত্যু দিবস থেকেও করেনি বরং তাঁর মদীনায় হিজরতের দিন থেকে বছর গণনা করা হয়েছে।

৭৬৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশরও অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। তুরস্কের অধঃপতন হবে দায়লামীর পক্ষ থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে। দায়লামীর অধঃপতন হবে, আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে, খাজার পক্ষ থেকে, খাজার অধঃপতন হবে, তুরস্কের পক্ষ থেকে। সিন্দি অধঃপতন হবে, হিন্দুস্তানের পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের অধঃপতন হবে, তিব্বতের পক্ষ থেকে। তিব্বতের অধঃপতন হবে নাসারার পক্ষ থেকে।

৭৬৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মাহদী প্রকাশের সময় কোন অন্ধকার থাকবে না। সকল মানুষ্ই আলোকিত হবে। আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারপর তিনি সূরা বনী ইসরাইলের একা আশি নম্বর আয়াত পাঠ করতে থাকলেন।

৭৭০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, চৌদ্দশত' হিজরীর দু দশক বা তিন দশক পর ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

৭৭১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আরতাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মাহদীর শাসনের পর দুই বছর মাহমুদ শাসন করবে। যে হবে খুব কঠোর, আর দুর্বলদের জন্য কমল অন্তরের।

৭৭২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জাহজাহ নামের একজন গোলাম ক্ষমতায় না যাওয়া ব্যতীত, কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

পরিচ্ছেদঃ মজবুত ঈমান ও আল্লাহর উপর ভরসা

৭৭৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল তা কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে তিনি পাখিকে রিযিক দেয়ার মত তোমাদেরকেও রিজিক দিতেন। পাখি ভোর বেলা খালি উদোরে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা উদরে ফিরে আসে।

৭৭৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামানায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আসতো। অপরজন নিজ পেশায় রত থাকতো। বণিক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তাঁর ভাই এর বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থাপন করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বল্লেন, সম্ভবত তুমি তাঁর ঐ কারণে জীবিকাপ্রাপ্ত হও।

৭৭৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলে দিন, যেন আপনি ব্যতীত অপর কাউকে আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে না হয়। তিনি বললেন, বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করেছি এরপর এর উপর সুদৃঢ় থাকো।

৭৭৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত রুকাইয়া তামিম ইবনে আওস আদ-দাড়ী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হযরত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দিনের মূল ভাষন হচ্ছে মানুষের কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ পাক, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসুল, মুসলিমদের ইমাম, এবং সব মুসলিমের জন্য।

৭৭৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৭৭৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত ওমায়ের ইবনে হানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে এরূপ সাক্ষ্য দেবেঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৭৭৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চাচা আবু তালিব কে বললেন, আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। হাশরের মাঠে আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেব। আবু তালিব বললেন, আবু তালিব ভয়ের কারণে এটা বলেছে। কুরাইশগণ এরুপ কথা বলার আশঙ্কা না থাকলে, আমি এই বাক্য পাঠ করে চক্ষু শীতল করতাম। তখন আল্লাহ তালা এই আয়াত নাযিল করেন “আপনি যাকে চান তাকে সুপথে আনতে পারবেন না কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করে ”।

৭৮০. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং অসৎ কর্ম বাদ দিয়ে সৎ কর্ম করো। তবে সৎ কর্ম মন্দ কর্ম কে মিটিয়ে দেবে। আর মানবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।

৭৮১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা এমন সব কর্ম করে ফেলো, যেসব তোমাদের দৃষ্টিতে চুল হতেও বেশী সূক্ষ্ম। কিন্তু আমরা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জামানায় সে সবকে ধ্বংসকারী হিসেবে গণ্য করতাম।

পরিচ্ছেদঃ জিহাদ

৭৮২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুযাইল গোত্রের শাখা লেহিয়ান গোত্রের বিপক্ষে একদল সৈনিক পাঠালেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক পরিবারের দুজন থেকে একজন জিহাদে শামিল হবে। তাদের উভয়কে নেকি দান করা হবে।

৭৮৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আসলাম গোত্রের এক যুবক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আমি জিহাদে গমন করতে চাই, কিন্তু প্রস্তুতি নেয়ার মত আমার কিছুই। নেই তিনি বললেন, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও। এর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তাঁর নিকট গিয়ে বলল, হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি লড়াইয়ের যা কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছেন তা আমাকে দিয়ে দিন। সে বলল, হে অমুক মহিলা ! একে আমার সব কিছু সরঞ্জাম দিয়ে দাও। কোন কিছুই রেখে দিও না। মহান আল্লাহর শপথ! তোমরা তাঁর হতে কোন কিছুই রেখে না দিলে তাতে আল্লাহ আমাদের জন্য কল্যাণ দান করবেন।

৭৮৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ আব্দুর রহমান যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামাদি দিল। সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর সংসার-পরিজন এর সাথে তাঁর কল্যাণকর প্রতিনিধিত্ব করলো, সেও যেন জিহাদ করল।

৭৮৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শহীদদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ছয়টি পুরস্কার আছে। তাঁর প্রথমটি রক্তবিন্দু পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হয়। তাকে তাঁর জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আজাব হতে তাকে মুক্তি দেয়া হয়, সে কঠিন ভিতি হতে নিরাপদ থাকবে, তাঁর মাথায় মুক্তার

পাথর খচিত টুপি পরিয়ে দেয়া হবে। এর একটি পাথর দুনিয়া ও তাঁর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।

৭৮৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার পথে জিহাদকারীদের জন্য আমি নিজেই জামিন, আমি তাঁর জীবনটা নিয়ে নিলে তবে তাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেই, আর আমি তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনলে তবে তাকে সাওয়াব ও গনিমত সহ ফিরিয়ে আনি।

৭৮৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতইনা উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশের এক দুর্বল বালক।

৭৮৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু আব্দুল্লাহ তারিক ইবনে শিহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এমন সময় প্রশ্ন করলো, যখন তিনি সাওয়ারি বেকারে কদম রেখেছিলেন, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা বলা।

৭৮৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহুদের যুদ্ধের দিন একটি তলোয়ার নিয়ে বললেন, কে আমার নিকট থেকে এটা নেবে? মানবদের প্রত্যেকে হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে। আমি, আমি, এরপর তিনি বললেন, কে এর হক আদায় করার জন্য নেবে? একথায় সব মানব থেমে যায়, তখন হযরত আবু দুজানা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,আমি এর হক আদায় করার জন্য নেব, এরপর তিনি তা নিয়ে মুশরিকদের শিরশ্ছেদ করলেন।

৭৯০. বঙ্গানুবাদ: হযরত বারাআ ইবনে আজিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের সাথে

ততক্ষণ যুদ্ধ করো যতক্ষণ দিনের হক আদায় না হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! দিনের হক কি? তিনি বললেন, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর এটা জেনে রাখ! মরণপণ যুদ্ধ ব্যতীত কখনোই হক আদায় হয় না।

পরিচ্ছেদঃ সাহাবীদের মর্যাদা

৭৯১. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার সাহাবীদেরকে সমালোচনার ব্যাক্তি বানিও না। কারণ যে সাহাবীদের মহব্বত করবে, সে প্রকৃত আমাকেই মহব্বত করলো। যে সাহাবীদের দুশমনি করল, তারা আমারি দুশমনি করল।

৭৯২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা ঐ সকল লোকদের দেখবে, যারা আমার সাহাবীদের গালমন্দ করে, তখন তোমরা বলবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত। তোমাদের এই মন্দ আচরণের জন্য।

৭৯৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে আমার সবচেয়ে অন্তর বন্ধু আবু বক্কর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) । আর তিনি আমার হিজরতের সঙ্গী। আর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতেও আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে আমার পাশে রাখবেন।

৭৯৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কি জানো? তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি কে?আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, সেই হলো, আমার বন্ধু আবু বক্কর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ।আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মান কে সকল সাহাবীর ঊর্ধ্বে রেখেছেন।

৭৯৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি হলাম শেষ নবী। আমার পর যদি আর কেউ নবী হতো তবে সে হত, হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) । আর আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দিন কে জীবিত করবেন।

৭৯৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের আল্লাহর পক্ষ

থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার হলো, তারা ইলহাম পাবে। যেমন আমার জামানাই উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পেয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।ইলহাম কি? তিনি বললেন, গোপন ওহী। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।

৭৯৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আনসারী আল বদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পূর্ববর্তী যুগে আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলের নিকট বার জন ইমাম পাঠিয়েছিলেন, আর তারা ছিল ওহী প্রাপ্ত। আর আমার উম্মতদের মধ্যেও বার জন ইমাম থাকবে, যারা আল্লাহর নির্দেশনা পাবে।

৭৯৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাশীল ব্যক্তি ওসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) । আর তাঁর জন্য আল্লাহ তাকে জান্নাতে অধিক মর্যাদা দান করবেন।

৭৯৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু খালিদ হাকিম ইবনে হিযাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা উসমান ইবনে আফফান এর মত লজ্জাশীল হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীলদের ভালবাসেন।

৮০০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মালিক আল আশ আরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ!আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর নিকট অধিক ভালোবাসার ব্যক্তি। আর তিনি বিচারের দিন আল্লাহর আরশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসবেন।

৮০১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) আমার কলিজার অংশ, তোমরা কেউ ফাতেমাকে কষ্ট দিও না। যে ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে কষ্ট দেয়, সে মূলত আমাকে কষ্ট দিল।

৮০২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মত বুদ্ধি সম্পন্ন নারী আগে দেখিনি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর মেধা শক্তি বেশি দিয়েছেন।

পরিচ্ছেদঃ পথভ্রষ্ট আলেমদের বর্ণনা

৮০৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শেষ জামানায় অধিকহারে পথ ভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাদের ঘাড়ে অধিক গোস্ত আর পেট উঁচু (ভুড়ি) হবে, তারাই দাজ্জাল।

৮০৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শেষ জামানায় মিথ্যাবাদী আলেম বৃদ্ধি পাবে, তারাই সৃষ্টি মধ্য নিকৃষ্ট।

৮০৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মতের জন্য কোন কিছুর ভয় করিনা। পথভ্রষ্ট আলেম ব্যতীত।

৮০৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। আর তাঁরা দ্বীনকে মৃত্যুর অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশ থেকে একজন বালক কে পাঠাবেন। যার মাধ্যমে দ্বিন জীবিত হবে।

পরিচ্ছেদঃ দুনিয়া ধ্বংসের আলামত এর বর্ণনা

৮০৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুস্তাওয়ীদ আল কুরাইশী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী-খৃষ্টান বৃদ্ধি পাবে। আর বজ্রঘাতের মৃত্যুতে তাদের সংখ্যা কমে যাবে।

৮০৮. বঙ্গানুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না ইলিয়াস (আঃ) নবীর সময়ের মতো মানুষ বা'আল দেবতার পূজা করে।

৮০৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন রাত-দিনের বিনাশ ততদিন ঘটবে না, যতদিন না জাহজাহ নামক আজাদ ক্রীতদাস রাজ ক্ষমতা না পায়।

৮১০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যে পর্যন্ত না কাহতান গোত্র থেকে একজন ইমাম বের হবে। যে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করবে।

৮১১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু কুবাইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, খেলাফত ধ্বংসের একশত চার বছরের মাথায়, মানুষ ইমাম মাহদীর উপরে ভিড় জমাবে। ইবনে লাহইয়া(রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত খিলাফতটি আরবীয় নয়।

৮১২. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে, তখন তিনি দুই হাতে মানুষের মাঝে শান্তি বন্টন করবে। তারপর আবার ফিতনা দেখা দিবে, তখন আসবে মরিয়ম এর পুত্র ঈসা (আঃ)।

৮১৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হয়? যতক্ষণ না উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বংশের দুর্বল বালকের হাতে শাসন ক্ষমতা যায়।

৮১৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আরতাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কাহতান গোত্রের মনসুর নামক লাঠি ওয়ালা ব্যক্তি বিশ বছর শাসন না করা ব্যতীত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

৮১৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার বংশের ইমাম মাহদী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বিশ্ব শাসন ক্ষমতায় আসবেন।

৮১৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সারীহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আলাপ-আলোচনা করছিলাম, এমন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সামনে এলেন এবং বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দশটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এক. পূর্ব দিকে ভূমিধস। দুই. পশ্চিম দিকে ভূমিধস। তিন. আরবে ভূমিধস। চার. আকাশে কালো ধোঁয়া। পাঁচ. দাজ্জাল ছয়. দাব্বাতুল আরদ। সাত. ইয়াজুজ মাজুজ। আট. পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, নয়. হেজাজ ভূমি থেকে অগ্নির উদ্ভব, দশ. মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) এর আগমন।

৮১৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কিয়ামত কিভাবে হবে? যতক্ষণ না, আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঘিরে যাবে।

৮১৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামত কতদিন হবে না, যতদিন না দাওস গোত্রে রমণীদের কে চোতর জুল খেলাছারের নিকট একত্রিত করা হবে।

৮১৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অবশ্যই অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজ ও দাব্বাতুল আরদ এর প্রকাশ ঘটবে।

৮২০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর তাদের তুলনায় পুরুষ অনেক কম হবে।

পরিচ্ছেদঃ ব্যবসা-বাণিজ্য

৮২১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ব্যবসা করো ব্যবসা তে আল্লাহ কল্যাণ রেখেছেন।

৮২২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, পাথর মিশিয়ে ক্রয়-বিক্রয় এবং প্রতারণা করে ক্রয়-বিক্রয় করতে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন।

৮২৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা নেওয়ার সময় বেশি আর দেওয়ার সময় অনেক কম দিবে না। এমন পাপ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা পূর্বের এক জাতিকে ধ্বংস করেছেন।

৮২৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অন্যের দামের উপর দাম বাড়িয়ে কোন বস্তু ক্রয় না করে।

৮২৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যাক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা কব্জায় নেয় এবং তাতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

৮২৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কোন বস্তু না দেখে ক্রয়-বিক্রয় করবেন।

৮২৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, খাওয়ার যোগ্য হওয়ার পূর্বে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুক্ত হওয়ার পূর্বে তোমরা ফল ক্রয় করবে না। রাবী বলেন, খাওয়ার যোগ্য হওয়ার অর্থ লাল বর্ণ এবং মেটে লাল বর্ণ হওয়া।

৮২৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজাবানা, মুহাকালা, মুখাবারা এবং ফল পাকার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, পাকার অর্থ কি? তিনি বললেন, লাল বর্ণ কিংবা হালকা লাল বর্ণ হয়ে যাওয়া এবং খাবারযোগ্য হওয়া।

৮২৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, খাদ্যদ্রব্য বাজারে আসার পূর্বেই ক্রয়ের জন্য এগিয়ে যেতে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন এবং আবি শাইবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, পণ্যবাহী কাফেলার সাথে দেখা করা নিষেধ।

৮৩০. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মাল বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে মিথ্যা বলো না, অবশ্যই তা হারাম।

৮৩১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ভাল জাতের খেজুর নিয়ে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এইসব কোথায় থেকে আনলে? বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাদের নিকট নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল, তার দুই সা পরিমাণ দিয়ে এক সা উৎকৃষ্ট মানের খেজুর নিয়ে এসেছে। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ওহ! এটা অবশ্যই সুদ! এমন কাজ বর্জন করো, তোমরা ভালো খেজুর ক্রয় করতে চাইলে, আগে তোমার খেজুর বিক্রয় কর। পরে তাঁর মূল্য দিয়ে ভালো খেজুর ক্রয় করো।

৮৩২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের ব্যবসা ন্যায্য মূল্যের কিছু বেশি মুনাফা রেখে বিক্রয় করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু অতিরিক্ত হলে তা অবশ্যই সুদ। যা আল্লাহ তা’ আলা হারাম করেছেন।

পরিচ্ছেদঃ বিবাহ

৮৩৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহিত জীবনের খরচা বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা চোখের দৃষ্টিকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে আর যে তাতে সক্ষম নয়, অবশ্যই তাকে নফল রোজা রাখতে হবে। কেননা তা তাঁর যৌন উত্তেজনা নিবারণ কারি।

৮৩৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার হযরত উসমান ইবনে মাজউন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট জীবনে বিবাহ না করার প্রস্তাব রাখেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে অস্বীকৃতি দেন। তিনি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি দান করলে অবশ্যই আমরা আমাদের খোজা বানিয়ে রাখতাম।

৮৩৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন শুনতে পেলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্ত্রীলোকদের সাথে মোতাআ বা অস্থায়ী বিবাহর ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন শুনতে পেলেন যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্ত্রীলোকদের সাথে মোতাআ বা (অস্থায়ী বিবাহ)র ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করছেন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, থামো ইবনে আব্বাস! রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খয়বারের যুদ্ধের সময় মোতাআ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন।

৮৩৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের উপর দাম না করে এবং তাঁর বিবাহের প্রস্তাব এর উপর প্রস্তাব না করে।

৮৩৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললাম, বিবাহর জন্য পাত্রীর নিকট হতে তাঁর অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাঁর সম্মতি নিতে হবে। আমি বললাম, যদি পাত্রী লজ্জিত হয় তিনি বললেন, পাত্রীর নীরবতায় সম্মতি।

৮৩৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোন যুবক-যুবতী বিবাহের বয়স হইলে যদি তাঁর পিতা মাতা তাদের বিবাহ সম্পন্ন না করে, অবশ্যই সেই পিতা-মাতা গুনাহগার হবে।

৮৩৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পূর্ণবয়স্ক অবিবাহিত যুবক যুবতী যদি জেনায় লিপ্ত হয়, তবে অবশ্যই তাঁর দায়ভার অভিভাবকের ওপর।

৮৪০. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সক্ষম যুবকদের অবশ্যই বিবাহ করতে হবে। আর যারা সক্ষম নয়, তাদের নফল রোজা পালন করতে হবে। কেননা যৌন উত্তেজনা নিবারণ করে।

৮৪১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যারা বিবাহ করিতে সক্ষম, তাদের বিবাহ করা অবশ্যই ইসলামের মধ্যে শামিল। বিবাহ ইসলাম অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।

পরিচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর জন্য কাউকে মহব্বত এর বর্ণনা

৮৪২. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরস্পর কে ভালবাসবে, তাদের জন্য জান্নাতে নূর এর মেম্বার থাকবে। তা দেখে তাদের প্রতি নবী ও শহীদ গনের নজর পড়বে।

৮৪৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু কুরাইমাহ মিকদাদ ইবনে মা'দীকারিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে তখন সে অবশ্যই তাকে অবহিত করবে সে তাকে ভালোবাসে।

৮৪৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, ওহে! যারা আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবেসেছিলে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান প্রদান করব। আর এ দিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।

৮৪৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে হাজির ছিল। এমন সময় আরেক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে গমন করছিল। সে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছে। সে বলল, না। তিনি বললেন, তাকে জানিয়ে দাও। সুতরাং সে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মহান আল্লাহর সন্তোষ এর উদ্দেশ্যে ভালোবাসি। সে বলল, যার উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে ভালোবাসো তিনিও তোমাকে ভালো বাসুন।

৮৪৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। এক. যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে সবচেয়ে বেশি

ভালবাসবে। দুই. যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসবে। তিন. আল্লাহ পাক যাকে কুফরীর অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছেন সে কুফরীর মধ্যে ফিরে যাওয়াকে এরূপ মনে করবে, যেরূপ মন্দ ধারণা করে সে আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।

৮৪৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন মুসলমানকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন।

৮৪৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা ইসলামের জন্য লড়াই করে। পিতা-মাতাকে ভালোবাসেন এবং যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করে না।

৮৪৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশু ও বৃদ্ধদের কে অধিক ভালোবাসতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল এই মহব্বতটাও ঈমানের মধ্য শামীল? তিনি বললেন, হ্যাঁ যার অন্তরে মহব্বত নেই তাঁর ঈমান নেই।

৮৫০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা এক মুসলিম অপর মুসলিমকে ভালোবাসো, কেননা তোমরা একে অপরের দ্বীনি ভাই।

পরিচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর হক

৮৫১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সঙ্গীদের মাঝে আল্লাহর কাছে উত্তম সঙ্গী সে ব্যক্তি যে তাঁর সঙ্গীর জন্য উত্তম।

৮৫২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সৎ সঙ্গী আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো, একজন কস্তুরী ব্যবসায়ী, আর একজন কামারের হাপর ফুৎকার কারি। কস্তুরী ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তুরী দেবে অথবা তুমি তাঁর নিকট হতে তা কিনে নেবে অথবা তুমি তাঁর হতে সুঘ্রান পাবে। আর কামারের হাপর ফুৎকার কারি হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে বা তুমি তাঁর কাছ হতে দুর্গন্ধ পাবে।

৮৫৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করো। কেননা বিচারের দিন তুমি তাঁর সাথে একত্রিত হতে পারবে।

৮৫৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা উত্তম সঙ্গী খুঁজো, তবে অবশ্যই উত্তম পুরস্কার পাবে।

৮৫৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু আর তারা দুনিয়াতে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। যেন তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

৮৫৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা যদি জান্নাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গী হতে চাও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমনকারী ব্যাক্তিদের মহব্বত করো, আর তাদের সঙ্গী হও।

৮৫৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সেই তো প্রকৃত মুমিন, যে আল্লাহর জন্যই কারো সাথে বন্ধুত্ব করে আর আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতা করে।

৮৫৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দুনিয়াতে তোমরা এমন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করো, যে তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির পথ দেখাবে।

৮৫৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুমিনদের সঙ্গী কেবল মুমিনগণ হবে। আর বাতিনরা বন্ধুত্ব করবে বাতিনদের সঙ্গে।

৮৬০. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যারা আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত পেতে চাও, তারা মুমিনদের সঙ্গি হও। আর তাদেরকে অনুসরণ করো। কেননা, জান্নাত কেবল মুমিনদের জন্য।

৮৬১. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তারাই নির্বোধ যারা মুমিনদের ব্যতীত কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। আর মোমিনগণ তো মুমিনগণের ওই বন্ধু।

পরিচ্ছেদঃ মুশরিকদের সম্পর্কে বর্ণনা

৮৬২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি এই প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম। যা আপনি মুশরিকদের বিপক্ষে করেছেন। আল্লাহ তা যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে উপস্থিত করে দেন, তবে আমি কি করি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা দেখে নিবেন। এরপর উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমগণ মুশরিকদের হামলার মুখের পথ খুলে দিলেন। তখন আনাস ইবনে নাদর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহ! আমার সঙ্গীরা যা করেছে আমি সে জন্য আপনার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করছি এবং মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে আমি সকল সম্পর্ক ছেদ করছি। এরপর তিনি অগ্রসর হলে, সা'দ ইবনে মুয়াজ এর সঙ্গে দেখা হয়। তখন তিনি তাকে বলেন, হে সাদ ইবনে মুয়াজ! কাবার রবের শপথ! আমি ওহুদের পিছন হতে জান্নাতের সুঘ্রান পাচ্ছি। সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তারপর সে যে কি করেছে, তা বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা তাঁর দেহে তলোয়ারের অথবা বর্ষার অথবা তীরের আশিটিরও বেশি আঘাত দেখতে পেয়েছি। আরও দেখেছি তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। আর মুশরিকরা তাঁর শরীরের নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে নিয়েছে। তাই তাঁর বোন ব্যতীত আর কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছেন। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা ধারণা করতাম, তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়েছে, ‘‘ঈমানদারদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে আর আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত করেছে (সূরা আহযাব, আয়াত-২৩)।

৮৬৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খয়বারের যুদ্ধ এর দিন বলেন, আমার হাতের এই নিশান এমন একজনকে প্রদান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে ভালবাসে। তাঁর হাতে মহান আল্লাহ বিজয় দান করবেন। হযরত উমর

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এই দিন ব্যতীত আর কখনোই নেতৃত্ব পছন্দ করিনি। কিন্তু সেই দিন, সেজন্য মাথা উঁচু করে ছিলাম। আমাকে আহবান করা হোক। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে আহবান করে তাকেই সেই নিশান দিয়ে বললেন, চলে যাও কোন দিকে দৃষ্টি দিবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করেন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটু সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি দিলেন না এবং চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কতক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করব? তিনি বললেন, তারা একজন সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তারা এই সাক্ষী দিলে তোমার হাত হতে তারা তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে পারবে।

৮৬৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পদ, তোমাদের শক্তি, তোমাদের কথার মাধ্যমে যুদ্ধ করো।

৮৬৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর একদল যারা ঈসা ইবনে মরিয়ম এর সাথে থাকবে।

৮৬৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি নাফে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এই ব্যাপারে জানতে চেয়ে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুশরিকদের ধর্মের দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন কি না? তিনি আমাকে পত্র লিখি জানালেন যে, এই নিয়ম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনি মুস্তালিকের উপর এমন অবস্থায় আক্রমণ করেছিলেন যে, তারা তা জানতে পারেনি। তাদের পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। তিনি তাদের যোদ্ধাদের কে হত্যা করলেন। বাকি

লোকদেরকে বন্দি করলেন। আর সেই দিন তাঁর হাতে এসেছিল জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস।

৮৬৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত ছা'ব ইবনে যাছছামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা রাত্রের অন্ধকারে অতর্কিত হামলায় যদি মুশরিকদের নারী ও শিশুকে হত্যা করে ফেলি? তিনি বললেন, এতে তোমরা দোষ মুক্ত আর তারাও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৬৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুশরিকগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করে যাও, যতক্ষণ না তারা বলে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

৮৬৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন হাতে একটি তলোয়ার নিয়ে বললেন, কে আমার নিকট থেকে এটা নেবে? মানুষদের প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে। আমি, আমি এরপর তিনি বলেন, কে এর হক আদায় করার জন্য নেবে? এ কথায় সব মানুষ থেমে যায়। তখন হযরত আবু দুজানা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এর হক আদায়ের জন্য নেব। এরপর তিনি তা নিয়ে মুশরিকদের শিরশ্ছেদ করলেন।

৮৭০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজির গোত্রের খেজুর বাগানে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেটে ফেলেছিলেন ওই বাগান বুওয়াইরাহ নামে পরিচিত।

৮৭১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের ধরো, আঘাত করো, সেই পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহর দ্বীনের বিজয় হয়।

৮৭২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তাঁর বন্ধু সাহেবে কিরানের প্রকাশ ঘটবে। আর

তাদের মাধ্যমে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে। আর তা হবে মাহদীর আগমনের সময় পূর্বে।

৮৭৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত নাহিদ ইবনে সারিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমরা হিন্দুস্তানের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা উর্দুন নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিক অবস্থান করবে। আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে।

৮৭৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট থেকে হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধ পেয়ে যায়, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো। যদি নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি বেঁচে যায় তাহলে আমি হব জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হুরায়রা।

৮৭৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অবশ্যই হিন্দুস্থানের মুশরিকদের সাথে ঈমানদারদের একটা যুদ্ধ হবে এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সফলতা দান করবেন।

পরিচ্ছেদঃ দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের মর্যাদার বর্ণনা

৮৭৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের মাথার কেশ উস্কো-খুস্কো এবং পা দুটো ধূলি-ধূসরিত, তাদেরকে মানুষ দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। যদি তারা আল্লাহর নামে শপথ করে, তাহলে আল্লাহ তাদের শপথ অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন।

৮৭৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস্-সা'ঈদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা দুর্বলদের কে কষ্ট দিও না। কেননা দুর্বলদের ওসীলাতেই তোমরা রিজিক প্রাপ্ত হও।

৮৭৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতের অধিকাংশ ব্যক্তিরাই দরিদ্র ও দুর্বল। আর জাহান্নামের অধিকাংশ ব্যক্তিরাই দাম্ভিক, অহংকারী, আর অত্যাচারী শাসক।

৮৭৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত ঈসা ইবনে ওয়াহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। কোন প্রকারের ব্যক্তি জান্নাতে হবে আমি কি তোমাদের জানাব না? তারা হলো প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি, যাকে ব্যক্তিরা শক্তিহীন ও তুচ্ছ মনে করে। সে যদি আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে শপথ করে, তবে আল্লাহ তা পরিপূর্ণ করবেন। কোন প্রকারের ব্যাক্তি জাহান্নামে যাবে তা সম্পর্কে আমি কি তোমাদের জানাব না? তারা হলো প্রত্যেক উদ্ধত, অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তি।

৮৮০. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দুর্বল ব্যক্তিরাই জান্নাতের অধিকারী। আর শেষ জামানায় একজন দুর্বল বালকের প্রকাশ ঘটবে। সে দাম্ভিক ও অত্যাচারী মুশরিকদের মোকাবিলা করবে।

৮৮১. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। খুব শীঘ্রই মুশরিকরা

তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে। আর তাদের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করবে। তখন সেখানকার ‘‘বালাদিলিল উছরা’’ অর্থাৎ দুর্গম অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালক যার নাম হবে মাহমুদ তাদের মোকাবিলা করবে। আর তাঁর নেতৃত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তাঁর একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধি হবে সৌভাগ্যবান।

পরিচ্ছেদঃ মানুষের মাঝে উত্তম সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়ার বর্ণনা

৮৮২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরের দরজার বাইরে কলহ কারীদের উচ্চ কন্ঠে আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাদের একজন ধার গ্রহণকারী, অপরজনের কাছে ধার এর কিছু অংশ মওকুফ করার এবং তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য অনুনয় বিনয় করছিল। অপরজন ঋণদাতা বলছিল, মহান আল্লাহর শপথ! আমি তা করবো না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, আল্লাহর নামে শপথ কারী কে? যে নেকির কর্ম করতে রাজি নয়?সে বলল, আমি, হে আল্লাহর রাসূল! সে যেমন পছন্দ করবে তেমন করা হবে।

৮৮৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে কুলসুম (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, কল্যান হাসিল করার জন্য যে ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধিস্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়। সে কল্যাণ বৃদ্ধি করে অথবা সে কল্যাণের কথাই বলে।

৮৮৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পরস্পর বিরোধী দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত।

৮৮৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যাক্তি পরস্পর বিরোধ করে, একে অপরের সঙ্গে তিন দিন কথা না বলে থাকে, সে আমার উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

৮৮৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের উপর কঠোর হয়েছে, যারা একে অপরের সঙ্গে বিরোধ করে তিন দিন কথা না বলে থাকবে।

৮৮৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মুমিনরা একে

অপরের ভাই। পরস্পর বিরোধী করো না, শয়তান তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি কে পছন্দ করে।

৮৮৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা পরস্পর বিরোধ করো না, যে জাতি নিজেদের মাঝে বিরোধ করেছে, সে জাতির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৮৮৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে কুলসুম (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি তিন জায়গা ব্যতীত আর কোন জায়গায় মিথ্যা বলতে মানবদের রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদান করতে শুনিনি। এক. যুদ্ধের ময়দানে, দুই. দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধিস্থাপনে, তিন. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কথাবার্তায়।

পরিচ্ছেদঃ সম্মানসূচক হস্ত চুম্বন

৮৯০. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একজন বেদুইন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে মোজেজা দেখতে চাইলে তিনি বলেন, ওই বৃক্ষ টাকে বল আল্লাহর রাসূল তোমাকে ডাকছেন। সে তখন বলল, বৃক্ষ তাঁর ডানে-বামে সম্মুখে পেছনে ঝুকলো তখন ওটার শীকড় গুলো ভেঙ্গে গেল। তারপর টা মাটি উপর গুলো টেনে বালি উড়িয়ে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এবং বলল, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুল! বেদুইন বলল, আপনি তাকে আদেশ করুন, যেন সে যথাস্থানে ছড়িয়ে যায়। তাঁর নির্দেশে ওটা ফিরে গেলো এবং তাঁর শিকড় গুলোর উপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। তখন বেদুইন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলল, আপনি অনুমতি দিন আপনাকে সেজদা করব। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি সিজদা কারো জন্য জায়েজ হত, তাহলে স্ত্রীকে তাঁর স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। তখন সে বলল, তাহলে হাত ও পায়ে চুম্বন করে? রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মতি দিলেন এবং সে হাত ও পা মোবারক কে চুম্বন করল।

৮৯১. বঙ্গানুবাদ: হযরত যারেই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যিনি আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় আগমন করলাম, তখন আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হস্ত মুবারক ও পা মোবারকে চুম্বন করলাম।

৮৯২. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাফওয়ান ইবনে আসলাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নিশ্চয়ই ইহুদীদের একটি গোত্র রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাত ও পা মোবারকের চুম্বন করেন।

৮৯৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাওয়ালা ব্যক্তির হস্ত চুম্বন করা অবশ্যই উত্তম। তবে পা মোবারক চুম্বনে শরীয়ত সম্মত নয়।

পরিচ্ছেদঃ বায়াত এর বর্ণনা

৮৯৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি যথা সময়ে নামাজ আদায় করা, যাকাত দান করা, এবং সকল মুসলিমদের ওপর নসিহত করার জন্য রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে।

৮৯৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাইদা ইবনে সামেত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার আশেপাশে বসে থাকা সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়াত গ্রহণ করো যে, তোমরা কোন কিছুতে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না। চুরি করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, জেনেবুঝে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না, কোন উত্তম কাজের সময় অবাধ্যতা করবে না, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাঁর প্রতিদান আল্লাহর নিকট হবে।

৮৯৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত হারিস ইবনে ওয়াহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি, এই মর্মে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করব, যাকাত দান করব, এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না বিজয় আসে।

পরিচ্ছেদঃ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরুদ পাঠের বর্ণনা

৮৯৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যে আমার নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করল না।

৮৯৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করো না। এরূপ করার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা অভিশপ্ত হয়েছে।

৮৯৯. ববঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির সব চেয়ে আমার বেশি নিকটবর্তী থাকবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করে।

৯০০. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি দুর্ভাগা ব্যক্তিকে আর হতে পারে? যে আমার নাম উচ্চারণ করেও দরুদ পাঠ করে না।

৯০১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তাঁর নাক ধুলোয় মলিন হোক, যে ব্যক্তি আমার নাম শুনে দরুদ পাঠ করল না।

পরিচ্ছেদঃ রাতের ইবাদত এর বর্ণনা

৯০২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন। যখন ফজর হবার সম্ভাবনা হত তখন সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন।

৯০৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রাত্রে সায়ন করতে তখন ডান পাশে কাত হয়ে সায়ন করতেন, তখন ডান পাশে কাত হয়ে সায়ন করতেন।

৯০৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মসজিদে এমন ভাবে শোয়া অবস্থায় দেখেছি যে, তিনি এক পা অন্য পা'য়ের ওপর চাপিয়ে রেখে ছিলেন।

৯০৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যখন রাত্রে স্মরণ করবে, তাঁর পূর্বে তোমাদের গৃহের দরজা গুলি বন্ধ করে দিবে। কেননা রাত্রে আল্লাহর সৃষ্টির জ্বীনরা ভ্রমণ করে।

৯০৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা রাত্রে নিদ্রা যাবার পূর্বেই আগুন নিভিয়ে দাও কেননা শয়তান এখান থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু করবে।

পরিচ্ছেদঃ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সৃষ্টির আনুগত্যের বর্ণনা

৯০৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি মক্কায় এক পাথরকে চিনি, যিনি আমাকে সালাম করতো নবী হওয়ার পূর্বে। আমি এখনো সেটি চিনি।

৯০৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দেখেছি আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে পথ দিয়ে যেতেন, পথের গাছগাছালি তাকে সালাম জানাতেন।

৯০৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মক্কায় যখন ছিলাম, একদিন আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে পাশ্ববর্তী এক স্থান এর উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা পাহাড় আর গাছ গাছালি এর মধ্য দিয়ে চলতে ছিলাম, এমন কোন গাছ ও পাহাড়ের পাশ দিয়ে যায়নি, যে বলেনি, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ।

৯১০. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আবেদন জানালেন, তিনি একটি বড় পাত্র আনতে বললেন এবং তাতে একটু পানি ঢেলে সেই পানিতে নিজের হাত রাখলেন। জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দেখতে ছিলাম তাঁর আঙ্গুলের ভেতর থেকে পানির ঝরনা বের হয়ে যাচ্ছে, আর মানুষেরা সবাই তৃপ্তি সহ পান করছে।

পরিচ্ছেদঃ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সৌন্দর্যের বর্ণনা

৯১১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু নাঈম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত বা'রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা তরবারির মত চকচকে দেখেছেন? তিনি বললেন, না। চাঁদের মত সুন্দর দেখেছি।

৯১২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দেখেছি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা রক্তিম বর্ণের ছিলেন। আর তাঁর ঘামছিল মুক্তার মতো, যখন তিনি চলতেন সামনে ঝুঁকতেন, আমি তাঁর হাতের চেয়ে মোলায়েম কিছু স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুঘ্রান থেকে উত্তম কোন সুঘ্রান আমি কখনোই শুকিনি।

৯১৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বক্কর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর শক্তিশালী সুপুরুষ কখনো দেখিনি।

৯১৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,আমি চাঁদ কে দেখেছি, আর আল্লাহর রাসূল কেউ দেখেছি। অবশ্যই আমি চাঁদের আলোর চেয়েও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অধিক সুন্দর দেখেছি।

৯১৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর থেকে অধিক সাহায্যকারী, দানশীল, বাহাদুর, ও উজ্জ্বল, কাউকে দেখিনি।

৯১৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুঠামদেহী, আর অধিক সৌন্দর্যের সুপুরুষ ছিলেন।

৯১৭. বঙ্গানুবাদ: ইয়াজিদ ইবনে হারুন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইব্রাহীম(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সুঘ্রান দাঁরাই চেনা যেত।

পরিচ্ছেদঃ এতিমের প্রতি মমতার বর্ণনা

৯১৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি ও ইয়াতিমদের ভরণপোষণ কারি কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকবো। একথা বলে তিনি, তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

৯১৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বক্কর ইবনে হাফস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এতিমকে সঙ্গে না নিয়ে খানা খেতেন না।

৯২০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, অবশ্যই শপথ পূর্ণ করার জন্য।

৯২১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা এতীমকে ভালোবাসো, তাদের হক পূর্ণ ভাবে আদায় করো, অবশ্যই তোমাদের নবীও এতিম।

৯২২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামী, যারা এতিমের হক নষ্ট করে। আর তাদের কে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

৯২৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের মাঝে এতিমদের পালন করতে চায়, যে এতীমকে ভালবাসে আর বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তাঁর জন্যই আল্লাহর জান্নাত।

পরিচ্ছেদঃ সালাত ত্যাগকারী

৯২৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বান্দা এবং কাফের এর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া।

৯২৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমাদের এবং মুনাফিকদের মাঝে ওয়াদা হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তির সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।

৯২৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। সালাতের হিসাব ঠিক হলে সে সফল হবে, আর সালাতের হিসাব ঠিক না হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অন্যথায় বলেন, তাঁর সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

৯২৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয়, তাঁর সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়।

৯২৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সালাত পরিত্যাগকারী কে হত্যা করতে হবে। ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কাফের হিসেবে হত্যা করতে হবে।

৯২৯. বঙ্গানুবাদ: ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জামাতে সালাত আদায় করা একটি অন্যতম সুন্নাত। যা ত্যাগ করলে মানুষ ইসলাম বিমুখ হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। শরীয়তী কারণ ছাড়া জামাত ত্যাগ করা যাবে না।

৯৩০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, গ্রামে হোক আর মাঠে হোক যেখানে তিনজন লোক অবস্থান করা সত্ত্বেও জামাত বদ্ধ ভাবে সালাত প্রতিষ্ঠা করে না, তাদের উপর শয়তান নিযুক্ত থাকে, তোমাদের জন্য জামাতে সালাত আদায় করা জরুরি, নিশ্চয়ই একাকী থাকলে বাঘে খায়।

৯৩১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার ইচ্ছে হয় আমি একজনকে সালাত আদায়ের আদেশ করি। অতঃপর সে মুসল্লিদের নিয়ে সালাত আদায় করবে আর আমি কিছু লোকের মাধ্যমে ঘড়ি নিয়ে ঐসকল লোকদের কাছে যাব, যারা জামাতে উপস্থিত হয়নি এবং তারা সহ তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

৯৩২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এশা ও ফজরের সালাত মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে বেশি ভারী, তারা যদি যানতো এই দুই সালাতের কি প্রতিদান রয়েছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।

৯৩৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ফজরের সালাত আদায় করালেন, তিনি সালাম ফিরে বললেন, অমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকদের ওপরে ভারী হচ্ছে এশা ও ফজর সালাত। যদি তারা এশা ও ফজর সালাত আদায়ের প্রতিদান যানত, তবে হামা গুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে আসতো।

পরিচ্ছেদঃ বিদআত সম্পর্কে বর্ণনা

৯৩৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামদ ও সালাতের পর বললেন, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী আর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ। আর কাজের মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব করা। আর প্রত্যেক নতুন ভ্রান্ত।

৯৩৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,যদি কেহ কোন আমল করে, আর সে আমলের উপর আমার কোন নির্দেশনা না থাকে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।

৯৩৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যাক্তি এই দিন ইসলামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা তাঁর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।

৯৩৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি তোমাদের সবার আগে হাউজে কাউসার এ উপস্থিত হব, যে ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাবে সে কাউসারের পানি পান করবে, আর যে ব্যাক্তি পানি পান করবে সে আর কখনোই পিপাসিত হবে না। অবশ্যই জনগণ আমার সামনে উপস্থিত হবে আমি তাদের চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার এবং তাদের মাঝে আড়াল করা হবে, আমি তখন বলব, নিশ্চয়ই তারা আমার উম্মত। তারপর আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পরে তারা দিনের মধ্যে নতুন কাজ উদ্ভব করেছে। তখন আমি বলব, তাদের সরাও যারা আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব করেছে।

পরিচ্ছেদঃ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামে মিথ্যা হাদিস প্রচার কারীর বর্ণনা

৯৩৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কেউ যদি আমার নামে হাদিস বানায় যা আমি বলিনি, সে যেন তাঁর থাকার স্থান জাহান্নামে করে নেয়।

৯৩৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। নিশ্চয়ই আমার উপর মিথ্যারোপ কারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৯৪০. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তাঁর বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।

পরিচ্ছেদঃ পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান কারীর বর্ণনা

৯৪১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়বে সে জাহান্নামী।

৯৪২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন এক সময় এক ব্যক্তি অহংকার করে টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করতো, তাই তাকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত সে জমিনে ধসতে থাকবে।

৯৪৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, মুমিনের কাপড় অর্ধ গোছা পর্যন্ত থাকবে। তবে টাখনু ও গোছার মাঝে থাকলে কোন দোষ নেই । যে পরিমাণ নিচে থাকবে সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে, একথাটা তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর প্রতি করুনার দৃষ্টি দিবেন না।

৯৪৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার করে তাঁর কাপড় পায়ের নিচে পরিধান করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।

৯৪৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতি করুনার দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহংকার বশত কাপড় ঝুলিয়ে পরে।

৯৪৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত সালেম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ঝুলাই এর নিষেধাজ্ঞা ঈদের জামা ও পাগড়ীর

মধ্যে প্রযোজ্য সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকার বশত এর কোন একটি ক্ষেত্রে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দিকে তাকাবেন না।

৯৪৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম সেই সময় আমার ইজার ঝুলান ছিল তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমার ইজার উঠিয়ে নাও। তখনই আমি তা উঠিয়ে নিলাম। অতঃপর বললেন, আরো উঠাও, সুতরাং আমি আরো উঠলাম। এরপর হতে আমি সর্বদা উপরে বাঁধতে তৎপর থাকি কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলে কতটুকু উপরে উঠাতে হবে। তিনি বললেন, দুই পায়ের অর্ধ নালা পর্যন্ত।

৯৪৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভগ্নি আসমা বিনতে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট গেলেন। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মহিলা যখন সাবালিকা হয়, তখন তাঁর শরীরের কোন অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়। তবে কেবলমাত্র এটা এবং এটা এ বলে তিনি তাঁর মুখ এবং তাঁর দুই হাতলির দিকে ইঙ্গিত করলেন।

৯৪৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার পরওয়ারদিগার যখন আমাকে মেরাজে নিয়ে গেলেন, তখন আমি এমন কতিপয় লোকদের নিকট গিয়ে গমন করলাম, যাদের নখ ছিল তামার। তা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচরাচ্ছীল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? বললেন, ওরা ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের মাংস খেতো তথা পরনিন্দা করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত।

৯৫০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ধারণা করা হতে সাবধান থাকো। কেননা ধারণায় হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা মানুষের গোপন কথা কান লাগিয়ে শোনো না। কারো গোপন দোষ সন্ধান করোনা,

দালালি করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর শত্রুতা করো না, পরস্পর বিরোধিতা করো না, তোমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

৯৫১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গোপন কথা শ্রবণ করে, অথচ তারা তা অপছন্দ করে। কিয়ামতের দিন তাঁর কানে গরম সিসা ঢেলে দেয়া হবে।

৯৫২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সারমাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি করে, আল্লাহ তাঁর ক্ষতি করে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ওপর কঠোরতা করে, আল্লাহ তাঁর প্রতি কঠোরতা করেন।

৯৫৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াজিদ ইবনে নুয়াইম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মায়েজ(রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে চার বার স্বীকার করলেন যে, তিনি জিনা করেছেন। অতঃপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। আর তিনি হাজজাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, যদি তুমি তোমার কাপড় দ্বারা মায়েজের এই দোষ গোপন করে ফেলতে, তবে তা হতো তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ। বর্ণনাকারী মুনকাদির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্য এই হাজ্জাজ ঐ মায়েজকে আদেশ করেছিলেন।

পরিচ্ছেদঃ পরনিন্দাকারী ও চোগলখোর এর বর্ণনা

৯৫৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তুমি তোমার কোন ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলবে যা তাঁর মধ্যে আছে, তবে তুমি তাঁর গীবত করলে। আর যখন তুমি তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা তাঁর মধ্যে নেই তাহলে তাঁর প্রতি অপবাদ দিলে।

৯৫৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, পরনিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।

৯৫৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বললেন, তোমরা জানো কি গীবত কাকে বলে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, গীবত হচ্ছে-তুমি তোমার ভাই এর পেছনে এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যদি সেই দোষ তাঁর মধ্যে থেকে থাকে তবুও কি গীবত হবে? তুমি যদি সে দোষ তার মধ্যে থাকে তবে তাঁর গীবত করলে, আর তুমি যা বললে তা যদি বাস্তবে তাঁর মধ্য না থাকে, তবে তাঁর উপর অপবাদ দিলে।

৯৫৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তুমি কিয়ামতের দিন দুমুখি লোককে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাবে। যারা এক জায়গায় যা বলে অন্য স্থানে তাঁর উল্টো বলে।

পরিচ্ছেদঃ অহংকারীদের বর্ণনা

৯৫৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয় এবং মুশরিক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করা হয়। তবে এমন ব্যক্তি নয় যে, তাঁর ভাইয়ের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। তাদের বলা হয় সংশোধন হওয়া পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও।

৯৫৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ঈমান আছে সে জান্নাতে যাবে,আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না।

৯৬০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা’আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর আর দাম্ভিকতা আমার লুঙ্গি। এই দুটির কোন একটি কেউ গ্রহণ করলে আমি তাকে জাহান্নামে দেবো।

৯৬১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা’আলা তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। এক. বয়স প্রাপ্ত জেনাকার, দুই. মিথ্যুক শাসক, তিন. অহংকারী দরিদ্র।

৯৬২. বঙ্গানুবাদ: হযরত হারিসাহ ইবনে ওয়াহাব(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতের অধিবাসী কে আমি তোমাদের বলি শোনো প্রত্যেক দুর্বল অসহায় ব্যক্তি, যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে কসম করেন তবে আল্লাহ তাকে কসম থেকে মুক্ত হবার সুযোগ দান করেন। আর জাহান্নামের অধিবাসী হলো প্রত্যেক রুঢ় স্বভাবের অহংকারী, দাম্ভিক ব্যক্তি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক রুঢ় স্বভাবের মিথ্যা দাবীদার দাম্ভিক ব্যক্তি।

৯৬৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি দুটি চাদর পড়ে অহংকার করে চলাফেরা করছিল এবং এটা তাঁর নিকট পছন্দনীয় ছিল। তাকে জমিনে ধসে দেয়া হয়েছিল। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির মধ্যে ঢুকতে থাকবে।

পরিচ্ছেদঃ মিথ্যা সাক্ষী প্রদানকারীর বর্ণনা

৯৬৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু উসামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানের সম্পদ দখল করবে, আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য করে দিবেন। জান্নাত তাঁর উপর হারাম করে দিবেন। একজন সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ ঘটনা যদি সামান্য বস্তুর ব্যাপারে হয়? রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আরাক গাছের একটি ডালের ব্যাপার হলেও তাঁর স্থান হবে জাহান্নাম।

৯৬৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে এমন জিনিস এর দাবি করে যা তার নয়। সে আমার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন তাঁর বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।

৯৬৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ দখল করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট থাকবেন।

পরিচ্ছেদঃ মুসলমানকে কষ্ট দানকারীর বর্ণনা

৯৬৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই সুতরাং কেউ কারো প্রতি অন্যায় করবে না। কাউকে অপদস্থ করবে না, কিছু ভাববে না অতঃপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, এখানে আছে। মানুষের অনিষ্ট হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তাঁর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পরস্পরের রক্ত, অর্থ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম।

৯৬৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি যার অনিষ্ট হতে বাচার জন্য মানুষ তাকে পরিহার করে।

পরিচ্ছেদঃ অত্যাচারীর বর্ণনা

৯৬৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধ হাত জমিন দখল করবে, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি জমিন তাঁর কাধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

৯৭০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে ঝগড়া করবো। এক. এমন ব্যক্তি যে আমার সাথে অঙ্গীকার করল অতঃপর তা ভঙ্গ করলো, দুই. যে ব্যক্তি মুক্ত মানুষকে বিক্রি করল ও তাঁর মূল্য খেয়ে ফেলল, এবং তিন. যে ব্যাক্তি কাজের জন্য লোক নিল, লোকটি তাঁর পূর্ণ কাজ করলো, অথচ তাঁর পারিশ্রমিক দিল না।

৯৭১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ঋণ পরিশোধ করতে পারবে এমন সামর্থবান ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে তাল বাহানা করা অত্যাচার।

৯৭২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয কে ইয়ামান দেশ এ পাঠালেন এবং বললেন, হে মু'আয! অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ দোয়া থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই তাঁর বদ দোয়া এবং আল্লাহর মাঝে আড় নেই অর্থাৎ অত্যাচার করো না।

৯৭৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানি(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের দোয়া কবুল করা হয়। এক. পিতা মাতার দোয়া, দুই. মুসাফিরের দোয়া, তিন. নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া।

৯৭৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী কে অত্যাচার করার জন্য অবকাশ দিয়ে থাকেন। তবে যখন ধরেন তখন কোন ছাড়

দেন না। তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত আয়াতটি পড়লে আপনার রব যখন কোন অত্যাচারী সম্প্রদায়কে ধরেন। তখন এমনই কঠিন ভাবে ধরেন, নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক। (সূরা, হুদ, আয়াতঃ ১০২)

পরিচ্ছেদঃ বেপর্দা নারীর বর্ণনা

৯৭৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী।

৯৭৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নারীদের প্রতি হঠাৎ বৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমাকে আমার চোখ ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন।

৯৭৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সম্পূর্ণ পৃথিবীর সম্পদ। আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী।

৯৭৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে নারীকে বিবাহ করা হয়। এক. তাঁর সম্পদ, দুই. বংশ, তিন. সৌন্দর্য, চার. ধার্মিকতা। তুমি শুধু ধার্মিকতার প্রতি লক্ষ্য করো।

৯৭৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামে রয়েছে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। (প্রথম শ্রেণি) এমন সম্প্রদায় যাদের হাতের গরু পরিচালনা করার লাঠি থাকবে যার দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণি) নগ্ন পোশাক পরিধান কারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্ষ বিশিষ্ঠ

উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ সেই জান্নাতের সুগন্ধ বহু দূর হতে পাওয়া যায়। অন্য হাদীসে বর্ণনা রয়েছে এক মাসের পথের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়।

৯৮০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলে।

পরিচ্ছেদঃ নারীদের ব্যাপারে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হুঁশিয়ারি

৯৮১. বঙ্গানুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে সাবধান থাকো। একজন সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে কি বলছেন? রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দেবর মরন সমতুল্য।

৯৮২. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অবশ্যই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হলে তৃতীয় জন হবে শয়তান।

৯৮৩. বঙ্গানুবাদ: একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের কে লক্ষ্য করে বললেন, বুদ্ধি ও ধৈর্যের ব্যাপারে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী পুরুষদের জ্ঞান তোমাদের চেয়ে আর কেউ অধিক বিনষ্ট করতে পারে এমন কাউকে আমি দেখিনি।

৯৮৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা দুনিয়া ও নারীদের থেকে সাবধান থাকো। কারণ নিশ্চয়ই বনি ইসরাইলের প্রথম দুর্ঘটনা নারীদের মধ্যে ঘটে।

পরিচ্ছেদঃ স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর বর্ণনা

৯৮৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি বিহীন নফল সিয়াম পালন করা জায়েজ নয় এবং স্বামীর অনুমতি বিহীন কোন ব্যক্তিকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়া জায়েজ নয়।

৯৮৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, আর যদি স্ত্রী তা অমান্য করে। আর স্বামী তখন অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে। তখন ফেরেশতারা স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।

৯৮৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করতে বলতাম, তবে স্ত্রীকে তাঁর স্বামীকে সিজদা করার জন্য আদেশ করতাম।

পরিচ্ছেদঃ পুরুষের বেশ ধারণকারীনি মহিলা এবং মহিলা বেশ ধারণ কারী পুরুষদের বর্ণনা

৯৮৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন, যে পুরুষ মহিলার পোশাক পরিধান করে এবং সেই মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে, মহিলা পুরুষের পোশাক পরিধান করে।

৯৮৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। এক. পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান, দুই. বাড়িতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদান কারি, তিন. পুরুষের বেশ ধারণ কারী নারী।

৯৯০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরার বেশ ধারণ কারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশধারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন।

৯৯১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুলাইকা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলা হলো, একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষের বেশ ধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন।

৯৯২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবীগণ বললেন, সেগুলি কি? রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এক. শিরক করা। দুই. জাদু করা। তিন. অবৈধ ভাবে মানুষ হত্যা করা। চার. সুদ ভক্ষণ করা। পাঁচ. ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। ছয়. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া। এবং সাত. নিরীহ সতী-সাধ্বী ঈমানদার নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

পরিচ্ছেদঃ স্ত্রী পিছন দার ব্যবহারকারীর বর্ণনা

৯৯৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করেন না যে, তাঁর স্ত্রীর পিছন রাস্তায় সহবাস করে।

৯৯৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর পেছনের রাস্তায় সহবাস করে অথবা গণকের কথা বিশ্বাস করে সে কুরআন অস্বীকার করে।

৯৯৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসলে এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করলো? তিনি বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে পিছন হতে সামনের রাস্তায় সহবাস করেছি। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন উত্তর দিলেন না। তারপর এ আয়াত আবর্তন হল তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র আগমন করো যে দিক দিয়ে ইচ্ছা। (সূরা,বাকারা, আয়াত: ২২৩) শেষে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সহবাস করো সামনের দিক থেকে অথবা পিছনের দিক থেকে কিন্তু পিছন রাস্তায় এবং ঋতু অবস্থায় সহবাস করা থেকে সাবধান থাকো।

৯৯৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যাক্তি মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সহবাস করবে সে এক দিনার অথবা আধা দিনার সদকা করবে।

পরিচ্ছেদঃ হস্তমৈথুন করা সম্পর্কে

৯৯৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দু চোখের জেনা কু দৃষ্টিতে দেখা, দু কানের জেনা কামসূচক কথাবার্তা শোনা, যিহোবার জিনা এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা, হাতের যেনা হাত দিয়ে ধরা, পায়ের যেনা এজন্য পা দিয়ে হেটে যাওয়া, আর অন্তরের যিনা এ বিষয়ে কামনা বাসনা পোষণ করা, লজ্জাস্থান এ কাজ সম্পন্ন করে অথবা বিরত থাকে।

৯৯৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই মানুষ পূর্ব নবীদের যে কথাটি পেয়েছে তা হচ্ছে যখন তুমি লজ্জা করবে না তখন যে কোন অশ্লীল কাজ করতে পারবে।

৯৯৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুবকদের লক্ষ্য করে বললেন, হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যারা (আর্থিক দৈহিক) বিবাহর যোগ্যতা রাখে, তাদের বিবাহ করা উচিত। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর যে বিবাহের যোগ্যতা রাখে না, তাঁর জন্য নফল রোজা পালন উচিত। কেননা তা কাম ভাব দমন করে।

পরিচ্ছেদঃ যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন কারীর বর্ণনা

১০০০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বেঁচে থাকো বলা হল সেগুলো কি হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি বললেন, এক আল্লাহর সাথে শিরক করা জাদু করা শরীয়তে কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা সুদ গ্রহণ করা যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে যাওয়া ও মুমিন সতী-সাধ্বী নারীদের উপর অপবাদ দেয়া।

পরিচ্ছেদঃ আত্মহত্যাকারীর বর্ণনা

১০০১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে।

১০০২. বঙ্গানুবাদ: হযরত জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আমি তাঁর জন্য জান্নাত হারাম করলাম।

১০০৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে। সুতরাং সেটাই হবে তাঁর চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যাক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষপান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তাঁর চিরস্থায়ী বাসস্থান।

পরিচ্ছেদঃ পেশাব থেকে অসতর্ক কারীর বর্ণনা

১০০৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বেশিরভাগ কবরের শাস্তি পেশাবের কারণে হয়ে থাকে।

১০০৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, বনি ইসরাইলের কোথাও পেশাব লাগলে কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলত। এক ব্যক্তি নিষেধ করেছিল তাই তাকে কবরের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

১০০৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এ কবর দুটিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে খুব একটা বড় ব্যাপারে হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব করার সময় নিজেকে রক্ষা করত না। অপরজন চুগলখোরি করত।

পরিচ্ছেদঃ পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান এর বর্ণনা

১০০৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বললেন, তাঁর নাসিকা ধূলিসাৎ হোক। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসুল আল্লাহ! কে সে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা মাতা একজনকে অথবা উভয় জনকে তাদের বার্ধক্য অবস্থায় পাইলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

১০০৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এক ব্যক্তি বললেন, আমি জিহাদ করব, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার পিতামাতা আছে কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ আছে। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এ দুজনের ব্যাপারে জিহাদ করো অর্থাৎ তাদের সেবা করো।

১০০৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে মানুষ তাঁর পিতা-মাতার প্রতি অভিশাপ করা। হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মানুষ কিভাবে পিতা মাতার প্রতি অভিশাপ করে? রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মানুষ কারো পিতাকে গালি দিলে সে তাঁর পিতাকে গালি দেয়, কেউ কারো মাতাকে গালি দিলে সে তাঁর মাতাকে গালি দেয়।

১০১০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মাথা আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেছেন, আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। পিতা-মাতা হচ্ছে জান্নাত লাভের মাধ্যম। আপনি ইচ্ছা করলে তা হেফাজত করতে পারেন, নষ্ট করতে পারেন।

১০১১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে হিজরতের বায়াত করার জন্য এলো, সে তাঁর পিতা-মাতাকে কাদা অবস্থায় রেখে এসেছিল। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছো সেভাবে হাসাও।

পরিচ্ছেদঃ জেনে শুনে নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে ডাকা

১০১২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতা হতে বিমুখ হয়ো না। যে ব্যক্তি তাঁর পিতা হতে হল অর্থাৎ অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করল, সে কুফুরি করল।

১০১৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করে, অথচ সে জানে যে সে ব্যক্তি তাঁর পিতা নয়, তাহলে তাঁর প্রতি জান্নাত হারাম।

১০১৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করে অথবা নিজ অভিভাবক ব্যতীত অন্য কে অভিভাবক বলে স্বীকার করে, তাঁর প্রতি আল্লাহর, সকল ফেরেশতাগণ, এবং সকল মানুষের অভিশাপ, তার নফল ও ফরজ কোন ইবাদত কবুল করা হবে না।

পরিচ্ছেদঃ শরীয়ত বিরোধী ওসিয়ত কারী সম্পর্কে

১০১৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিদায় হজের দিন বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক প্রদান করেছেন। অতএব ওয়ারিশদের জন্য কোন ওসিয়ত করা যাবে না।

পরিচ্ছেদঃ গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহীদের বর্ণনা

১০১৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মদ, জুয়া, ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন।

১০১৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা গায়িকা নর্তকীদের বিক্রয় করো না, তাদের ক্রয় করো না, তাদের গান, বাজনা বাদ্যযন্ত্র শিখিয়ে দিও না, তাদের উপার্জন হারাম।

১০১৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অবশ্যই অবশ্যই আমার পর এমন কিছু

লোক আসবে, যারা জেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র হালাল মনে করবে।

১০১৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মালিক আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে এবং তাঁর নাম রাখবে ভিন্ন। তাদের নেতাদেরকে গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ভূমি কম্পের মাধ্যমে তাদের মাটিতে ধশিয়ে দিবেন আর তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করবেন।

পরিচ্ছেদঃ মদ পান সম্পর্কে বর্ণনা

১০২০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সব নেশাদার দ্রব্য মদ আর সব ধরনের মদ হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করে তওবা না করে মারা যায়, সে পরকালে সুস্বাদু পানীয় পান করতে পারবে না।

১০২১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান কারি জান্নাতে যাবে না।

১০২২. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে, নেশাদার দ্রব্য পান কারীদের আল্লাহ ত্বিনাতে খাবাল পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, যে আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনাতে খাবাল কি জিনিস? রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ।

১০২৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ এর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ করেছেন। এক. যে লোক মদের নির্যাস বের করে, দুই. প্রস্তুতকারক, তিন. মদপানকারী, চার. যে পান করায়,

পাঁচ. আমদানিকারক, ছয়. যার জন্য আমদানি করা হয়, সাত. বিক্রেতা. আট. ক্রেতা, নয়. সরবরাহকারী, এবং দশ. এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

১০২৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সব ধরনের নেশাদার দ্রব্য হারাম।

১০২৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক ওই বস্তু যা বিবেকের ক্ষতি করে সেসব মদ। আর সব ধরনের মদ হারাম।

১০২৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তাঁর চল্লিশ দিন সালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। যদি সে মন থেকে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করবেন। এভাবে তিন বারের গুনাহ আল্লাহ খমা করবেন। লোকটি যদি চতুর্থবার মদ পান করে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন রদাগাতুল খাবাল পান করাবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! রদাগাতুল খাবাল কি? রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম) বললেন, আগুনের তাপে জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্ত পুঁজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ।

১০২৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে জিনিস বেশি পরিমাণে খেলে মাতলামি হয়, তা কম খাওয়াও হারাম।

পরিচ্ছেদঃ নেশাদার দ্রব্য পান এ পার্থিব শাস্তির বর্ণনা

১০২৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে নেশাদার দ্রব্য পান কারীদের সংখ্যা বেশি হলে তিনি আশি বেত্রাঘাত করতেন।

১০২৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেশাদার দ্রব্য পানকারী কে জুতা ও বেত এর মাধ্যমে চল্লিশ বার মারতেন।

পরিচ্ছেদঃ জুয়ায় অংশগ্রহণকারীর বর্ণনা

১০৩০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি কেউ কাউকে বলে আসেন জুয়া খেলি তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে।

১০৩১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি সারনিক্ষেপ করে ও জুয়া খেলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী।

পরিচ্ছেদঃ ভাগ্যে অস্বীকারকারীর বর্ণনা

১০৩২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জিব্রাইল (আঃ) রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কাকে বলে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, ঈমান হচ্ছে আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব সমূহ, নবীগণ, বিচার দিন, ও ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা। ভাগ্য অস্বীকারকারী এর পরিণাম জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তু ভাগ্য অনুযায়ী সৃষ্টি করেছে।

১০৩৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসোই ভাগ্য অনুযায়ী হয়, এমনকি বুদ্ধির দুর্বলতা এবং সবলতাও।

১০৩৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। আমার উম্মতের মধ্যে ভাগ্য অবিশ্বাসীদেরকে ভূমি ধসিয়ে দেয়া হবে এবং আকৃতি পরিবর্তন করে শাস্তি দেয়া হবে।

১০৩৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ আসমান, জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল সৃষ্টির ভাগ্য লিখে রেখেছেন, আর তখন আরশ পানির উপরে ছিল।

১০৩৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন বান্দা জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জান্নাতের অধিবাসী। এভাবে কোন বান্দা জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামবাসী। বস্তুতঃ মানুষের আমল পরিণামের উপর নির্ভর করে।

পরিচ্ছেদঃ সীমা লঙ্ঘনকারী বর্ণনা

১০৩৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিদ্রোহ আত্মীয়তা ছিন্ন ব্যতীত এমন কোন পাপ নেই যার শাস্তি পরকালের হওয়া সত্ত্বেও ইহকালে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাড়াতাড়ি করেন, অর্থাৎ বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা ছিন্ন এর শাস্তি আল্লাহ তায়ালা তাড়াতাড়ি দেন।

১০৩৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে ওহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও, বিদ্রোহ করো না।

পরিচ্ছেদঃ প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারীর বর্ণনা

১০৩৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেই ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না যার অন্যায়ের কারণে তাঁর প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।

১০৪০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দুটি প্রতিবেশী আছে এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া প্রদান করব? তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে যার বাড়ি তোমার বেশি কাছে তাকে।

১০৪১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে হযরত আবু যার! (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন তুমি তরকারী রান্না করো তখন একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বেশি করো এবং তোমার প্রতিবেশীর হক পৌঁছে দাও।

১০৪২. বঙ্গানুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের মাঠে প্রথম যে বাদী-বিবাদীর বিচার হবে তারা হচ্ছে দুই প্রতিবেশী।

১০৪৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে তৃপ্তি সহকারে খায় আর তাঁর পাশের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।

১০৪৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তাঁর মেহমান কে আপন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

পরিচ্ছেদঃ রেশমি বস্ত্র এবং স্বর্ণালঙ্কার পরিধানকারীর বর্ণনা

১০৪৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই স্বর্ণালঙ্কার এবং রেশমি বস্ত্র আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল।

১০৪৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমি বস্ত্র পরিধান করবে তাঁর জন্য পরকালে রেশমি বস্ত্রের কোন অংশ নেই।

১০৪৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পরিধানে হলুদ রঙের দু খানা কাপড় দেখে বললেন, নিশ্চয়ই এই গুলি কাফেরদের পোশাক, তা কখনো পরিধান করো না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি বললাম, কাপড় দুখানা কি ধুয়ে ফেলব? রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বরং জ্বালিয়ে দাও।

পরিচ্ছেদঃ প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারীর বর্ণনা

১০৪৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রতারণা কারী জাহান্নামে যাবে।

১০৪৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রতারক, কৃপণ ও খোটা দান কারী জান্নাতে যাবে না।

পরিচ্ছেদঃ যাকাত আদায় না করা সম্পর্কে বর্ণনা

১০৫০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে তাঁর যাকাত আদায় করে না। কিয়ামতের দিন তাঁর সেই সম্পদ কে টেকো মাথা বিষাক্ত সাপের রূপান্তরিত করা হবে। তাঁর দু চোখের দুটি কালো

বিন্দু থাকবেভ। কিয়ামতের দিন ওই সম্পর্কে তাঁর গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাঁর দুধ চলে কামড়িয়ে ধরে বলতে থাকবে আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ, আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াত পড়ে শুনালেন।

পরিচ্ছেদঃ বিনা কারণে রমজানের সিয়াম পরিত্যাগকারীর বর্ণনা

১০৫১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি তিনি বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি রমজানের সিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি একটা দাসমুক্ত করার সামর্থ্য রাখ? সে বলল, না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি কি ক্রমাগত দু মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি একজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি বস। এ সময় রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট খেজুর ভর্তি একটা পাত্র নিয়ে আসা হল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এই ছেলে তুমি দান করে দাও। লোকটি বলল, মদিনায় আমার চেয়ে অধিক গরীব আর কেউ নেই। এটা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে উঠলেন তাতে তাঁর সামনের দাঁতগুলি প্রকাশ হয়ে গেল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারের লোকদের খাওয়াও।

পরিচ্ছেদঃ আলেম সম্পর্কে বর্ণনা

১০৫২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাকে বলতে শুনেছি এমন কিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয় করি। তখন আমি ভীত হয়ে পরলাম, তাই বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটি কোন জিনিস? যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মতের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয় পান? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, পথ ভ্রষ্ট আলেমগণ।

১০৫৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মতের জন্য কোন কিছুই ভয় করি না। পথ ভ্রষ্ট আলেমগণ ব্যতীত।

পরিচ্ছেদঃ শিরক কারীর বর্ণনা

১০৫৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বক্কর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তাঁর পিতা বলেন, একদা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ছিলাম তিনি বললেন, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় তিনটি পাপ এর কথা বলব কি? সাহাবীগণ বললেন হ্যাঁ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তিনি বললেন, এক. আল্লাহর সাথে শিরক করা। দুই. পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তিন. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।

১০৫৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বিন্দুমাত্র শরিক করবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বিন্দুমাত্র শরিক করবে না সে জান্নাতে যাবে।

পরিচ্ছেদঃ কবরের ইবাদত করা শিরক

১০৫৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, মনে রেখ নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী এবং নেককার লোকদের কবরকে এবাদত খানা বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবর কে এবাদত খানা বানিও না। আমি তোমাদেরকে কবরকে এবাদত খানা বানাতে নিষেধ করছি।

১০৫৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবনের শেষ অসুখে বলেছিলেন, ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরকে এবাদত খানা বানিয়ে নিয়ে ছিল।

১০৫৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার কবর কে মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হবে, আল্লাহ ঐ জাতির উপর রাগান্বিত হয়েছেন যারা তাদের নবীগণের কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করেছে।

পরিচ্ছেদঃ কবর উঁচু বা পাকা করা নিষেধ

১০৫৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ছাউনি করতে নিষেধ করেছেন।

১০৬০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের ওপর ছাউনি করতে নিষেধ করেছেন।

১০৬১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হাইআজ আশাদি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে

প্রেরণ করেছিলেন। তা হলো-যত মূর্তি প্রকৃতি দেখবে সব ভেঙে গুড়িয়ে দেবে, স্বাভাবিক কবরের পরিচিতির জন্য সামান্য উচ্চতা বেশি কোন উঁচু কবর দেখলে তা ভেঙে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।

১০৬২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জানাযায় বের হলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কে আছে মদিনার ভেতরে গিয়ে যত মুক্তি পাবে সব ভেঙে ফেলবে, যত উঁচু কবর দেখবে সব সমান করে দিবে এবং যত ছবি পাবে সব নষ্ট করে দিবে। একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি যাব। কিন্তু তিনি মদিনাবাসী কে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি যাব। তিনি বললেন, যাও। তখন আমি চলে গেলাম। তখন ফিরে এসে বললাম, আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদি কেউ আবারো এ সকল কাজের কোন একটি করে তাহলে সে মুহাম্মদ এর উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফুরি করল।

১০৬৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু ওয়াক্বিদ আল লায়ছি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। একই স্থানে মুশরিকদের একটি ফুল গাছ ছিল, যার চারপাশে তারা বসত এবং তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে তারা "জাতুল আনওয়াত" বলতো। আমরা একদিন একটি কুল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের যেমন নির্ধারিত গাছ আছে আমাদের জন্য তেমনি একটি গাছ নির্ধারিত করে দিন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহু আকবার" তোমাদের এই দাবি পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথা বলেছ যা বনি ইসরাইলের আ মুসা (আঃ) কে বলেছিল, তারা বলেছিল, হে মূসা আ মুশরিকদের যেমন মাবুদ আছে

আমাদের জন্য তেমন মাবুদ বানিয়ে দাও। মূসা বললেন, তোমরা মূর্খের মতো কথাবার্তা বলছো। (সূরা: আরাফ, আয়াত-১৩৮) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি নীতি অবলম্বন করছে।

১০৬৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উহুদের যুদ্ধে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গেল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুঃখ করে বললেন, ওই জাতি কি করে কল্যাণ পেতে পারে, যারা তাদের নবী কে আঘাত করে।

১০৬৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মেয়ে ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বললেন, হে ফাতিমা! আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি কোনো উপকার করতে সক্ষম হব না।

পরিচ্ছেদঃ আদম সন্তানের মুশরিক হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা

১০৬৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এগুলি হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায় কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, যে সব জায়গায় তাদের মজলিস সেসব জায়গায় তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মান আছে তাদের নামে মূর্তি গুলির নাম করন কর। তখন তারা তাই করল, তবে তাদের জীবদ্দশায় ঐ সমস্ত মূর্তি পূজা করা হয় নি। কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং মূর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেল তখন ঐ এগুলির ইবাদত শুরু হল।

১০৬৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করো না, যেমন ভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা (আঃ) এর করেছিল। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রসূল বল।

পরিচ্ছেদঃ হিজরার বিধান সম্পর্কে

১০৬৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রসূতি বাচ্চা (হিজড়া) যে পুরুষ? না, নারী? তা জানা যায় না। তাঁর বিধান কি? জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন যে, সে মিরাস (অধিকার) পাবে, যে পথে সে প্রস্রাব করে।

পরিচ্ছেদঃ সন্তান হত্যাকারীর বর্ণনা

১০৬৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বললেন, তুমি আল্লাহর সাথে কারো শরিক করবে না, তারপর কোন পাপ বড় তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করলে এ ভয়ে যে সে তোমার সাথে খাওয়ার শরিক হবে।

১০৭০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না, তাদের রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

১০৭১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সন্তান দুনিয়াতে আসার পূর্বে হত্যা করা তা ঘৃণিত। আর সন্তান দুনিয়াতে আসার পরেও হত্যা করা মহাপাপ। তাদের রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

পরিচ্ছদঃ সৎ কর্মের নিয়ত এর বর্ণনা

১০৭২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যখন থেকে যেকোন সৎকর্মের নিয়ত করো, তখন থেকেই কাজ সম্পন্ন হবার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের নাম তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

১০৭৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। কাজের ফলাফল হয় নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তাঁর নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তবে তাঁর হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে। যে জন্য সে হিজরত করেছে।

১০৭৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সব কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের নামে নেকি লেখা হবে।

১০৭৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যখন কোন সৎকর্মের নিয়ত করো, তখন থেকেই তোমাদের নেকি লেখা হয়।

১০৭৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সৎ কর্ম করবে, সত্য কথা বলবে, আর এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

১০৭৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যখন সৎকাজের আশা করো, তখন থেকেই তোমাদের সে নেকি লেখা হয়। আর মন্দ কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত গুনাহ লেখা হয় না।

১০৭৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সৎ কাজের প্রতিযোগিতা করো আর অসৎ কর্ম বর্জন করো, যদি তোমরা জান্নাতবাসী হতে চাও।

১০৭৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ কত মহান, যখন তাঁর কোন বান্দা-বান্দী সৎকর্মের ইচ্ছে করে, তখন থেকেই তাঁর নেকি লেখা। হয় আর অসৎ কর্মের গুনাহ লেখা হয় তা সম্পূর্ণ করার পর।

১০৮০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কি যান? আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাত আবশ্যক করেছেন? যারা সৎকর্ম করে, ও সৎকর্ম বর্জন করে, আর স্বীকার করে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

১০৮১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সৎ কর্ম করো, আর অসৎ কর্ম ত্যাগ করো, আর বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, যদি তোমরা আল্লাহর জান্নাত পেতে চাও।

পরিচ্ছেদঃ দুনিয়াবী ইলম এর বর্ণনা

১০৮২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শেষ জামানায় আল্লাহ তাঁর দ্বীনের ইলম উঠিয়ে নেবে, আর মানুষ দুনিয়ায় এলেমের পিছনে ছুটবে। আর তখনই তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে।

১০৮৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। এমন এক সময় আসবে যখন মানব সন্তান কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাবে, আর তারা দুনিয়ায় পেছনে পাগলের মত দৌড়াবে। যেমন কোন মাতাল ঘোড়া দৌড়ায়।

১০৮৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, শোনো হে আয়েশা! আমার কন্যা ফাতেমার বংশের এক সন্তান আসবে, যে কুরআনে ভাষায় দুর্বল থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে আসমানী জ্ঞানে সাহায্য করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তাঁর নাম কি হবে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ।

১০৮৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাফর সাদিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ইমাম মাহদী আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান পাবেন।

১০৮৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইমাম বাকের (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম কাজিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যামানার ইমামগণ ইলহাম প্রাপ্ত হন, আর ইমাম মাহদীও আল্লাহর গোপন বাণী পাবেন।

১০৮৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। আল্লাহর বন্ধুগণ আল্লাহর বাণী পান, আর আমার পরেও কিছু ব্যক্তি পাবে, আর তারা নবী না। আল্লাহর বন্ধু।

পরিচ্ছেদঃ আল্লাহকে ভয় এর বর্ণনা

১০৮৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই পাপ কর্ম থেকে মুক্তি পাবে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে সে ব্যক্তি মুসলমান।

১০৮৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, জান্নাত তাঁর জন্য ওয়াজিব। আর তারা আল্লাহর হেদায়েতের দলভুক্ত। এবলে তিনি সুরা বাকারার দুই নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

১০৯০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল বাহিলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বিদায় হজ্বে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো, রমজানের রোজা রাখ, নিজেদের অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করো এবং নিজেদের ইমামের আনুগত্য কর। তবে তোমরা আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

১০৯১. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে। আর তাদের জন্য আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত।

১০৯২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভীরু। সাহাবীগণ বললেন, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি না, তিনি বললেন, তবে আল্লাহর নবী ইউসুফ। যার পিতা আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা আল্লাহর নবী এবং তাঁর পিতা খলিলুল্লাহ (আ:)। সাহাবীগণ বললেন আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি না। তখন হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে কি তোমরা আরবের বিভিন্ন বংশের মর্যাদার

কথা বলছো? জেনে রাখবে জাহিলিয়াতের জামানায় যারা উত্তম ছিল, ইসলামের জামানতের তারা উত্তম। যদি তারা বুদ্ধিমান ও ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে থাকে।

১০৯৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে কখনোই জাহান্নামে যাবে না। আর আল্লাহর হুকুম লংঘন করবে না। আল্লাহ তাদের জান্নাত এর জামিন।

১০৯৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে কখনই জাহান্নামে যাবে না। আর সে আল্লাহর কিতাবের কোন বিধানকেই অমান্য করবেনা।

১০৯৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ ভীরুদের জন্য জান্নাত। যারা আল্লাহর বাণী থেকে মুখ ফেরায় না।

পরিচ্ছেদঃ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুযেযার বর্ণনা

১০৯৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে মুযেযার দান করেছেন, আর আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মুযেযা আল্লাহর কুরআন।

১০৯৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করে নি, যাকে মোজেযা দান করা হয়নি। তোমরা কি জানো? আমার শ্রেষ্ঠ মোজেযা কি? সাহাবীগণ বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর কুরআন।

১০৯৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন মোজেজা, আর আমার উম্মতের জন্য কেরামত আর নিদর্শন।

১০৯৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামানায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল।

১১০০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এক রাত্রিতে জমিন হতে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। আর আমি সেখানে জান্নাত-জাহান্নাম দেখেছি।

১১০১. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কুদরত থেকে রাসুলদের কিছু দান করেন আর তা হল মুযেযা। আর মুযেযা কিয়ামত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত চলবে।

১১০২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তখন আমরা দেখলাম, চাঁদের একটি খণ্ড হেরা পর্বতের দিকে চলে গেল।

১১০৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক নবী কে মোজেজা দান করেছেন, আর তা রবের হুকুম ব্যতীত কখনোই উপস্থাপন করা সম্ভব না।

১১০৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদেরকে মোজেযা দান করেছেন। আর কোন নবীর সম্ভব না, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত মোজেজা দেখানো।

১১০৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন এক সফরে আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সফরসঙ্গী ছিলাম। এক মরুতে প্রবেশ করে আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমাদের ক্লান্তির কথা অবগত করলাম। তিনি আমাদেরকে এক বৃক্ষের নিচে বসার অনুমতি দিলেন। এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমরা খুবই পিপাসিত, আর এখানে পানির কোন ব্যবস্থাও নেই। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানির জন্য দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। আল্লাহর শপথ! আমরা দেখলাম তাঁর কিছুক্ষণ পরে এক যুবক পানি বহন করছে, সে আমাদের কাফেলার নিকটে এসে সালাম জানিয়ে বললো আপনারা যদি পিপাসিত হন তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমি আপনাদের পানি পান করাব। আমরা সকলেই বলে উঠলাম সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ।

পরিচ্ছেদঃ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া ব্যক্তির বর্ণনা

১১০৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ওই ব্যক্তি কতইনা মূর্খ, যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় কেননা আল্লাহ তা'আলা কাউকেই তাঁর রহমত থেকে নিরাশ করেন না। এ কথা বলে তিনি কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তোমরা আল্লাহকে ডাকো আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন।

১১০৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা বদরের যুদ্ধে বায়াত নিয়েছিলাম আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে, আমাদের বায়াতের সংখ্যা ছিল অনেক কম। যুদ্ধের জন্য বদর স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম। কাফেরদের সংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। তা দেখে আমাদের অনেক স্বাভাবিক মনে ভীত হয়ে গেল। আমাদের কেউ একজন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)| আমার নাক ধুলায় মলিন। হোক আমাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় বিজয় আনা? তিনি বললেন, আল্লাহর রহমতে প্রতি নিরাশ হয়ো না। তিনি অবশ্যই সক্ষম তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সুদৃঢ় সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় যুদ্ধ করে।

১১০৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেবল আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়, কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ। আর তারা দুই মুখো চিন্তায় উন্মাদ থাকে। আর ওরা কখনোই আল্লাহর সাহায্য পাবে না।

১১০৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহর সাহায্য চাও না? আমরা বললাম, অবশ্যই আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই। তিনি বললেন, তবে তোমরা তোমাদের রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মহব্বত

করো, তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের বিজয় দিবেন। আর মুনাফিকরা কেবল নিরাশ হয়, কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।

১১১০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এর প্রতি নিরাশ হচ্ছ কেন? কেবল ব্যাধিগ্রস্থরায় আল্লাহর রহমতের প্রতি নিরাশ হয়।

১১১১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিনরা কখনই আল্লাহর রহমত ও সাহায্যে প্রতি নিরাশ হয় না। আর তারা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কখনোই কোন কাজ সম্পাদন করেন না।

১১১২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মোমিনগণ আল্লাহর সাহায্যকারী, আর আল্লাহ মুমিনগণের সাহায্যকারী। আর মুমিনগণ কখনোই আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হয় না।

১১১৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দা- বান্ধিদের অধিক ভালোবাসেন। তিনি চান না কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করুক। আর তার রহমত ক্রোধের উপর প্রাধান্বিত। কেবল মূর্খরাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।

১১১৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা কোন কর্ম করো, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। তিনি তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী আর আল্লাহর রহমতে প্রতি তোমরা নিরাশ হয়ো না।

১১১৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ো না। মুমিনগণ যখন মুসিবতে পড়ে তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। আর যখন আনন্দিত থাকে তখন আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে।

পরিচ্ছেদঃ মুমিনগণ এর বর্ণনা

১১১৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু। আর মুমিনগণ সকল সময় আল্লাহকে স্মরণ করে। আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জন্যই জান্নাত নির্ধারণ করেছেন।

১১১৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সকল সময় আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার পেতে থাকে। তারা যখন অসুস্থ হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

১১১৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহকে ভয় করে। আর আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের আনুগত্য করে। আর হক দারের হক আদায় করে। আর আল্লাহ মুমিনদের পুরস্কার রেখেছেন জান্নাত।

১১১৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু। আর দুনিয়ার তাদের জন্য কষ্টের জায়গা। আর কাফেরদের জন্য দুনিয়াটা আনন্দময়। ইহকাল আর পরকালে সফলতা মুমিনদের জন্য।

১১২০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মুমিনকে কষ্ট দিওনা। যে মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দেয় সে আমাকে কষ্ট দেয়, আর সে তাঁর পরকালের স্থান করে নেয় জাহান্নাম।

১১২১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিনগণ যখন মুসিবতে পড়ে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে। আর যখন কিছু চায়, আল্লাহর কাছে চায়। আর আল্লাহ তাদের চাওয়া পূর্ণ করেন।

১১২২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিনগণকে সাহায্য করা মহান আল্লাহর দায়িত্ব। আর মুমিনগণ আল্লাহকে সিজদা দিবেন আল্লাহ তাদের অনুগ্রহ করবেন।

১১২৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিন তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে, সুখে-দুখে আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন কিছু চায়, আল্লাহর কাছেই চায়।

১১২৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তিদের একটি সীমা আছে, যার বাহিরে তারা যায় না। আর যে যায়, সে আর মুমিন থাকে না। তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর লা'নত।

পরিচ্ছেদঃ দিন ইসলামের হক আদায় এর বর্ণনা

১১২৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত দিনের হক আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তাঁর জন্য আবশ্যক যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! দিনের হক কি তিনি বলেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আর আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের সন্নিকটে থাকবে। এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

১১২৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের হক আদায় করবে, তাঁর জন্য আল্লাহর জান্নাত। তাঁর জন্য আল্লাহর জান্নাত। একথা তিনি তিনবার বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। দিনের হক কি?

তিনি বললেন, একবার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের আনুগত্য থাকা।

১১২৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর দ্বীনের হক আদায় কর আল্লাহ তোমাদের (আত্মার) হক আদায় করবে। আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিনের হক, আর আত্মার হক কি? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালাতের সাক্ষ্য দাও। সেটাই দিনের হকার আত্মার হোক তোমাদের জান্নাতে বাসস্থান। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর দ্বীনের হক আদায়ের বায়াত নিলাম।

১১২৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন এক মজলিসে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, হে মানব সকল! তোমরা কি আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে চাও না? সকলেই বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি চাই, আমি চাই, তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট জবাবদিহি থেকে মুক্তি পেতে চাও না? উপস্থিত সকলে বলল, আমি চাই, আমি চাই। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে আল্লাহর দ্বীনের হক আদায় করো।

১১২৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা যদি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে আল্লাহর দিনের হক আদায় করো।

১১৩০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আল্লাহর দ্বীনের হক আদায়ের জন্য, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু সাল্লাম) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে।

পরিচ্ছেদঃ আল্লাহর যিকির সম্পর্কে বর্ণনা

১১৩১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর জিকির কর। জিকির কারী কে আল্লাহ ভালবাসেন। আর যে জিকির করে না তাঁর অন্তর মৃত।

১১৩২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে মুসলমান আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহ তাঁর জন্য আসমানের দার খুলে দেন এবং আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন।

১১৩৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে আয়েশা! বেশি বেশি আল্লাহর জিকির কর, আল্লাহ জিকির কারীর মনে প্রশান্তি দান করেন এবং অন্তরের মরিচা দূর করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল উত্তম জিকির কি তিনি বললেন, কুরআন তেলাওয়াত। তুমি বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করো।

১১৩৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ ভীরু গন! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম জিকির।

১১৩৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যার অন্তরে আল্লাহর জিকির নেই, তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই। আর যিকিরকারী গণে আল্লাহ কে বেশি ভয় করে।

১১৩৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে মুসলমান বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহ তাঁর যিহোবা অন্তরকে জীবিত করেন। আর যে আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ, আল্লাহ তাঁর অন্তরকে মৃত করে রাখেন।

১১৩৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত কা’ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা আল্লাহর জিকির কর। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ব্যাধি দূর করে দিবেন। আর যে আল্লাহর জিকির করে না, তাঁর অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।

১১৩৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি। খুব শিগ্রহী যিকিরকারী দল বের হবে। আর তাঁর অধিক জিকিরকারি হবে। কিন্তু তাদের জিকির আমাদের সময়ের মতো নয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তবে তারা কিভাবে জিকির করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর নামের বিকৃতি করে।

১১৩৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুশরিকদের মধ্য থেকে আল্লাহর জিকির কারী দল বের হবে, প্রকৃতই তারা আল্লাহর জিকির কারী নয়। তারা আল্লাহর উত্তম নামের বিকৃতি ঘটাবে।

১১৪০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর জিকিরে নিজেদের অন্তরকে জীবিত রাখ। কেননা শয়তান তোমাদের মৃত অন্তর কে পছন্দ করে।

১১৪১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেই ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর জিকির আছে, সেই ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয় করে। আর যার অন্তরে জিকির নেই, তাঁর অন্তর শয়তানের বাসস্থান।

১১৪২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির কর, কেননা যার অন্তরে আল্লাহর জিকির নেই, তাঁর অন্তর শয়তানের বাসস্থান। আর তখন শয়তান তাঁর দ্বারা সকল মন্দ কাজ করতে সক্ষম হয়।

১১৪৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন, তোমরা শয়তানের বাসস্থান তৈরি করে দিও না, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তারা শয়তানের বাসস্থান কিভাবে তৈরি করে তিনি বললেন, যে আল্লাহর জিকির করে না তাঁর অন্তর শয়তানের বাসস্থান।

১১৪৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে না, তাঁর অন্তর মৃত। আর মৃত অন্তরে শয়তান বাস করে।

পরিচ্ছেদঃ নফল রোজার বর্ণনা

১১৪৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের উপরে রমজানের রোজা ফরজ করে দেয়া হয়েছে। আর নফল রোজা তোমাদের ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ তা পালন করে তাঁর জন্য অনেক বেশি নেকি লেখা হবে। আর কেউ যদি তা না করে, তবে তাঁর কোন গোনাহ নেই।

১১৪৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, কুরাইশ বংশের লোকেরা জাহেলী যুগে ও আশুরার রোজা রাখত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাখতেন। এরপর যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও এ রোজা রাখলেন, অন্যদেরও রাখার আদেশ দিলেন। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো, তখন বললেন, যার ইচ্ছা সে আশুরার রোজা রাখতে পারে, যার ইচ্ছের নাও রাখতে পারে।

১১৪৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখার ইচ্ছে করতেন।

১১৪৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু যার গিফারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তুমি যদি মাসে তিন দিন রোজা রাখো, তাহলে তের তারিখ চোদ্দ তারিখ ও পনের তারিখে রোজা রাখ।

১১৪৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে মাহে রমজানে রোজা রাখল, এরপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, এটি তাঁর সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য।

১১৫০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবিরাম রোজা রাখতেন, যার কারণে আমরা বলতাম, আর বাদ দিবেন না? আবার তিনি অবিরাম রোজাহীনও থাকতেন। তখন আমরা বলতাম, আর রোজা রাখবে না? আমি আল্লাহ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে পুরো মাস রোজা রাখতে দেখি নি।

১১৫১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়, তাই আমার পছন্দ আমার আমল যেন পেশ করা হয়। আমি রোজাদার অবস্থায়।

১১৫২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রমজান মাস ও প্রতি মাসে তিন দিন সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য।

১১৫৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আরাফার দিনের রোজার বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি যে, এর দ্বারা বিগত বছরের এবং তাঁর পরের বছরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

পরিচ্ছেদঃ মুসলমানদের ইবাদত খানার বর্ণনা

১১৫৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে মুসলমানরা! তোমরা তোমাদের ইবাদত খানা কে বিশাল অট্টালিকা করো না এবং এবাদত খানা হক আদায় কর।

১১৫৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে আমার সাহাবীগণ! তোমাদের পরে এমন এক সময় আসবে, যখন তারা মসজিদ কে উঁচু করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে। কিন্তু মসজিদের হক আদায় কারী থাকবে না।

১১৫৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে, যখন দেখবে, অনেক আলেম রয়েছে কিন্তু তাদের আমল থাকবে না। রাবি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের পথ ভ্রষ্ট আলেম বলেছেন। আর মসজিদের বাহির থেকে দেখবে চাকচিক্য, কিন্তু সেখানে কোন ঈমানদার নেই। আর সেই যুগটাই মূর্খের যুগ।

১১৫৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। মসজিদে তোমরা ব্যবসা ও স্থান বানিও না। আর মসজিদে উচ্চকন্ঠে ঝগড়া করিও না, কেননা মসজিদ হল পবিত্র স্থান।

১১৫৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা বেশি বেশি মসজিদের হক আদায় কর। কেননা মসজিদ হল, আল্লাহর ঘর। যে মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হক আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাকে উত্তম ঘর দান করবে।

১১৫৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত বিলাল ইবনে বারাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বলেছেন, তোমরা মসজিদের হক আদায় কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। মসজিদের হক কি? তিনি বললেন, মসজিদের হক হল,

যথাসময়ে আজান ও নামাজ সম্পন্ন করা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নাপাক হতে মুক্ত রাখা।

১১৬০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মসজিদ আল্লাহর ঘর তোমাদের ইবাদতের পবিত্র স্থান। তোমরা তোমাদের ইবাদতের স্থান এর হক আদায় করো।

১১৬১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ইবাদতের পবিত্র স্থান মসজিদের হক আদায় কর।

পরিচ্ছেদঃ ইসলাম নিভে ও জলে

১১৬২. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। ইসলাম ছিল একটি অপরিচিত ধর্ম। তারপর তা থেকে হেদায়েতের আলো ছুটে সকলেই আলোকিত হয়েছে। আবার তা পূর্বের ন্যায় অপরিচিত হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন এক বান্দার মাধ্যমে আবার আলোকিত করবেন।

১১৬৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) বলেছেন, যুগে যুগেই ইসলামের আলো নিভে যায়, আবার তা আল্লাহ তাআলার কোন এক বান্দার মাধ্যমে আলোকিত করেন। এ কথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, ‘‘তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আমার দিনের আলো নিভে যাক’’, কিন্তু আমি তা পূর্ণ বিকশিত করি। যদিও তা কাফেরদের কাছে অপছন্দ।

১১৬৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রতিটা যুগেই ইসলাম নিভিয়ে যায়। আর আমার পরেও নিভিয়ে যাবে, আর প্রত্যেক যুগেই একটি দল থাকবে। যারা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে, আর আল্লাহর দ্বীনের আলো পূর্ণ বিকাশিত করবেন।

১১৬৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী রাখার জন্য প্রতিটি যুগের একটি দল বের হবেন। যারা আল্লাহর নির্দেশে সংগ্রাম করবে। আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। তারাই আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী।

১১৬৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখনই আল্লাহর এই দিন নিভে যাওয়ার অবস্থায় আসবে, তখনই আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে বিজয়ী

রাখার জন্য, আল্লাহ তাআলা একটি করে দল তৈরি করে দেন। যারা আল্লাহর দ্বীনকে মজবুত ভাবে ধরেন।

১১৬৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে, যারা হকের পক্ষে যুদ্ধ করবে। তারা দুশমন এর উপর বিজয় থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

১১৬৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর একদল বান্দাগণ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর আল্লাহর নিভে যাওয়া আলো কে আবার পূর্ণবিকশিত করবেন।

১১৬৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে জাবির! তুমি কি জানো? আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেন? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক জানেন। তিনি বললেন, যখন তা নিভে যায় তখন একটি দল তৈরি করে দেন। যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেন।

১১৭০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রতি শতকের অবসান কালে, আল্লাহ তা'আলা একজন করে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে পুনঃসংস্কার করবেন।

পরিচ্ছেদঃ কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যৎ বাণী

১১৭১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব না হবে, যে মানবজাতিকে তাঁর লাঠি দ্বারা পরিচালিত করবে।

১১৭২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বে অবশ্যই অবশ্যই দুটি দল বের হবে, যারা উভয় নিজেকে সঠিক দাবি করবে কিন্তু দুটোই ফিতনা।

১১৭৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যতদিন না দুইটা দলের মধ্যে যুদ্ধ না হয়, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তারা উভয়ে নিজেকে সঠিক দল দাবি করবে।

১১৭৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেয়ামতের পূর্ব অবশ্যই আসমান থেকে উজ্জ্বল তারকা জমিনে দেখা যাবে, যাতে অনেক মানুষ ক্ষতি গ্রস্থ হবে।

১১৭৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাফর সাদিক বলেছেন, মাহদীর আগমনের কিছু পূর্বে, অবশ্যই মানুষ আসমানের তারকা জমিনে দেখতে পাবে।

১১৭৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। অবশ্যই তোমরা সকলে কিয়ামত দেখতে পাবে, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা কিয়ামত সম্বন্ধে ভীত। তাঁর দিবস ও সময় জানতে চাই, যেন তাঁর আগেই আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি। তিনি বললেন, কিয়ামত তিন প্রকার-যার একটি অপরটির চেয়ে ভয়ঙ্কর। সাহাবীগণ বললেন, কি কি হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)?

তিনি বললেন, এক. ব্যক্তি কিয়ামত, যখন কেউ মৃত্যুবরণ করবে তখন তা দেখতে পাবে। দুই. জাতি কিয়ামত, যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করা হবে, অথবা তারা নিজেরাই যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়। তিন. পৃথিবী ধ্বংসের কিয়ামত, যা দশই মহররম শুক্রবারে ঘটবে।

১১৭৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন জাতিকে কেয়ামত দাঁড়া ধ্বংসের পূর্বেই তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা সাবধানকারি পাঠান। যেন আল্লাহ ভীরু লোকগণ কেয়ামত থেকে নাজাত পান। আর মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) হলো, শেষ কিয়ামতের পূর্বে সাবধান কারি।

১১৭৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনয়ন করবে। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তাঁর পরেই আল্লাহ তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন।

১১৭৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে মানুষগণ অগ্নি নিক্ষেপ করবে, আর সে অগ্নি দ্বারা তারা নিজেরাই ধ্বংস হবে। অবশ্যই তারা আল্লাহর অবাধ্য জাতি। এই অবাধ্য জাতি ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে শান্তিময় করবেন।

১১৮০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামত তিন প্রকার- এক. ব্যাক্তি কিয়ামত, দুই. জাতি কিয়ামত, তিন. পৃথিবী ধ্বংসের কিয়ামত, এটা একে অপরের থেকে ভয়ঙ্কর।

১১৮১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের

পূর্বে তাঁর বান্দাকে তওবা করার সুযোগ দেন। আর অহংকারীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে না।

১১৮২. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না মাটির নিচের প্রাণীর উত্থান না হচ্ছে।

১১৮৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে আমার উম্মত! তোমরা সাবধান হও। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেদ এর সময় হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই তারা তোমাদের পাকড়াও করবে। তখন তোমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) এর আনুগত্য করবে।

পরিচ্ছেদঃ জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে বর্ণনা

১১৮৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) কে বললেন, যাও দেখে আসো। তিনি গিয়ে উহা এবং উহার অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ তা'আলা তৈরি করে রেখেছেন, সবকিছু দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেহ এই জান্নাতের অবস্থা সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই উহাতে প্রবেশের আশা করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের চারপাশে কষ্ট সমূহ দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন। অতঃপর পুনরায় জিব্রাইল (আঃ)! কে বললেন হে জিবরাঈল! আবার যাও এবং পুনরায় জান্নাত দেখে আসো। তিনি গিয়ে উহা দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এখন যা কিছু দেখলাম, উহাতে প্রবেশ খুব কষ্টকর। আমার আশংকা হচ্ছে যে, কেহই উহাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জাহান্নাম কে সৃষ্টি করলেন। তখন বললেন, হে জিবরাঈল! যাও জাহান্নাম দেখে আসো। তিনি দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেহ এই জাহান্নামের ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনোই তাহাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের চার পাশে দুনিয়ার আনন্দ বিনোদন দিয়ে বেষ্টন করলেন এবং পুনরায় জিব্রাইল (আঃ) কে বললেন, হে জিবরাঈল! আবার যাও এবং দ্বিতীয়বার দেখে আসো। তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার আশংকা হচ্ছে, একজন লোক ও তাহাতে প্রবেশ ব্যতীত বাকি থাকবে না।

১১৮৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে শূন্যে পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায়। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তাহলে পুরুষ ও নারী একে অপরের দিকে তাকাবে। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এমন ইচ্ছে করার

চেয়ে এখনকার অবস্থা হবে অতীব সংকটময়। কি করে একে অপরের দিকে তাকাবে?

১১৮৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, জাহান্নামে জিন ও মানুষ কে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরও অধিক আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ পা প্রবেশ করাবেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিশে যাবে এবং বলবে তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম। যথেষ্ট হয়েছে।

১১৮৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হাশরের মাঠে কাফেরদেরকে মুখের মাধ্যমে হাটিয়া উপস্থিত করা হবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! মুখের ভরে কাফিরদেরকে কিভাবে হাশরের মাঠে উঠানো হবে? তিনি বললেন, দুনিয়াতে যে রব দুপায়ের ওপর হাটান, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের ভরে হাঁটা তে পারবেন না? হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের রবের ইজ্জতের কসম! অবশ্যই পারবেন।

১১৮৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন একটি বড় পাথর খন্ডের দিকে ইশারা করে বললেন যে, যদি এই পাথরটি জাহান্নামের কিনারা দিয়ে তাঁর ভিতরে নিক্ষেপ করা যায় তবে সত্তর বছরেও সে তলা পাবে না।

১১৮৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাহান্নামীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনি যথেষ্ট ছিল না? তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরও উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তাঁর সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।

পরিচ্ছেদঃ জান্নাতের সুখ ও শান্তির বর্ণনা

১১৯০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই। তাঁর জন্য দুনিয়াতে বিলাসিতার কোন অংশ নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দুঃখ কষ্ট দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন।

১১৯১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, আল্লাহ তোমাদের জন্য পুরস্কার হিসেবে জান্নাত রেখেছেন। যেখানে ঝরণা প্রবাহিত। আর তোমাদের পছন্দের ফল রয়েছে।

১১৯২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তায়ালা জান্নাত বাসীদের জন্য নিযুক্ত রেখেছেন অসংখ্য সুন্দরী-কিশোরীগন, যাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে দুনিয়ায় কোন ধারনাই নেই। জান্নাতবাসি তাদের ইচ্ছামতো জান্নাতে চলাফেরা করতে পারবে। যখন যেটা খাইতে ইচ্ছে করবে সঙ্গে সঙ্গে তখন সেটা পেয়ে যাবে।

১১৯৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মমিনদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার হলো জান্নাত। আর সবচেয়ে ছোট জান্নাত এই পৃথিবীর দশ টার সময় জান্নাতি ব্যক্তি কে অনুমতি দেয়া হবে, সেখানে ইচ্ছে মত চলাফেরা এবং খানা খাওয়ার জন্য।

১১৯৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, আল্লাহ তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রেখেছেন। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য কিশোর সেবকগণ, সেখানে শুধু তোমাদের আনন্দ আর বিলাসিতা।

১১৯৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাত তোমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্থান। সেখানে তোমাদের খাদ্য হিসেবে রয়েছে পছন্দের পাখির গোশত। তাস্নিম যা তোমাদের আহারে তৃপ্তি যোগাবে।

১১৯৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতে তোমাদের কোন কিছুই অপূর্ন রাখা হবে না। তোমরা যখনই কোনো বস্তু নিয়ে চিন্তা করবে, তখনই তোমাদের সামনে তা উপস্থিত করা হবে।

১১৯৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতে শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির মধ্য রাখা হয়েছে, তারা সেখানে রিজিক প্রাপ্ত। তারা তাদের ইচ্ছামত চলাচল করতে পারবে। আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত কে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, যেন তারা আনন্দে বসবাস করতে পারে।

১১৯৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। জান্নাতের হুরদের সাথে বিবাহ দেয়া হবে। আর সেখানে তারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। না তাদের ক্লান্তি আসবে, আর না তারা নাপাকি হবে। আর তারা তাদের মন তৃপ্তিতে দুনিয়ার গণনায় সাতশত বছর আনন্দ আস্বাদন করবে আর তা হবে প্রতি একবারের জন্য।

১১৯৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সাদ বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন,হে সাহল! তুমি কি জানো জান্নাত কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানেন। তিনি বললেন, জান্নাত তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্থান। সেখানে তোমার কোন কিছুর অভাব থাকবে না।

১২০০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর হুকুম পালন

করো। তিনি তোমাদেরকে দান করবে এমন দশ দুনিয়ার সমান একটি জান্নাত, যেটা কম মর্যাদার ব্যক্তিগণ পাবে।

১২০১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাতে তোমাদের জন্য রয়েছে স্বর্ণের পালঙ্ক, যেখানে তোমরা হেলান দিয়ে বসবে, আর তোমাদেরকে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা বলবেন, সালাম। আর সেখানে তোমরা পাবে অসংখ্য কিশোর সেবকগণ, আর কিশোরী সেবিকাগন। যেখানে তোমার মুখ আনন্দে সজীব হয়ে থাকবে।

১২০২. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাত তোমাদের প্রতিশ্রুতি স্থান। যেখানে তোমাদের সকল আশা পূর্ণ করা হবে। আর সেখানে তোমাদেরকে দেয়া হবে সেই সকল বস্তু, যেগুলো তোমরা দুনিয়াতে গ্রহণ করতে আল্লাহকে ভয় করতে।

১২০৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, একমাত্র মুমিনদের জন্য জান্নাত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! মুমিন কারা? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর বিধানে অটল থাকে। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দিয়েছেন একমাত্র সেটাই তারা গ্রহণ করে।

পরিচ্ছেদঃ মুনাফিকের শাস্তির বর্ণনা

১২০৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন সে কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন সে অঙ্গীকার করবে এর বিপরীত করবে, এবং যখন কিছু আমানত রাখা হবে তখন সে তাঁর খেয়ানত করবে।

১২০৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মোনাফেকি করে, তাঁর স্থান জাহান্নাম। আর সেই জাহান্নাম টি সবচেয়ে কষ্টকর স্থান।

১২০৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে, যেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে জলতে থাকবে। আর তাদের শাস্তি কমানো হবে না।

১২০৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি মুনাফিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, তাদের শাস্তি কমানো হবে না।

১২০৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, মুনাফিকরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লা'নত প্রাপ্ত। তারা কখনোই নাজাত পাবে না। আর তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। সেটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান।

১২০৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন মুনাফিক সম্প্রদায়, যা কাফেররাও নয়।

১২১০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসরা বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার জামানায় আমি মুনাফিকদের ঘৃণা করি কিন্তু হত্যা করি না। আর আমার জামানায় শেষের দিকে আমার বংশের

ইমাম মাহদীর পর একজন ইমাম দু'বছরের খেলাফত পাবে, যার খেলাফতের সময় মুনাফিকদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হবে।

১২১১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুনাফিকরা সর্বনিকৃষ্ট সম্প্রদায়, যাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তাদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

১২১২. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মোনাফেকদের কথায় কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না, কারণ তাদের কথা দু মুখো। আর তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

১২১৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুনাফিকরা উত্তম ব্যক্তি হতে চায়, আর তারা দু'পক্ষকেই খুশি রাখতে মিথ্যা কথার সাহায্য নেয়। অথচ সে উভয় পক্ষেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়। কেননা মুনাফিকরা কখনোই সফল হতে পারে না।

১২১৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। হযরত কাব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর ছেলেদের মাঝে হযরত আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পরিচালক ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার পিতা কাব ইবনে মালিক এর তাবুকের যুদ্ধে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে না গিয়ে পেছন হতে যাবার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া আমি আর কোন যুদ্ধে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিছনে পড়ে থাকি নি। কিন্তু বদরের যুদ্ধ হতে আমি পিছনে পড়েছিলাম। কিন্তু এই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি তাদের কাউকে তিরস্কার করা হয়নি। তখন হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলিমগণ কুরাইশদের কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির হয়েছিলেন। সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলা অনির্ধারিতভাবে মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের উপর অটল থাকার বাইয়াত করেছিলাম, তখন

আমিও হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে হাজির ছিলাম, যদিও বদরের যুদ্ধ মানুষের মাঝে অধিক আলোচিত বিষয়, তবুও আমি আকাবায় উপস্থিতির পরিবর্তে বদরের উপস্থিতিকে অধিক পরিমাণে প্রাধান্য দেয়া ভালো মনে করি না। তাবুক যুদ্ধে আমার হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে না যাবার ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে, এ যুদ্ধের সময় আমি যতটা শক্তিশালী ও অর্থশালী ছিলাম এতটা আর কখনও ছিলাম না। মহান আল্লাহর কসম, এই যুদ্ধের সময় আমার দুটি উটছিল। এর আগে আমার দুটি উট কখনো ছিল না। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথাও যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা করলে অন্য স্থানের কথা বলে গন্তব্যে স্থানের কথা গোপন রাখতেন। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুব বেশি গরমের সময় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সফর ছিল অনেক দূর। পথিমধ্যে অনেক মরুময় অঞ্চল অতিক্রম করার দরকার ছিল। আর শত্রু সৈন্যের সংখ্যাও ছিল অনেক। তাই তিনি মুসলমানদের এই যুদ্ধের কথা খোলাখুলি ভাবে বলে দিলেন। যেন তারা যুদ্ধের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি তাদেরকে তাঁর গন্তব্যস্থলের কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। অনেক মুসলিম যোদ্ধা এ যুদ্ধে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সহযাত্রী হলেন। তখন তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য রেজিস্টার বই এর ব্যবস্থা ছিল না। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অনেক কম লোকই যুদ্ধে গমন হতে অনুপস্থিত থাকতো। যে ব্যাক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে আত্মগোপন করে থাকতে চাইতো সে অবশ্যই মনে করত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা গোপন থাকবে। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এই যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তখন খেজুর গাছের ফল পাকন ধরেছিল এবং গাছপালার ছায়াও শান্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। আর আমিও এসবের দিকে আকৃষ্ট ছিলাম। যাহোক হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিমগণও যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি শুরু করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ভোরে যেতাম, আর কোন কিছু সম্পন্ন না করেই ফিরে আসতাম। আর আমি মনে মনে ভাবতাম, আমি ইচ্ছা করলেই এ

কাজ সহজে করতে পারব। এভাবেই গড়িমসি করতে রইলাম। লোকেরা সফরের জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলল। এরপর হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুজাহিদদের নিয়ে একদিন সকালে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অথচ আমি কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। আমি আবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে গেলাম। অথচ কিছুই করলাম না। আমারে গড়িমসি চলতে লাগল। এদিকে হযরত মুজাহিদগণ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। আমি তখন মনে মনে চিন্তা করলাম যে, রওয়ানা হয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলে যাবো।আহ! আমি যদি তা করতাম। এরপর আর তা আমার ভাগ্যে জুটলো না। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওয়ানা হয়ে যাবার পর আমি যখন লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতাম, তখন যাদেরকে মুনাফিক হিসেবে গণ্য করা হতো এবং যাদেরকে আল্লাহ অক্ষম ও দুর্বল বলে গণ্য করেছিলেন সে রকমের লোক ছাড়া আর কাউকে আমার মত ভূমিকায় দেখতে পেতাম না। এই অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলত। তাবুক পৌঁছা পর্যন্ত হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার স্মরণ করেন নি। তাবুকে তিনি লোকজনের মাঝে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, কাব ইবনে মালিক কি করলো? বনি সালিম গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া রাসুল আল্লাহ! তাকে তাঁর চাদর ও শরীরের দুপার্শ্বদেশ দর্শন আটকে রেখেছে। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, তুমি যা বলেছ তা খুবই খারাপ কথা। আল্লাহর কসম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানিনা। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নীরব রইলেন। এমন সময় তিনি সাদা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে মরুভূমির মরীচিকার ভেতর দিয়ে আসতে দেখে হযরত রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি আবু খাহসামা! দেখা গেল তিনি সত্যিই আবু খাইসামা আনসারী। আর আবু খাইসামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হচ্ছেন সে ব্যক্তি মুনাফিকরা যাকে একশ খেজুর হিসেবে দান করার কারণে তিরস্কার করেছিল। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন তাবুক হতে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসছে জানতে পারলাম, তখন আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। তাই মিথ্যা ওজর ভাবতে লাগলাম বলতে লাগলাম, কিভাবে তাঁর

অসন্তোষ হতে বাঁচতে পারব। আমার পরিবারবর্গের বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলাম। এরপর যখন হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শীঘ্রই পৌঁছে যাবেন বলে সংবাদ পাওয়া গেল, তখন মিথ্যা বলার ইচ্ছা তিরোহিত হয়ে গেল। এমনকি কোন কিছু দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে না বলে বুঝতে পারলাম। তাই সত্য কথা বলার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরদিন সকাল বেলায় পৌঁছে গেলেন। আর তিনি সফল হতে ফিরলে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এরপর মানুষজনের সামনে বসতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি যখন বসলেন, তখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তারা কসম খেয়ে ওজন পেশ করতে লাগল এরূপ লোকের সংখ্যা আশি জনের কিছু বেশি ছিল। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য গ্রহণ করলেন। তাদের বায়াত গ্রহণ করলেন এবং তাদের গুনাহ ক্ষমার জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহর ওযর সোপর্দ করলেন। সবশেষে আমি হাজির হয়ে যখন সালাম দিলাম, তিনি রাগান্বিত অবস্থায় মুচকি হাসলেন। এরপর বললেন, এসো! আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম, তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি কারনে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি তোমার যান-বাহন কিনছিলে না? হযরত কাব বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার লোকের কাছে বসতাম তাহলে কোন কারণ প্রেস করে এর অসন্তোষ হতে বাঁচার পথ দেখতে পেতাম। এ যুক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যদিও আজ আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বললেও এটা আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু মহান আল্লাহ পাক আপনাকে আমার প্রতি অতি শীঘ্রই অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর আমি যদি সত্য কথা বলি, তবে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও আমি মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকটে শুভ পরিণতির আশা রাখি। মহান আল্লাহর কসম! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! এই যুদ্ধে আপনার সঙ্গে না গিয়ে পিছনে রয়ে যাবার সময় আমি যতটা শক্তি মান সম্পদশালী ছিলাম অতটা কখনও ছিলাম না। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এই ব্যক্তি সত্য কথাই বলেছে। তুমি উঠে যাও। তোমার ব্যাপার আল্লাহপাক কোন ফয়সালা না করা পর্যন্ত দেখা যাক। বনি শালিমার কয়েক ব্যক্তি আমার পিছনে পিছনে এসে আমাকে বলতে লাগল! ইতোপূর্বে তুমি কোন অন্যায় করেছে বলে আমাদের জানা নেই তুমি অন্যান্য লোকদের মতো হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে কারণ পেশ করতে অপারগ হলে কেন? তোমার গুনাহের জন্য মহান আল্লাহর কাছে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্ষমা প্রার্থনায় তো যথেষ্ঠ ছিল। আল্লাহর কসম! এরা আমাকে এত তিরস্কার করতে লাগলো যে, আমার ইচ্ছা হল, আমি হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আমার ইচ্ছা হল আমি হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করি। এরপর তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত এরূপ ব্যাপার আর কারো ঘটেছে কি? না। তারা বলল, হ্যাঁ আরো দু'জন এর ব্যাপারেও তোমার ন্যায় ঘটেছে তুমি যা বলেছ তারা অনুরূপ বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে তাদেরকে অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, সে দুজন ব্যক্তি কারা? তারা বলল, মুরারা ইবনে রাবিআ আমিরি ও হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। হযরত কাব বললেন, লোকেরা আমাকে যে দুজন লোকের নাম বলল, তারা ছিলেন খুবই আদর্শ পুরুষ এবং বদরের যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লোকেরা আমাকে এ দুজনের সংবাদ দিলে আমি আমার আগের নীতির উপর অটল রইলাম। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিনজনের সঙ্গে কথা বলতে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিলেন। হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতএব লোকেরা আমাদের কে এড়িয়ে চলতে লাগল। অথবা তিনি বলেছেন, তারা পরিবর্তন হয়ে গেল, এমনকি আমার জন্য পরিচিত দুনিয়া একেবারে অপরিচিত হয়ে গেল। কি আশ্চর্য! আমরা পঞ্চাশ রাত পর্যন্ত অতিবাহিত করলাম। আর দুজন সঙ্গী ছিল দুর্বল, তারা ঘরে বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। আর আমি যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম বলে বাইরে বের হয়ে

মুসলমানদের সঙ্গে নামাজ আদায় করতাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। অথচ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। নামাজের পর হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ স্থানে বসলে আমি তাকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে বলতাম দেখি তিনি সালামের জবাব দিতে ঠোঁট মোবারক নারেন কিনা? এরপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামাজ আদায় করতাম এবং আমি আর চোখে দেখতাম, তিনি আমার দিকে দেখেন কিনা? আমি যখন নামাজে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার দিকে দেখতেন। আবার আমি যখন তাঁর দিকে মনোযোগ দিতাম তখন তিনি আমার দিকে হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। সর্বশেষে যখন মুসলিম সমাজের অসহযোগিতার দরুন আমার দুরবস্থা দীর্ঘায়িত হল, তখন আমি একদিন আমার চাচাতো ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু কাতাদাহ বাগানের দেয়াল টপকে সেখানে পৌঁছে তাকে সালাম দিলাম। মহান আল্লাহর শপথ! সে আমার সালামের জবাব দিল না। আমি তাকে বললাম আবু কাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো না যে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে ভালোবাসি? সে নিশ্চুপ রইল আবার আমি তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে চুপ করে থাকলো। আমি আবার তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও খুব ভালো জানেন। এ কথায় আমার দু চোখ থেকে পানি বের হয়ে এলো। আমি দেয়াল টপকে ফিরে এলাম। তারপর আমি একদিন মদিনার বাজারে হাঁটছিলাম, এমন সময় মদিনায় খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আগত এক সিরিয়াবাসী কৃষক বলতে লাগলো। কে আমাকে হযরত কা'ব ইবনে মালিক কে দেখিয়ে দিবে? লোকেরা তাকে আমার দিকে ইশারা করতে লাগলো। সে আমার নিকটে এসে আমাকে গাসসান একখানা পত্র দিল। আমি লেখাপড়া জানতাম। তাই আমি পত্রখানা পড়লাম। এতে লেখা ছিল, আমরা জানতে পারলাম, তোমার সাথী হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার উপর সীমালংঘন করেছে। আল্লাহপাক তোমাকে লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের স্থানে থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। তুমি আমাদের নিকটে চলে এসো, আমরা তোমাকে সহযোগিতা করব। আমি পত্রখানা পাঠ করে বললাম, এটাও আমার জন্য একটা পরীক্ষা। আমি পত্রটি পুড়িয়ে ফেললাম। অবশেষে যখন

পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কোন ওহী অবতীর্ণ হলো না। তখন হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একজন সংবাদদাতা একদিন আমার কাছে এসে বলল, হযরত উল্লাহ তোমাকে তোমার স্ত্রী হতে আলাদা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেবো বা অন্য কিছু করবো? সংবাদদাতা বলল, না তুমি তাঁর হতে আলাদা থাকবে, তাঁর নিকটবর্তী হবে না। আমার অন্য দুজন সাথী কেউ অনুরূপ খবর দেয়া হয়েছে তাই আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাবার বাড়ি চলে যাও এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ কোন ফয়সালা না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের কাছেই থাকবে। হেলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল ইবনু উমাইয়া খুবই বয়স্ক মানুষ। তাঁর কোন পরিচর্যাকারী নেই। আমি তাঁর খিদমত করলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন! তিনি বললেন, না। তাহলে সে যেন তোমার নিকটবর্তী না হয়। হেলাল উমাইয়ার স্ত্রী বললেন, মহান আল্লাহর কসম! এ বিষয়ে তাঁর কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। আল্লাহর কসম! এ দিন পর্যন্ত তাঁর ব্যাপারে যা কিছু হচ্ছে তাতে সে সর্বদায় কাঁদছে। হযরত কা’ব(রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার পরিবারের কোন লোক আমাকে বলল, তুমি হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে তোমার স্ত্রীর খেদমত নেয়ার ব্যাপারে অনুমতি চাইতে পারতে। তিনি তো হেলাল ইবনে উমায়ার খিদমত করার জন্য তাঁর স্ত্রীকে অনুমতি প্রদান করেছেন। আমি বললাম, আমি হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করব না। কারণ এ সম্পর্কে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি কি বলেন! আমি হলাম একজন যুবক। এমতাবস্থায় আরো দশ দিন অতিবাহিত করলাম। অবশেষে আমাদের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলো। এরপর আমি আমার এক বাড়ির ছাদে পঞ্চাশ তম দিনের ভোরের ফজরের নামাজ আদায় করে, এমন অবস্থায় বসে ছিলাম, যে অবস্থার কথা আল্লাহপাক কুরআনে আমাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমার মন সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে

যাচ্ছে। আমি এই অবস্থায় বসে আছি হঠাৎ এমন সময় শা'লা পর্বতের চূড়া হতে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে আওয়াজ করতে শুনলাম। হে কাব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমি একথা শুনেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বুঝতে পারলাম যে, মুক্তি এসেছে। মহান আল্লাহ পাক, আমাদের তওবা কবুল করেছেন, এ সংবাদ হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের নামাজান্তে সকল লোককে জানিয়ে দিলেন। অতএব লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দিতে লাগল। কতিপয় লোক আমার দুজন সাথীকেউ সুখবর দিতে লাগলো। আর একজন লোক জুবায়ের ইবনে আওয়াম। আমার দিকে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এলো। আসলাম গোত্রের একজন হামজা ইবনে ওমর আল আসলামী দৌড়ে গিয়ে পর্বতের চূড়ায় উঠে সংবাদ পৌঁছালো, ঘোড়া অপেক্ষা শব্দের গতি ছিল দ্রুতগামী। যে আমাকে প্রথম সুসংবাদ দিয়েছিল, সে যখন আমার কাছে এলো, তখন আমি তাঁর সুসংবাদ দেয়ার জন্য আনন্দের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজের কাপড় খুলে তাকে পরিধান করিয়ে দিলাম। মহান আল্লাহর কসম! সে দিন এদুখানা কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিলনা। আমি দুখানা কাপড় ধার করে তা পরিধান করে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে দেখা করে আমার তওবা কবুলের জন্য আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে লাগল। তারা আমাকে বলতে লাগল, মহান আল্লাহপাক তোমার তওবা কবুল করায় তোমার প্রতি মোবারকবাদ। অবশেষে আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। সে সময় হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসা অবস্থায় ছিলেন, আর লোকেরা তাঁর চার পাশে বসা ছিল। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ দ্রুত বেগে উঠে এসে সাদরে আমার সাথে মুসাফাহা করে আমাকে মোবারকবাদ জানালেন। মহান আল্লাহর কসম! তালহা ছাড়া আর কোন মহাজির উঠেননি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কারণে হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তালহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যবহার সারা জীবন ভুলেননি। হযরত কাব বলেন, আমি যখন হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম দিলাম, তখন তাঁর চেহারা মোবারক আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, তোমার জন্মদিন থেকে এ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা উত্তম দিনের খবর

গ্রহণ করো। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই সংবাদ কি আপনার নিকট হতে না আল্লাহর নিকট হতে তিনি বললেন, না বরং মহান আল্লাহর নিকট হতে। আর হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আনন্দিত হতেন। তাঁর মোবারক চেহারা এমন উজ্জ্বল হয়ে যেত মনে হল যেন এক টুকরো চাঁদ। আমরা তা উপলব্ধি করতে পারতাম। এরপর আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম, তখন বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমার তওবা কবুল হওয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমার তামাম ধন-সম্পদ মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা করে দিতে চাই। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কত সম্পদ রেখে দাও সেটাই তোমার পক্ষে উত্তম হবে। অতঃপর আমি বললাম, আমার খাইবারের মালের অংশটা রেখে দিলাম। আমি আরো বললাম, ইয়া রাসুল আল্লাহ! মহান আল্লাহপাক আমাকে সত্য কথা বলার কারণে নাজাত দিয়েছেন। অতএব আমার তওবার এটাও দাবী যে, আমি অবশিষ্ট জীবনে সত্য কথাই বলে যাবো। মহান আল্লাহর কসম! আমি যখন একথা হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে বলছিলাম নিশ্চয়ই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তওবা কবুল করেছেন, যারা দুঃখের সময় তাঁর অনুসরণ করেছে। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান ও সদয়। আর সে তিনজনের তওবা কবুল করেছেন, যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো" ।(সূরা তাওবা ১১৭ -১১৯)

হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মহান আল্লাহর কসম! যখন আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন তখন হতে এ পর্যন্ত হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে সত্য কথা বলায় আমার জন্য আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত। আমি যেন মিথ্যা বলে ধ্বংস না হই, যেমন অন্যান্য মিথ্যাবাদীরা মিথ্যা বলে ধ্বংস হয়েছে। মহান আল্লাহ পাক ওহি নাজিল হওয়ার জামানায় মিথ্যাবাদীদের সর্বাধিক নিন্দা করেছেন। মহান আল্লাহপাক বলেন, আপনারা যখন এদের কাছে ফিরে আসবেন তখন এরা আপনাদের সামনে আল্লাহর কসম করে কারণ উত্থাপন করবে, যেন আপনারা

এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন। আপনি এদেরকে উপেক্ষা করুন, এরা অপবিত্র, এদের জায়গা হবে জাহান্নাম। এটা হচ্ছে এদের কৃতকর্মের ফল। এরা আপনাদের কে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাদের কাছে কসম করে মিথ্যা কারণ উত্থাপন করবে। আপনারা এতে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ পাক কিছুতেই ফাসিক লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। (সূরা তাওবা ৯৫ -৯৬)

হযরত কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের এ তিনজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঐসব লোকদের পিছনে দিয়েছিলেন, যারা হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে কসম খেয়ে মিথ্যা কারণ উত্থাপন করেছিল, তিনি তাদের ওজর গ্রহণ করে তাদের বাইয়াত নিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আর হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের এ তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতবি করে দিলেন। অবশেষে আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে মীমাংসা করে বললেন, আর যে তিনজন পিছনে রয়ে গিয়েছিল এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ হতে আমাদের পিছনে পড়ে থাকা নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে এটাই যে, আমাদের ব্যাপারটা এসব লোকদের পিছনে রাখা হয়েছিল যারা মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল এবং হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা কবুল করেছিলেন।

১২১৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত সুহাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক রাজা ছিল। আর তাঁর ছিল একজন জাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন রাজা কে বলল। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। অতএব একটি বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিব। রাজা একটি বালক কে জাদু বিদ্যা শেখার জন্য তাঁর কাছে পাঠালো। তাঁর যাতায়াতের রাস্তায় ছিল এক খ্রিস্টান পাদ্রী। সে তাঁর কাছে বসে তাঁর কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হলো। এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার সময় পথে পাদ্রীর কাছে বসতে লাগলো। যাদুকরের কাছে গেলে দেরি হওয়ার কারণে সে তাকে মারপিট করত। সে পাদ্রির কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করল। পাদ্রী বলল, যখন তোমার যাদুকরের

ভয় হবে তখন তাকে বলবে, আমার পরিবার বর্গ আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় হবে তখন তাদেরকে বলবে, জাদুকর আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এমতাবস্থায় একদিন একটা বিরাট বন্যপ্রাণী এসে লোকদের যাতায়াতের রাস্তা আবদ্ধ করে রাখল। বালকটি তখন মনে মনে ভাবল, আজ আমি জেনে নেবো, যে পাদ্রীর শ্রেষ্ঠ না জাদুকর শ্রেষ্ঠ? তাই সে এক খন্ড পাথর হাতে নিয়ে বলল, হে মহান আল্লাহ! পাদ্রীর কাজ যাদুকরের কাজ হতে আপনার কাছে যদি বেশি পছন্দনীয় হয়, তবে এ প্রাণীটিকে মেরে ফেলুন, যেন লোকেরা পথ দিয়ে চলতে পারে। তারপর সে উক্ত পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করল এবং তাতে প্রাণী টি মরে গেল। আর লোকদের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর সে পাদ্রীর কাছে এসে তাকে এ সংবাদ জানালো। পাদ্রী তাকে বলল, হে আমার প্রিয় বৎস! আর তুমি আমার অপেক্ষা উত্তম। তোমার ব্যাপারটা এখন আমার মতে একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ো, তবে আমার সন্ধান দেবে না। বালকটি অন্ধ কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দিত এবং মানুষের সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করত। রাজার পরিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে এ সংবাদ শুনে বালকটির কাছে অনেক উপঢৌকন নিয়ে এসে বলল, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য করে দাও, তবে এসব উপঢৌকন যা আমি এনেছি সব তোমার। বালকটি বলল, আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। মহান আল্লাহ্ পাক আরোগ্য দান করেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো, তবে আমি তোমার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। অতঃপর তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। মহান আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে রাজদরবারের পূর্বে গিয়ে বসলো। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে উত্তর দিল, আমার রব বা প্রতিপালক। রাজা বলল, আমি ছাড়াও তোমার প্রতিপালক আছে? সে বলল, মহান আল্লাহ তোমার এবং আমার প্রতিপালক। অতঃপর রাজা তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে লাগলো। অবশেষে সে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে আনা হলো। রাজা তাকে বলল, হে প্রিয় বৎস! তোমার জাদুর সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠ

রোগীকে সুস্থ করে থাকো এবং এটা সেটা আরো কত কিছু করে থাকো। বালকটি বলল, আমি কাউকে সুস্থ করিনা। আরোগ্য তো মহান আল্লাহ দান করেন। রাজা তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে লাগলো। অবশেষে সে খ্রিষ্টান পাদ্রীর কথা বলে দিল।অতঃপর পাদ্রিকে ধরে এনে তাকে বলা হল। তুমি তোমার দিন হতে ফিরে আসো। সে অস্বীকার করল। তখন রাজা করাত আনতে নির্দেশ দিল। তারপর করাতটি তার মাথার মাঝখানে রেখে তাকে ছিঁড়ে দু টুকরো করা হলো। তারপর রাজার সে পরিষদকে আনা হলো। তাকে বলা হল। তুমি তোমার দিন হতে ফিরে আসো। কিন্তু সে অস্বীকার করায় তার মাথার মাঝখানে করাত দিয়ে ছিড়ে ফেলা হলো। এমনকি দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে আনা হলো। তাকেও বলা হল। তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আসো। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তারপর তাকে রাজা তার কতিপয় সঙ্গীর নিকট দিয়ে বলল, তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে উঠাও। যখন পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় তাকে নিয়ে পৌছবে তখন যদি সে তার দ্বীন ত্যাগ করে তবে তো ঠিক। নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দিও। তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলো। সে বলল, হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে চান এদের হাত থেকে আমাকে নাজাত দান করুন। অতঃপর পাহাড়টি কেঁপে উঠলো। এতে তারা পাহাড়ের চূড়া হতে পড়ে মরে গেল। আর বালকটি রাজার কাছে হেঁটে চলে এলো। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গীদের কি হলো? সে বলল, তাদের ব্যাপারে আমার জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তখন রাজা থাকে তার কতিপয় সঙ্গীদের নিকট দিয়ে বলল, তাকে ছোট্ট নৌকায় উঠে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তার দ্বীন ত্যাগ না করে, তবে তাকে সেখানে ফেলে দিও। তারা তাকে নিয়ে চলে গেলেন। ছেলেটি বলল, হে মহান আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও তাদের হাত হতে আমাকে নাজাত দাও। রাজার নৌকা তাদেরকে নিয়ে ডুবে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরল। আর ছেলেটি রাজার কাছে চলে এলো। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথীদের কি হলো? সে বলল, মহান আল্লাহই আমাকে তাদের হাত হতে হেফাজত করতে যথেষ্ট হয়েছে। তারপর সে রাজা কে বলল, তুমি আমার নির্দেশানুযায়ী কাজ না করলে আমাকে হত্যা করতে পারবে না। রাজা জিজ্ঞেস করল, সেটা কি কাজ?

সে বলল, একটি মাঠে লোকদেরকে একসাথে করো। তারপর আমাকে চুলের উপর উঠাও এবং আমার তিরোধানি হতে একটি তীর বের করে ধনুকের মাঝখানে রেখে বলো, 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম'(বালকটির প্রতি সে আল্লাহর নামে তীর মারছি)। একথা বলে তীর মারো। এরূপ করলে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে।

অতঃপর রাজা এক মাঠে লোকদের একসাথে করে বালকটিকে সুলের উপর চড়িয়ে তার তিরোধানি হতে একটি তীর বের করে ধনুকের মাঝখানে রেখে বললো,' বিসমিল্লাহি রব্বিল এবং তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তিনটি বালকটির কানের কাছে মাথায় গিয়ে লাগলো এবং সেখানে তার হাত রাখল। তারপর সে মরে গেল। অতঃপর লোকেরা বলতে লাগল, আমরা বালকটির প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। এই সংবাদ রাজার নিকট পৌছলে, তাকে বলা হল, যে আশঙ্কা তোমার ছিল তাইতো হয়ে গেল, সব লোকেরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো। রাজা তখন রাস্তার পাশে গর্ত করার নির্দেশ দিল। তারপর গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হল। রাজা ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি তার দ্বীন ত্যাগ করবে না তাকে তোমরা গর্তে ফেলে দেবে। যারা তাদের দ্বীন ত্যাগ করল না তাদেরকে আগুনে ফেলে দেয়া হলো। সবশেষে একজন মহিলা তার শিশুসহ এল। সে আগুনের মাঝে যেতে ইতস্ত করায় শিশুটি তার মাকে বলল," হে আম্মা! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন আগুনের মাঝে যেতে ইতস্ত করবেন না। কারণ আপনি সত্যের উপর রয়েছেন।"

পরিচ্ছেদঃ স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালনের বর্ণনা

১২১৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, হোমাইদ ইবনে নাফে (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি জয়নাব বিনতে উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলতে শুনেছি যে, উম্মে হাবিবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর জনৈক আত্মীয় মৃত্যুবরণ করলেন। তারপর তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি চাহিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দু বাহুতে মেখে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি এরূপ এজন্য করলাম যে, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। যে স্ত্রীলোক আল্লাহকে এবং পরকাল কে বিশ্বাস করে তাঁর জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে। আর যয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এ হাদিস তাঁর মাতা উম্মে সালমাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রী যয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন।

১২১৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত হাসান ইবনে রাবি’ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, উম্মে আতিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন যে, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন মহিলা তাঁর মৃত্যুর জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না। তবে তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত তা পালন করবে। এই সময়ের মধ্যে সে কোন রঙের কাপড় পড়বে না। অবশ্য কালো বর্ণের চাদর করতে পারবেন। চোখে সুরমা লাগাবে না এবং কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে সে হায়েজ হতে পবিত্র হলে কুশত এবং আজফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

১২১৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর ইবনে আবী শাইবা (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, এ সনদে হিশাম (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেছেন, আমর আন নাকিদ এবং ইয়াজিদ ইবনে হারুন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সে তার হায়েজ হতে পবিত্র হওয়ার পর কুশত ও আজফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

১২১৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া (রহিমা হুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, হুমাইদ ইবনে নাফে (রহিমা হুল্লাহ) বলেন, জয়নব বিনতে আবু সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে এ তিনটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুমাইদ ইবনে নাফে (রহিমা হুল্লাহ) বলেন, এক. জয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী উম্মে হাবিবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর পিতা আবু সুফিয়ান মারা যান তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম যে, উম্মে হাবিবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হলুদ বর্ণ মিশ্রিত সুগন্ধি অথবা অন্য কোন কাজের উপকরণ চেয়ে পাঠালেন। তারপর তাতে একটি বালিকার গায়ে স্বহস্তে লাগিয়ে দিলেন এবং তিনি তাঁর নিজের কপালে হাত মুছে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিম্বরের দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। যে স্ত্রীলোক আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে সে স্ত্রী লোকের জন্য তাঁর কোন আপন জনের মৃত্যু তে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে বিধবা স্ত্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যু তে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে। জয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এরপর আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাশ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট গেলাম। ওই সময় তার ভ্রাতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন । আমি দেখলাম, তিনিও সুগন্ধি চেয়ে পাঠালেন ও তা স্পর্শ করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন দরকার ছিল না। তবে আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে স্ত্রী লোক আল্লাহ এবং পরকাল বিশ্বাস করে তাঁর জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিন দিনের শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা যাবে। এরপর জয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি আবার উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলতে শুনেছি যে, একবার এক মহিলা রাসুলের পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার কন্যার স্বামী মারা গিয়েছে। তার শোক পালন করতে গিয়ে আমার কন্যার চক্ষু রোগাক্রান্ত হয়েছে। আমরা কি তার চোখের সুরমা ব্যবহার করতে পারি? তিনি বললেন, না। তারপর সে এ কথাটি দুবার কি তিনবার জিজ্ঞেস করল। প্রতিবার তিনি বললেন, না। তারপর বললেন তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন অথচ অন্ধকার যুগে তোমাদের একজন স্ত্রীলোক বছর শেষে উষ্ট্রের মল নিক্ষেপ করত। হুমাঈদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এইভাবে উটের মল নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য কি ছিল? তখন জয়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, সে সময় কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ওই মহিলাকে একটি সংকীর্ণ কামরায় প্রবেশ করতে হতো, ছিন্ন কাপড় পরিধান করতে হতো। সে কোন সাজ-সজ্জার বস্তু স্পর্শ করতে পারতো না বা কোন রূপ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করত না। এভাবে দীর্ঘ একটি বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর সামনে বকরি, গাধা কিংবা পাখি জাতীয় কোন প্রাণী উপস্থিত করা হতো। ওই প্রাণী কে স্পর্শ করে উক্ত মহিলার ইদ্দত পূর্ণ করত। তাঁর স্পর্শিত প্রাণীটি কম দিনই জীবিত থাকতো। এরপর ওই মহিলা উক্ত সংখ্যাটি বের হয়ে আসতো। ওই সময় তাঁর হাতে অর্পণ করা হতো এবং সে তা ছুড়ে মারত। তারপর সে তাঁর পছন্দ মতো সাজ-গোজের দ্রব্য এবং সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত।

১২২০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু রাবি’ যাহরানী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, উম্মে আতিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদেরকে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন যাবত শোক পালনের বিধান ছিল। আমরা চোখে সুরমা ব্যবহার করতাম না। কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য স্পর্শ করতাম না এবং রঙিন পোশাক পরিধান করতাম না। তবে আমাদের মধ্যকার কোন মহিলা হায়েজ হতে পবিত্র হয়ে গোসল করলে তখন শরীরের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য তাকে কুসত এবং আজফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দান করা হতো।

১২২১. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া, কুতাইবাহ ইবনে রুমহ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কিংবা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) পৃথকভাবে অথবা তারা উভয়ে যৌথভাবে বলেছেন, যে

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন, যে মহিলা আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিন এর প্রতি বিশ্বাস রাখে অথবা যে মহিলা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থা রাখে তাঁর জন্য কোন মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে বেশি দিন শোক পালন করবে।

১২২২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু গাসসান মিসমাই এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, সাফিয়াহ বিনতে আবু উবাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী ওমরের কন্যা হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বলেছেন, রাবি কর্তৃক বর্ণিত এই বর্ণনাটি লাইস এবং ইবনে দিনার বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ। তবে তার বর্ণনায় এইটুকু বেশি উল্লেখ আছে, কারণ সে তাঁর স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

১২২৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, হুমাইদ ইবনে নাফে (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি জয়নাব বিনতে উম্মে সালামাহ কে তাঁর মা তাঁর সূত্রে বলতে শুনেছি যে, জনৈক স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেল। লোকজন তাঁর অসুস্থতার ব্যাপারে আশংকা করতে লাগল। তখন তারা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর নিকট ওই মহিলার চোখে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন, অন্ধকার যুগে স্বামীর মৃত্যুতে তোমাদের কেউ কেউ চিহ্ন বা মমিন ধরনের বস্ত্র পরিধান করে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালনের জন্য অতিবাহিত করতে। এরপর কুকুর তাঁর নিকট দিয়ে চলে গেলে সে উটের মল নিক্ষেপ করে বের হয়ে আসতো। সেজন্য কুসংস্কার এর পরিবর্তে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে তোমরা কি সক্ষম হবে না।

১২২৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু রাবি (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, সাফিয়াহ বিন্তে আবু উবাইদ (রহিমাহুল্লাহ) রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীর সূত্রে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা কৃত তাদের বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ।

১২২৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া (রহিমাহুল্লাহ), আবু বকর ইবনে আবী সাইবা (রহিমাহুল্লাহ), আমর আন নাকিদ (রহিমাহুল্লাহ) এবং জুহাইর ইবনে হরব (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর সূত্রে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা কৃত। তিনি বলেছেন, যে স্ত্রীলোক আল্লাহর এবং শেষ বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তাঁর কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন না করে। হ্যা তবে তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে বেশি দিন শোক পালন করবে।

পরিচ্ছেদঃ সিরিয়ার বাদশা হীরা কল এর নিকট ইসলামের দাওয়াত

১২২৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম হানজালি (রহিমাহুল্লাহ), ইবনে আবু উমর (রহিমাহুল্লাহ), মুহাম্মাদ ইবনে রাফি এবং আবদ্ ইবনে হুমাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন ইবনে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে আবু সুফিয়ান যাকে সরাসরি সংবাদ দিয়েছেন। আমি তথায় সিরিয়ায় রওনা করলাম। যখন আমার মধ্যে এবং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কার্যকর ছিল ষষ্ঠ হিজরীতে, তখন আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম, তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি চিঠি হিরাকল বাদশাহ এর নিকট পৌছলো। দাহিয়াতুল কালবি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সে চিঠি বসরার এক নেতার নিকট প্রদান করলেন, তারপর সে নেতা চিঠিটি হিরাকল বাদশাহর নিকট হস্তান্তর করলেন, তখন হিরাকল বাদশাহ বললেন, এখানে সে লোকটির মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্প্রদায়ের কেউ আছে কি? যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন। লোকজন বলল, হ্যাঁ তখন কুরাইশদের একদল লোকের সাথে আমাদেরকেও তলব করা হলো। আমরা বাদশার দরবারে প্রবেশ করলাম। আমাদেরকে তাঁর সামনে বসতে দেয়া হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন. তাঁর সাথে আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে অধিক নিকটবর্তী কে? তখন আবু সুফিয়ান বললেন আমি। তখন লোকজন আমাকে বাদশার সামনে বসিয়ে দিলেন। আর আমার সঙ্গীদেরকে পিছনে

বসালেন। অতঃপর বাদশা তাঁর মুতারজিম অর্থাৎ (দোভাষী) কে ডেকে বললেন, আপনি তাদেরকে আমার তরফ হতে বলে দিন যে, আমি তাকে আবু সুফিয়ানকে সে লোকটি সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করবো, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন। যদি আবু সুফিয়ান আমার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলেন, তবে আপনারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করবেন। তখন আবু সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আমার এ ভয় না থাকতো যে, আমি মিথ্যা কথা বললে তা আমার ওপর প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে, তবে নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতাম। এরপর বাদশা তাঁর দোভাষী কে বললেন, আপনি আবু সুফিয়ান কে জিজ্ঞেস করুন, আপনাদের মাঝে সে লোকটির বংশ পরিচয় কি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তাঁর জবাবে বললাম তিনি আমাদের মাঝে অত্যন্ত অভিজাত্য বংশের লোক। তারপর বাদশা বললেন, তাঁর পিতৃপুরুষদের মধ্যে কি কেউ রাজা বাদশা ছিলেন? আমি বললাম, না। তারপর বাদশা বললেন, তিনি যা বলছেন তা বলবার পূর্বে আপনারা কি কখনো তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলার অভিযোগ এনেছেন? আমি বললাম, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের সমাজের কোন শ্রেণীর লোক তাঁর বেশি অনুসরণ করছে, সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী লোক কোন নাকি দুর্বল লোকগন? আমি বললাম, সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালীরা নয়। বরং দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, নাকি হ্রাস পাচ্ছে? আমি বললাম, হ্রাস পাচ্ছে না বরং দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন যে সকল লোক তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে, পরবর্তীতে কি তারা তাঁর প্রতি নাখোশ বা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করছে? আমি বললাম, না তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন তাঁর সাথে আপনাদের কি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে? ঘটে থাকলে তাঁর ফল কি হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তাঁর সাথে আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে এবং হচ্ছে। আর তাঁর ফলাফলে পালা বদল হচ্ছে। অর্থাৎ কখনো বা তিনি জয়লাভ করছেন এবং কখনো বা আমরা বিজয়ী হচ্ছে। বাদশা হিরাকল আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কখনো কি কোন সন্ধি করে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সাথে একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি।

বলতে পারি না শেষ পর্যন্ত তিনি সে চুক্তি রক্ষা করবেন কিনা? আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ! বাদশার প্রশ্নের জবাবে আমার পক্ষ হতে কোন অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করা সম্ভব হয়নি এরপর বাদশা বললেন, আপনাদের দেশে এই লোকটির পূর্বে কি কোন ব্যক্তি কখনো এরূপ নবুওতের দাবি করেছেন? আমি বললাম, না। অতঃপর বাদশা' হীরা কল তাঁর দোভাষী কে বললেন, আপনি আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দেন যে, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে। জবাবে আপনি বলেছেন, যে তিনি অভিজাত ও বংশ লোক। নবী-রাসুলগণ ঠিক এভাবেই তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বংশে প্রেরিত হয়ে থাকেন। তারপর আমি জিজ্ঞেস করছিলাম। তাঁর পিতৃ পুরুষের মধ্যে কি কেউ কখনও রাজা বাদশা ছিলেন? আপনি যা বলেছিলেন যে, না। কেউ রাজা বাদশা ছিলেন না। যদি তাঁর থাকত তবে আমি মনে করতাম যে, হয়তো পূর্ব পুরুষদের বাদশাহী তিনি পনুরুদ্ধার করতে চান। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর অনুসারীগণ কি সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক নাকি সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী শ্রেণীর লোক? আপনি জবাবে বলেছিলেন, তাঁর অনুসারীরা সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক নয়, বরং অধিকাংশ দুর্বল শ্রেণীর লোক। বস্তুত: দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই নবী-রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর নব তাবির পূর্বে কি কখনো আপনারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়েছেন? আপনি তাঁর জবাবে বলেছিলেন যে, না। এতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন পার্থির বিষয়ে ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তিনি কি কারণে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করতে যাবেন? তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন ব্যক্তি তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি নাখোশ হয়ে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করেছে? জবাবে আপনি বলেছিলেন, না। আসলে ঈমানের প্রকৃত অবস্থা এরূপ। যখন তা অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা স্থায়ী ভাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করেছেন? আপনি জবাবে বলেছিলেন, হ্যাঁ এবং যুদ্ধের ফলাফল হয়েছে পালাবদলের মত। অর্থাৎ কখনো তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং

কখনো আপনারা। মূলত: নবী-রাসূলগণ কে এভাবেই পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু পরিণামে অর্থাৎ সর্বশেষ পর্যায়ে তারাই বিজয়ী হয়ে থাকেন। এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি কি কখনো কোনো সমঝোতা বা সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? জবাবে আপনি বলেছিলেন, না। তা করেননি। নবী-রাসূলদের প্রকৃত চরিত্র ও অভ্যাস এরূপ যে, তারা কখনো চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর নব দাবির পূর্বে কি কেউ দাবি করেছেন? আপনি বলেছিলেন যে, না। আমি এ কথা আপনাকে এ কারণে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, যদি তদ্রুপ কেউ দাবি করত তবে আমি মনে করতাম যে, তিনি সে পূর্বের দাবিদারদের অনুসরণ করেছেন মাত্র। বর্ণনা কারি বলেন, এরপর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আমাদেরকে কি কি নির্দেশ দিয়ে থাকেন? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে বলেন, নামাজ আদায় কর, যাকাত প্রদান করো, আত্মীয় এ গানা এবং হকদারদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং সদাচারণ প্রদর্শন করো। অবৈধ এবং অভদ্রতা কাজকর্ম হতে বিরত থাকো। বাদশাহ বললেন, এবার আপনি তাঁর সম্পর্কে যা বললেন, যদি তা সঠিক হয়ে থাকে, তবে আমি বলব যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর নবী। আমি একথা জানতাম যে, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু এটা আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি আপনাদের দেশেই আবির্ভূত হবেন। যদি আমি মনে করতাম যে, তাঁর নিকট নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে পৌঁছতে পারব, তবে অবশ্য আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতাম। আর তাঁর নিকটে পৌঁছতে পারলে নিশ্চয়ই আমি তাঁর পবিত্র চরণ যুগল দুটো করে দিতাম। তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তাঁর বাদশাহী আমার ওপর নিচেকার ভূমি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অতঃপর তিনি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লিখিত পত্র ঠিক করলেন। এবং তা প্রকাশ করলেন, ওই পত্রে লিখিত ছিল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরফ হতে হিরাক্লিয়াসের প্রতি সালাম, সে ব্যক্তির উপর, যিনি সঠিক ও সোজা সরল পথে অধিষ্ঠিত।অতপর হে বাদশা! আমি নিশ্চয়ই আপনাকে দ্বীন ইসলামের প্রতি দাওয়াত জানাচ্ছে। আপনি দ্বীন ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করুন এবং আপনার জন্য

নিরাপত্তা ব্যবস্থা করুন। আপনি মুসলমান হয়ে যান। তাহলে আল্লাহ পাক আপনাদের দ্বিগুণ প্রতিদানের সমৃদ্ধ করবেন। আর যদি আপনি দ্বীন ইসলাম হতে ফিরে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই দেশের জনসাধারণের অপরাধও আপনার ওপর আরোপিত হবে। হে কিতাবীগণ! তোমরা সে কথার দিকে ফিরে আসো, যে কথায় তোমরা ও আমরা একই শ্রেণীভূক্ত। আমাদের উচিত, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করি। কোন কিছুতেই তাঁর সাথে অংশীদার না বা নাই। তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান বাদশাহর পত্র পাঠ শেষ হলে। শাহী দরবারে একটি সরগোলের সৃষ্টি হল এবং হৈ চৈ পড়ে গেল। আমাদেরকে দরবার হতে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। আমরা বের হয়ে। এলাম আবু সুফিয়ান বলেন, যখন আমরা শাহী দরবার হতে বের হয়ে আসলাম। আমি আমার সঙ্গীদের কে বললাম যে, কাবাশার পুত্রের মর্যাদা দেখা যায় অনেক বেড়ে গেছে। এমনকি সিরিয়ার বাদশা তাকে ভয় করছে। তিনি আরো বললেন, সেদিন হতে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে আমার দৃঢ় ধারণা হলো যে, নিশ্চয় তিনি আমাদের ওপর জয়লাভ করবেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহপাক আমার অন্তরের দ্বীন ইসলামকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

১২২৭. বঙ্গানুবাদ: হাসান হুলওআনি এবং হোমাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, ইবনে শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) হতে এ একই সূত্রে উল্লিখিত হাদিস বর্ণনাকৃত কিন্তু এ হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহ পাক রোমাধিপতি কায়সার দ্বারা পারস্যের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করলেন, তখন তিনি এই বিজয়ের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এর জন্য হেমস হতে ইলিয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত পায়েদল গমন করলেন, আর তিনি তাঁর হাদীসে এ পত্র মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে।

পরিচ্ছেদঃ যু-কারদ এবং অন্যান্য যুদ্ধ

১২২৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ফজরের আজানের পূর্বেই বের হয়ে গেলাম। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর দুধের উষ্ট্রী তখন যু-কারদে ঘাসের প্রান্তরে চোরতেছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এর গোলাম আমার সাথে দেখা করে বলল, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুগ্ধবতী উষ্ট্রী সমূহ লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কারা সেগুলো ধরে নিল? সে বলল, গাতফানি লোকেরা। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি সাহায্য চাই। সাহায্য চাই বলে তিনবার সজোরে আওয়াজ দিলাম। রাবি বলেন, যে মদিনার উভয় প্রান্তের মাঝখানে অবস্থিত সকলকে আমি শেহাব শোনালাম। তারপর দ্রুত বেগে ছুটে গেলাম এবং জুকারোদে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেললাম। তারা তখন পশুগুলোকে পানি পান করাছিল। আমি তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। তেরে নিক্ষেপে আমি খুবই পারদর্শী ছিলাম। এ সময় আমি বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা পাঠ করছিলাম। যথা আমি আকওয়ার সন্তান। আজ দিকৃতিকারীদের ধ্বংসের দিন আমি এভাবে তীর নিক্ষেপ এবং বীরত্বসূচক কবিতা আবৃতি করতে থাকলাম এবং শেষ পর্যন্ত দুধের উটনি সমূহ তাদের নিকট হতে মুক্ত করলাম এমনকি তাদের ত্রিশ টি চাদর আমি ছিনিয়ে নিলাম। এমন সময় রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এবং তাঁর লোকজন এসে পৌঁছলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি তাদের পানির পথ বন্ধ করে রেখেছি, তারা তৃষ্ণার্ত আছে। আপনি একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিন। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আকোয়া! এ সময় যা নিবার ছিল, তুমি তা নিয়েছো। এবার ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা ফিরে এলাম। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আমাকে তাঁর একটি উটনির পিছনে বসিয়ে নিলেন। অতঃপর আমরা মদিনায় পৌঁছলাম।

১২২৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর ইবনে আবী শাইবা (রহিমাহুল্লাহ), ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম (রহিমাহুল্লাহ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দাড়িমি (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, ইয়াস ইবনে সালামাহ তাঁর পিতার সূত্রে বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হুদায়বিয়ায় পৌঁছলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশত আমাদের সাথে পঞ্চাশটি বকরি ছিল। যেগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছিল না। তখন রাসূলে পাক

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুপের কিনারায় বসলেন এবং দোয়া করলেন, অথবা তাতে থুতু নিক্ষেপ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সাথে সাথে পানি উপচে পড়ল। তখন আমরাও পানি পান করলাম এবং বকরি গুলোকেও পান করালাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলে পাক আমাদেরকে বাইয়াতের জন্য বৃক্ষ নিম্নে আহ্বান করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকদের মধ্যে আমি সকলের আগে বায়াত হলাম। তারপর একে একে অন্যান্য লোক গণ বায়াত হলো। তিনি যখন বায়াত গ্রহণ করতে করতে সারিবদ্ধ লোকদের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন বললেন, হে সালামাহ তুমি বায়াত হও বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বললাম, আমিতো সব লোকের প্রথমেই বায়াত হয়েছি, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি বললেন, আবারও হও না কেন? তখন আমি আবার বায়াত হলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! তোমাকে প্রদত্ত আমার সে বড় ঢাল টি বা ছোট ঢাল টি কোথায়? সালামাহ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার চাচা আমের নিরস্ত্র অবস্থায় আমার সাথে দেখা করেছিলেন, তখন আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি। এতে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু হেসে বললেন তোমাকে তো দেখছি, পূর্ব যুগের সে লোকটির ন্যায়, যে বলেছিল, হে প্রতিপালক! আমি এমন একজন বন্ধু কামনা করি, যে আমার প্রান অপেক্ষাও আমার নিকট অধিক প্রিয় হবে। এরপর মুশরিকরা আমাদের নিকট প্রস্তাব পাঠালো। আমাদের এক পক্ষের লোক অন্য পক্ষের দলে যাতায়াত শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা উভয় পক্ষ পরস্পরের চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম। সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ সেবায় নিযুক্ত ছিলাম আমি অশ্ব টিকে পানি পান করাতাম, আমি তাঁর পিঠ মর্দন করে দিতাম এবং তাঁর অন্যান্য খেদমতও করতাম। আমি তাঁর নিকটই পানাহার করতাম। স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং ধন সম্পদের মায়া পরিত্যাগ করতো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে মুহাজির হয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন,আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে মেলামেশা শুরু হলো। তখন আমি একটি বৃক্ষছায়ায় গিয়ে তাঁর নিচের কাটাও খরকুটা প্রভৃতি পরিষ্কার করে বৃক্ষমূলে শুয়ে পড়লাম।

এমন সময় মক্কার চারজন মুশরিক এসে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে নানা ধরনের অশ্রাব্য উক্তি করতে শুরু করল। আমার তা অসহ্য হয় আমি স্থান পরিবর্তন করে আরেকটি বৃক্ষ তলায় চলে গেলাম ওরা ওদের অস্ত্র সমূহ বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। ঠিক এ মুহূর্তে প্রান্তরের নিম্ন এলাকা হতে কে যেন উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বলে উঠলো, হে মুহাজির গন! ইবনে যুনাঈম কে হত্যা করো। আমি মুহূর্তে আমার তরবারী উত্তোলন করোতোঃ ওই চারজন মুশরিকের দিকে ধাবিত হলাম তারা তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। আমি তাদের অস্ত্র আঁটি বেঁধে আমার হাতে নিলাম। তারপর আমি বললাম, যে মহান সত্তা মুহাম্মাদ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্মান দান করেছেন তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মস্তক উত্তোলন করে, তবে আমি সে অঙ্গে আঘাত করবো। রাবী বলেন, তারপর আমি তাদেরকে তাড়িয়ে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে গেলাম। এমন সময় আমার চাচা আমের আবালাত গোত্রের এক ব্যক্তি কে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে এলেন। সে মিকরজ নামে পরিচিত ছিল। সে ছিল বর্ম আবৃত একটি ঘোড়ায় সওয়ার। আর তাঁর সাথে ছিল সত্তর জন মুশরিক। রাসূলে পাক(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওদেরকে ছেড়ে দাও যাতে ওরাই প্রথম আক্রমণ করে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। একথা বলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করলেন, সে পবিত্র সত্তা! যিনি তাদের হাতকে তোমাদের ওপরও হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের ওপর হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের ওপর হতে মক্কার ময়দানে তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর বিরত রেখেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা মদিনায় ফিরে যাবার জন্য বের হয়ে পড়লাম, পথে এমন একটি মঞ্জিলে আমরা অবতরণ করলাম, যেখানে আমাদের এবং লিয়ান গোত্রের মধ্যে শুধু একটি পাহাড়ের দূরত্ব ছিল। তারা ছিল মুশরিক সম্প্রদায়। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের তরফ হতে দেখাশোনা করার জন্য পাহাড়ের

উপরে আরোহন করবে। সালামাহ বলেন, ওই রাতে আমি দুবার কি তিনবার সে পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। তারপর আমরা মদিনায় এলাম। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর গোলাম বারাহর তত্ত্বাবধানে তাঁর উট গুলো পাঠাইয়া দিলেন। তারপর আমরা মদিনা এলাম আর আমিও তালহার ঘোড়ায় চোরে তাঁর সাথে সাথে উটগুলো তাড়িয়ে চারণভূমির দিকে নিয়ে গেলাম। ভোররাতে আব্দুর রহমান ফাজারী চড়াও হয়ে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং উটের রাখাল কে হত্যা করে ফেলল। আমি তখন বারাহকে বললাম হে বারাহ! এই ঘোড়া নিয়ে তুমি তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ কে পৌঁছে দাও। আর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সংবাদ বল যে, মুশরিকরা তার উটগুলোকে লুণ্ঠন করেছে। তিনি বলেন, তখন আমি একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে মদিনার দিকে মুখ করে তিনবার আওয়াজ দিলাম। ইয়া সাবাহা! তারপর আমি লুণ্ঠনকারীদের পিছনে ধাবিত হলাম এবং তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর মুখে আমি এবং পঙক্তিটি আবৃত্তি করছিলাম আমি আকওয়ার সন্তান, আজ সেদিন আজ মায়ের দুধ কতটা পান করেছ তা মনে করার দিন। আমি তাদেরকে এভাবে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম যে, অনেকেরই বক্ষ ভেদ করে তা বের হয়ে গিয়েছে। আমি বলতে লাগলাম, এ আঘাত গ্রহণ করো আমি আকোয়ার পুত্র আজ দুধ পানের কথা মনে করার দিন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তীর ছুরতে লাগলাম এবং তাদেরকে ঘায়েল করতে লাগলাম প্রতিপক্ষের কোন ঘোড়সাওয়ার আমার দিকে ফিরলেই আমি বৃক্ষের আড়ালে সে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করতাম এবং তাকে আহত করে দিতাম। অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সরু পথ ঢুকে পরল। আমি তখন পাহাড়ের উপরে উঠে সেখান হতে অবিরত তাদের ওপর পাথর ছুড়ে মারতে লাগলাম। এভাবে আমি তখন পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলাম যখন পর্যন্ত না আল্লাহর সৃষ্ট ও রাসূলে পাকের সওয়ারি হিসেবে নিয়োজিত উট গুলো ছেড়ে গেল। তারা শেষ পর্যন্ত ওইগুলো আমার আয়ত্তে রেখে চলে গেল। কিন্তু তাঁর পরেও আমি তাদের অনুসরণ করে তীর ছুটতে লাগলাম। যাতে তারা তাদের ত্রিশটির অধিক চাদর ও ত্রিশটি বল্লম নিজেদের বোঝা কমাবার জন্য

ফেলে যেতে বাধ্য হল। তারা যে বস্তুগুলো ফেলে যাচ্ছিল, আমি তাঁর প্রত্যেকটি কে পাথর দ্বারা চিহ্নিত করছিলাম। যাতে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ তা দেখে চিনতে পারেন। অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছল। এমন সময় বদর ফাজারীর এক পুত্র এসে তাদের সাথে মিলিত হল। তারপর তারা সকলে মিলে ভোরের খাবার খেতে বসলো। আমি তখন আমি তখন পাহাড়ের একটি চোরাই বসে পড়লাম। তখন ওই ফাজারী বলল, ওই যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে সে কে? তারা বলল, ওই লোকটির দ্বারা আমরা প্রাণান্তকর দুর্ভোগ পোহায়েছি। আল্লাহর কসম! সেই রাতের অন্ধকার হতে এ পর্যন্ত লোকটি আমাদের পিছু ছাড়ছে না। সে অনবরত আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে চলেছে। এমন একটি আমাদের যথাসর্বস্ব সে ছিনিয়ে নিয়েছে। তখন ফাজারি বলল, তোমাদের মধ্যে চারজন উঠে গিয়ে তাকে হামলা করো। তখন তাদের চারটি লোক পাহাড়ে উঠে আমার দিকে আসতে লাগলো যখন তারা আমার কথা শুনবার মতো স্থানে এসে পৌঁছলো তখন আমি তাদেরকে বললাম তোমরা কি আমাকে চিনো? তারা জবাব দিলো না। আমি বললাম, যে আমি হলাম সালামাহ ইবনে আকওয়া। কসম সে পবিত্র সত্তা যিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্মানিত করেছেন। আমি তোমাদের যাকেই বাঘে পাবো তাকে ধরে ফেলব। কিন্তু তোমাদের কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। তাদের একজন বলল, যে আমারও তাই মনে হয়। তিনি বললেন, এ কথা বলে তারা ঘুরে গেল এবং আমি সেই স্থানে বসে রইলাম। তাঁর পরেই আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর অশ্বারোহী দেরকে বৃক্ষ সমূহের মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলাম। সবার আগে ছিলেন, আকরাম আসাদি। তাঁর পিছনে ছিলেন কাতাদাহ আনসারী এবং তাঁর পেছনে ছিলেন, মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দি। আমি তখন উঠে আকরামের অশ্বের লাগাম ধরলাম। তখন আমাদের শত্রুরা পশ্চাদপসরণ করো তো পালিয়ে গেল। আমি বললাম, হে আকরাম! ওদের নিকট থেকে সতর্ক থাকবে। ওরা যেন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ এসে মিলিত হওয়ার আগেই তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে না পারে। আকরাম বললেন হে সালামাহ!

তুমি আল্লাহ এবং রোজ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী হলে এবং তোমার বেহেস্ত ও দোযখ এর প্রতি আস্থা থাকলে আমার এবং শাহাদাতের মধ্যে বাধ সেধো না। বলেন, যে তখন আমি তাঁর পথ ছেড়ে দিলাম। তিনি তখন অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষের আব্দুর রহমানের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। আকরাম আব্দুর রহমানের ঘোড়াটিকে আহত করলেন। আর আব্দুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে শহীদ করে ফেলল এবং আকরামের অশ্বের পিঠে সওয়ার হলো। এমন সময় রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদের মধ্য হতে কাতাদাহ এসে পৌঁছলেন। তিনি এসেই আব্দুর রহমানকে বর্শার আঘাতে সংহার করলেন। সে সত্তার কসম যিনি মুহাম্মাদ তাকে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন আমি তখন এমনই দ্রুত গতিতে তাদের পিছনে ধাবিত হচ্ছিলাম যে, আমার পিছনে বহুদূর পর্যন্ত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন সাহাবীকে দেখলাম না। এমনকি তাদের অশ্বখুরের ধুলাও দেখা গেল না। শত্রুরা চলতে চলতে সূর্যাস্তের সময় এমন গিরি পর্বতে পৌঁছে গে। যেখানে জুকারদ নামক একটি ঝর্ণা আছে। অত্যাধিক তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ার কারণে তারা পানি পান করার জন্য সেখানে নেমে পড়ল। তারা আমাকে তাদের পিছনে ধাবিত হতে দেখে ছিল। তাই তাদের পানি পান করার পূর্বেই আমি তাদের নিকটবর্তি হয়ে পড়ায় তারা তথা হতে ভেঙে গেল এবং একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগল। আমিও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাদেরকে ধাওয়া করতে লাগলাম। এই সময় আমি তাদের একেকজনের বক্ষে তীর বিদ্ধ করে বলছিলাম যে, আমি আকওয়ার পুত্র। আজ দুধ পানের কথা স্মরণ করার দিন। তাদের একজন বলল, তাঁর মাতা তাঁর জন্য ক্রন্দন করুক তুমি কিসে আকোয়া যে ভোর হতে আমাদেরকে কঠিণ জ্বালাতন করে আসছ? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি তোমাদের প্রাণের শত্রু। আমি সে আকোয়া। ওই সময় তারা তাদের দুটি ক্লান্ত অশ্ব উক্ত উপত্যকায় রেখে চলে গেল। অতঃপর আমি অশ্ব দুটি কে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটে নিয়ে এলাম। ওই স্থানে একটি চরিত্র এবং একটি পানি ভর্তি সাথী হারা আমের এসে আমার সাথে মিলিত হলেন। আমি তখন অজু করে দুধ পান করলাম। অতঃপর আমি এমতাবস্থায় রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এলাম,

যখন তিনি সে পানি নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন যে পানির নিকট হতে আমি শত্রুদের কে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এদিকে রাসূলে পাক তাঁর অপহৃত উটনি এবং মুশরিকদের নিকট হতে আমার ছিনিয়ে আনা বল্লম, এবং চাদর প্রভৃতি হস্তগত করেছিলেন। তখন বেলাল ওদের নিকট হতে উদ্ধারকৃত একটি উষ্ট যবেহ করে তাঁর কলিজা কুজ এবং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য ভুনা করছিলেন। এ সময় আমি বললাম, ইয়া রাসুল আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমাদের লোকদের মধ্যে হতে একশ জন লোক বাছাই করে নিয়ে সে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করি এবং তাদেরকে এমন ভাবে শায়েস্তা করি যেন তাদের খবর নিয়ে যাওয়ার মত একটি লোক জীবিত না থাকে। আমার কথা শুনে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন হবে হাস্য করলেন যে, চুলার আগুনের আলোতে তাঁর চোয়ালের দাঁত সমূহ প্রকাশ পেয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, হে সালামা! আমি বললাম, ইয়া রাসুল আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে মহা সম্মানে ভূষিত করেছেন। তিনি বললেন, এতক্ষণে তো তারা গাতফান গোত্রের এলাকায় গিয়ে তাদের মেহমান রূপে আপ্যায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে গাতফান গোত্রের একটি লোক সেখানে এসে পড়ল। সে বললো, অমুক ব্যক্তি তাদের জন্য একটি উট জবেহ করেছে। তারা যখন ওই উটের চামড়া খসাচ্ছিল, তখন আকাশের ধুলা উঠতে দেখে তারা বলে উঠল, ওই সম্ভবত আকোয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে? এ কথা বলেই তারা সেখান হতে পালায় গিয়েছে। অতঃপর ভোরবেলা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আজ আমাদের সেরা অশ্বারোহী ইবনে আবু কাতাদাহ আর সেরা পদাতিক হল সালামা। তিনি বলেন, তারপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একাধারে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিসেবে গনিমতের দুটি অংশ দিলেন। তারপর তিনি আমাদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন কালে আমাকে তাঁর সাথে তাঁর উষ্ট্রী আদবাহর পিছনে বসিয়ে নিলেন। তারপর যখন আমরা পথ চলতে লাগলাম, তখন এক আনসার ব্যক্তি, যাকে পায় দল চলার ক্ষেত্রে কেউ কোনদিন পরাজিত করতে পারতো না। সে ব্যক্তি বলতে লাগল এমন

কেউ আছে কি, যে মদিনায় সর্বাগ্রে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করবে? কথাটি সে বারবার বলছিল। তারে প্রতিযোগিতায় আগ্রহ সূচক কথাটি আমার কানে এলে আমি বললাম, তুমি কোন সম্মানিত লোকের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে জানো নাকি? সে বলল, যে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার কিছু নেই। সালামাহ বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গিত। আপনি অনুমতি দিলে ওই ব্যক্তির সাথে আমি প্রতিযোগিতা করবো। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইচ্ছে হলে করো। তখন আমি বললাম, ওহে আমি তোমার নিকট আসছি। এই কথা বলে আমি দৌড় আরম্ভ করলাম। তারপর এক বা দুই টিলা অতিক্রম করার দূরত্বে থাকলাম। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমার দম বন্ধ রেখে দিলাম। আমি তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছিলাম। এভাবে কিছু দূর চলার পর সজোরে দৌড় দিয়ে তাঁর নিকটে পৌঁছে গেলাম এবং তাঁর দু কাঁধের মধ্যস্থলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করে বললাম ওহে আল্লাহর কসম! তুমি হেরে গিয়েছো। সে বলল, হ্যাঁ আমি তো তাই মনে করছি। আমি আনসার লোকটির পূর্বেই মদিনায় পৌঁছে গেলাম।

তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর আমরা তিন রাত্রের বেশি মদিনা থাকতে পারলাম না। আসলে পায়ের সাথে আমরা খায়বারের দিকে রওনা করলাম। তখন আমার চাচা আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উৎসাহ ব্যঞ্জক কবিতা পাঠ করতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! আল্লাহর করুণা ব্যতীত আমরা সুপথপ্রাপ্ত হতাম না, দান-খয়রাত করতাম না এবং নামাজ পড়তাম না। হে মাবুদ! আমরা আপনার অনুগ্রহ হতে কখনো বেপরোয়া হতে পারি না। আপনি শত্রুর মোকাবিলায় আমাদের দৃঢ় ও অটল রাখুন। আপনি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, কে এই ব্যক্তি? তিনি বললেন, আমি আমের তিনি বললেন, তোমার প্রতিপালক তোমাকে ক্ষমা করুন। রাবি বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন

যার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমার দোয়া করতেন, তাঁর ঐ শাহাদাত নসিব হয়ে যেত। ওই সময় নিজের উটের উপর সওয়ার উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, ইয়া রাসুল আল্লাহ আমের কে দিয়ে আমাদেরকে আরো বেশি উপকৃত করলেন না কেন? রাবি বলেন, এরপর যখন আমরা খায়বার উপস্থিত হলাম তখন খায়বারাধিপতি মুরাহহাব তাঁর ওসি দোলাতে দোলাতে বের হয়ে এলো এবং বলল, যে খায়বার জানে যে, আমি মুরাহাব। অস্ত্রশস্ত্রে সদা সুসজ্জিত ও তা ব্যবহারে পারদর্শী। যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রচলিত হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। রাবী বলেন, আমার চাচা আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কবিতা পাঠ করতে করতে বললেন যে, খয়বার জানে যে আমি আমের। অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধে নেমেছি। পরক্ষণেই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুরাহাবের একটি অস্থির আঘাত আমের ঢালের উপর পতিত হলো। আমের যখন মুরাহাবকে আঘাত করতে চাইলেন, তখন তা ফিরে এসে তাঁর নিজের পায়ে পতিত হলো। যাতে তাঁর পায়ের গোছার সংযোগ শিরা কেটে গিয়ে সে মৃত্যুবরণ করল। তখন আমি বের হয়ে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েক জন সাহাবী কে বলাবলি করতে শুনলাম, আমের এর যাবতীয় আমল ব্যর্থ হয়ে গেল। সে আত্মহত্যা করল। আমি তখন ক্রন্দন করতে করতে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমের এর সকল নেক আমল কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল? তিনি বললেন, এরূপকথা কে বলেছে? আমি বললাম, আপনার ওই কয়েকজন সাহাবী। তিনি বললেন, তারা অসত্য বলেছে বরং নামের তাঁর প্রতিদান দুবার লাভ করবে। তারপর তিনি আমাকে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন চক্ষুরোগ আক্রান্ত ছিলেন। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আজ আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পন করবো, যে আল্লাহকে ও রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালবাসেন। রাবি বলেন, আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট গিয়ে তাকে নিয়ে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট প্রত্যাগমন করলাম। তাঁর চক্ষু তখন অত্যন্ত বেদনা যুক্ত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) তাঁর চোখের স্বীয় মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাতেই তাঁর চোখ অসুস্থ হয়ে গেল। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। এবারও মুরাহাব রণক্ষেত্রে বের হয়ে এসে কবিতা আওরাতে লাগল যে, আমি মোরাহাব, খাইবার তা জানে। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠছে পক্ষান্তরে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি সেই ব্যক্তি যাকে তাঁর মা হায়দার নামে ডাকে। যার দৃশ্য সিংহের ন্যায় ভীতিপ্রদ। আমি শত্রুদের প্রতিদান তাদেরকে হত্যা দ্বারা দিয়ে থাকি। এরপর তিনি মুরাহাবের মস্তকে তরবারির আঘাত করেই তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন এবং এভাবে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে খাইবার বিজয় হলো।

পরিচ্ছেদঃ গুইসাপের গোশত হালাল

১২৩০. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া (রহিমাহুল্লাহ) ইয়াহিয়া ইবনে আইউব (রহিমাহুল্লাহ), কুতাইবাহ এবং ইবনে হুজর (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গুইসাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি তা ভক্ষণ করি না আর তা ভক্ষণ করা হারাম ও বলি না।

১২৩১. বঙ্গানুবাদ: হযরত কুতাইবাহ ইবনে সাঈদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাকে গুইসাপ খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি তা ভক্ষণ করি না। ভক্ষণ করা হারাম ও বলি না।

১২৩২. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় গুইসাপ খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি ভক্ষণ করি না তবে হারাম ও বলি না।

১২৩৩. বঙ্গানুবাদ: ওবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ওবায়দুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) হেইতে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

পরিচ্ছেদঃ মেহমানকে আদর যত্ন করা ও তাকে প্রাধান্য দেয়ার ফজিলত

১২৩৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত জুহাইর ইবনে হরব (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো যে, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তখন তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, যে সত্য আপনাকে খাঁটি ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নেই। অন্য এক স্ত্রীর নিকট পাঠানো হলে তিনি ওই কথাই বললেন। এভাবে তারা সকলেই একই কথা বললেন যে, সত্তার শপথ! যিনি

আপনাকে সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আজ রাতে যে ব্যক্তি এই লোকটির মেহমানদারী করবে আল্লাহ পাক তাঁর উপর রহম করবেন। এক আনসারী বলে উঠল ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি করব অতঃপর আনসারী লোকটিকে নিয়ে নিজ গৃহে চলে গেলেন। স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন তোমার নিকট কোন কিছু খাবার আছে কি? সে বলল, না বাচ্চাদের জন্য সামান্য মাত্র খাবার আছে। আনসারী বললেন তুমি তাদেরকে কিছুর দ্বারা ভুলে রাখ। আর মেহমান গৃহে প্রবেশ করার সময় আলোটি নিভিয়ে দিও। তাতে আমি তাকে বুঝাতে পারব যে, তাঁর সাথে আমিও খানা খাচ্ছি। মেহমান খানা খেতে শুরু করলে তুমি আলোর নিকট গিয়ে টা নিভিয়ে দিও। এরপর তারা বসে রইলেন এবং মেহমান ব্যাক্তি আহার করতে শুরু করল। ভোরে আনসারী রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলে তিনি বললেন, গত রাতে তোমরা মেহমানের সাথে যে আচরণ করে তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ পাক অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

১২৩৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনে আলা (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক আনসারী ব্যক্তির গৃহে জনৈক মেহমান রাত কাটালেন। তাঁর নিকট তাঁর বাচ্চাদের জন্য অল্প কিছু খাবার ব্যতীত আর কিছু ছিল না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ছেলে মেয়েদের কে ঘুম পাড়িয়ে দাও এবং প্রদীপটি নিভিয়ে ফেলো আর তোমার নিকট যে খাবার আছে তাই মেহমানের জন্য উপস্থিত করো। রাবী বলেন, এরপর এই আয়াতটি নাজিল হলো। তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকলেও মেহমানকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।

১২৩৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু কুরাইব (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহমান হয়ে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলেন, কিন্তু মেহমানদারী করার মত তাঁর নিকট কিছুই ছিল না। তখন তিনি বললেন, এই লোকটির মেহমানদারী করার মত কেউ আছে কি? আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করবেন। তখন

আবু তালহা নামক একজন আনসারী সাহাবী উঠে লোকটিকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এরপর রাবি শেষ পর্যন্ত হাদীসটি জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসের ন্যায় (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ওয়াকি (রহিমাহুল্লাহ) এর অনুরূপ আয়াত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

১২৩৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বকর ইবনে আবী সাইবা (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার ভিশন খাদ্যাভাবে আমার এবং আমার দুজন সঙ্গীর দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি দুটি লুপ্ত হয়ে গেল। তখন আমরা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের নিকট আমাদের এ করুণ অবস্থা নিয়ে উপস্থিত হলাম কিন্তু তারা কেউই আমাদের ব্যাপারে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। অবশেষে আমরা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে তাঁর পরিবারবর্গের নিকট চলে গেলেন। পরিবারের তিনটি মেষ ছিল। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা এর দুধ দোহন করবে। ওই দুধ আমরা ভাগ করে প্রত্যেকে পান করবো। মিকদাদ বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আর প্রত্যেকে উহা থেকে নিজ নিজ অংশ পান করতাম। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য তাঁর অংশ তুলে রাখতাম। তিনি রাতে আগমন করতেন এবং এমন ভাবে সালাম করতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম ভঙ্গ না হয়। অথচ জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। বর্ণনাকারি বলেন, এরপর তিনি মসজিদে এসে নামাজ পড়তেন। তথা থেকে ফিরে এসে দুধ পান করতেন। এক রাতে আমার নিকট শয়তান এলো। আমিতো আমার দুধের অংশ পান করে ফেলেছিলাম। শয়তান আমাকে বলল, মোঃ আনসারীর এর নিকট গেলে তাকে তারা নানা রূপ তোফা উপঢৌকন স্বরূপ খাদ্য-খাদক দিবে। তারা আর ওই সামান্য দুধ টুকুর প্রয়োজন থাকবে না। এ কথা শোনার পর আমি তাঁর জন্য রক্ষিত দুধটুকু ও পান করে ফেললাম। আমার পেটে যাওয়ার পর যখন বুঝলাম যে, এটা আর পেট থেকে বের করার কোন উপায় নেই তখন শয়তান আমার নিকট থেকে দূরে গিয়ে বলল, তুমি হালাত হও। তুমি কী অপকর্ম করে ফেললে! মুহাম্মাদ এর দুধ পান করে ফেললে? তিনি এসে তাঁর

দুধ না পেয়ে তোমার ওপর বদ দোয়া করবেন। তখন অবশ্যই তুমি হালাক হয়ে যাবে এবং তোমার ইহকাল পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে। আমার গায়ে তখন একটি চাদর ছিল। তরদ্বারা পা ঢাকলে মাথা আবৃত থাকে। আর মাথা থাকলে পা বের হয়ে যায়। আমার ঘুম আসছিল না। আমার সঙ্গীদ্বয় অবশ্য নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল্। কেননা তারা তো আমার মত অপকর্ম করে নি। রাবি বলেন, এরপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী সালাম করলেন। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লেন। তারপর দুধ এর নিকট এসে ঢাকনা খুলে কিছুই দেখলেন না। এরপর তিনি আসমানের দিকে তাঁর মাথা তুললেন। আমি মনে মনে ভাবলাম এখনই তিনি আমার উপর বদ দোয়া করবেন। যা আমার হালাকির কারন হবে। তিনি বলতে লাগলেন হে মাবুদ! যে ব্যক্তি আমাকে আহার করায় তাকে তুমি আহার করাও। আর যে ব্যক্তি আমাকে পান করায় তাকে তুমি পান করাও। মিকদাদ বলেন, এ সময় আমি চাদরটা নিয়ে আমার শরীরে বাধলাম। আরেকটি ছুরি হাতে নিয়ে মেষ গুলোর নিকট গেলাম এ উদ্দেশ্যে যে, যেটি সর্বাধিক মোটাতাজা সেটিকে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য জবেহ করব। গিয়ে দেখলাম সেটি ওলান দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্য মেষগুলোর ও দুধে পরিপূর্ণ। এরপর আমি গৃহ থেকে একটি পাত্র নিয়ে এলাম। যাতে পরিবারের লোকেরা দুধ দোহাতেন্না। আমি তাতে দুধ দোহন করলাম। এমনকি পাথরের উপরিভাগে ফেনা ভেসে উঠলো। তারপর আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলে তিনি বললেন, তোমরা কি রাতের দুধ পান করেছ আমি বললাম, ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি পান করুন তিনি পান করে তা আবার আমাকে দিলেন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং আমি তাঁর দোয়া ও পেয়েছি তখন আমি খুশিতে হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেলাম। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কোন খারাপ কাজ করেছ কি? আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দ্বারা এ কাজ ঘটেছে অথবা তিনি বললেন, যে আমি এরূপ কাজ করেছি তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা শুধু আল্লাহর মেহেরবানী। তুমি একথা

আমাকে কেন জানালে না তাহলে তো আমরা আমাদের সাথে দুজনকে জাগিয়ে তুলতাম এবং তারাও তো এ দুধের অংশ পেয়ে যেত। মিকদাদ বলেন, আমি তখন বললাম, যে মহান সত্তা আপনাকে সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনি যখন পেয়েছেন অথবা বলেছেন, যে আমি যখন আপনার সাথে ভাগ পেয়ে গিয়েছি তখন অন্য কারো পাওয়া না পাওয়ার আমি চিন্তা করি না।

১২৩৮. বঙ্গানুবাদ: ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনে মুগীরা থেকে উক্ত সনদ এ হাদীসটি (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন।

পরিচ্ছেদঃ বায়াতের প্রকার সমূহের বর্ণনা

১২৩৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আনুগত্যের শপথ করলাম, তার কথা শোনা এবং আনুগত্য করার উপর প্রত্যেক অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থায় এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়। আর আমাদের উপর যাকে নেতা নির্বাচিত করা হবে আমরা তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না। আর যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সত্যের উপর অটল থাকবো এবং আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবো না।

১২৪০. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে আনুগত্যের বাইআত করলাম প্রত্যেক অনকূল ও প্রতিকুল অবস্থায়। আর আমাদের উপর যাকে নেতা নির্বাচিত করা হবে, আমরা তার সাথে বিবাদ করবো না। যেখানেই আমরা থাকবো হকের উপর থাকবো, আর কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করবো না।

১২৪১. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সামিত বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আনুগত্যের বাইআত করলাম অনুকূল-প্রতিকুল সর্বাবস্থায় এবং সুখে-দুঃখে। আর আমরা নেতার বিরোধিতা করবো না। এবং আমরা যেখানেই থাকী না কেন কথায় এবং কাজে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো। আর আমরা কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারকে ভয় পাবো না।

সত্য কথা বলার উপর বায়াত

১২৪২. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট শোনার এবং মেনে চলার উপর বায়'আত করলাম অনুকূল প্রতিকুল এবং সুখে-দুঃখে। আর যিনি আমাদের মধ্যে শাসক নিযুক্ত হবেন তার সাথে ঝগড়া না করার এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সদা সত্য কথা বলার।

১২৪৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অনুকূল এবং সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শ্রবণ ও অনুগত্যের বাই'আত করলাম, আর একথার যে, আমরা আমাদের শাসকের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবো না, এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ইনসাফের সাথে কথা বলবে। আর আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

ধৈর্যধারণের বায়াত

১২৪৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অনুকূল-প্রতিকুল এবং দুঃখ- সুখ সর্বাবস্থায় তার কথা শ্রবণ ও মান্য করার বাই'আত করলাম। আর আমরা যেখানেই থাকী না কেন, ইনসাফের সাথে কথা বললে বা এবং তিনি আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা তাতে নারায হবো না। আর আমরা শাসকের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবো না এবং আমরা আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

১২৪৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ মুসলমান শাসকের কথা মান্য করা তোমার উপর অত্যাবশ্যক, তোমার সুখে-দুঃখে এবং অনুকূল প্রতিকুল সর্বাবস্থায় তোমার উপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও।

প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণকামী **হওয়ার** বায়াত

১২৪৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রত্যেক মুসলমানের শুভ কামনার বাই'আত গ্রহণ করি।

১২৪৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তার কথা মেনে চলার

এবং তার আনুগত্য করার এবং প্রত্যেক মুসলমানের শুভকাঙক্ষী থাকার উপর বাই’আত গ্রহণ করি।

যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত

১২৪৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপর মৃত্যুর বাই'আত গ্রহণ করিনি, বরং আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হতে পলায়ন না করার উপর বাই'আত গ্রহণ করি।

শাহাদত বরণ এর **উপর** বায়াত

১২৪৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবূ উবায়দা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান ইবনে আকওয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: আপনারা হুদায়বিয়ার দিনে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কোন কথার উপর বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন? তিনি বলেন, শাহাদত বরণ এর উপর।

১২৫০. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াযীদ ইবনে উমাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি আমার পিতা উমাইয়াকে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পিতা থেকে হিজরত করার উপর বাই'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তার থেকে জিহাদ করার বাই'আত নেব। কারণ, হিজরত শেষ হয়ে গেছে।

শেষে তার নিকট এলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কি প্রয়োজন ? আমি বলি ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরত কখন শেষ হবে? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ যতদিন চলতে থাববে, ততদিন হিজরত শেষ হবে না।

যা পছন্দনীয় এবং যা অপছন্দনীয় সকল বিষয়ের বায়াত

১২৫১. বঙ্গানুবাদ: হযরত জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আমার পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় সকল প্রকার কাজের ব্যাপারে আপনার কথা শোনার

এবং আপনার অনুসরণ করার বাই'আত গ্রহণ করছি। তিনি বলেন, হে জারীর ! তোমার কি এই ক্ষমতা আছে যে, তুমি পারবে? তিনি বলেন, বরং তুমি বল, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব: এরপর আমার নিকট বাই'আত কর যে, তুমি প্রত্যেক মুসলমাননের প্রতি শুভাকাঙক্ষী থাকবে।

মুশরিক হতে পৃথক থাকার বায়াত

১২৫২. বঙ্গানুবাদ: হযরত জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বাই'আত করলাম নামায করার জন্যে, যাকাত প্রদান করার, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শুভ কামনার এবং মুশরিকদের থেকে আলাদা থাকার।

১২৫৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আমি। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করেন।

১২৫৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তখন আমি যখন তিনি বাই'আত গ্রহণ করছিলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি ও আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করতে পারি। আর আপনি যাহা ইচ্ছা আমার উপর শর্ত করুন এবং এ সম্পর্কে আপনি ভাল জানেন। তিনি বলেন, আমি এই শর্তে তোমার বাই'আত গ্রহণ করছি যে, তুমি এক আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, মুসলমানদের শুভাকাঙক্ষী থাকবে এবং মুশরিকদের থেকে আলাদা থাকবে।

১২৫৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কয়েকজন লোকের সাথে আমি ও আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে কারো শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার সওয়াব আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তার পাপ গোপন রাখেন তবে তা

আল্লাহর মরযী, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন।

মহিলাদের বায়াত

১২৫৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করার ইচ্ছা করি, তখন আমি বলি ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহিলী যুগে এক মহিলা মৃত্যুর উপর কান্নায় আমাকে সাহায্য করেছিল। এখন তার সাহায্যেও আমাকে যেতে হয়। আমি যেখানে গিয়ে, এরপর এসে আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করবো। তিনি বললেন ঃ যাও এবং তাকে সাহায্য কর। উম্মে আতিয়্যা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি গিয়ে সে মহিলাকে সাহায্য করি এবং ফিরে এসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করি।

১২৫৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের থেকে বাই'আত নেন যে, আমরা যেন কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনে শামিল না হই।

১২৫৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত উমায়মা বিনতে রুকাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কয়েকজন আনসারী নারীর সাথে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আমি বাই'আত হওয়ার জন্য। আমরা আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনার নিকট এ কথার উপর বাই'আত করছি যে, আমরা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কারো শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, আমরা কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেব না, ভাল কাজে আপনার নাফরমানী করবো না। তিনি বললেন ঃ তোমরা এও বল যে, আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব। উমায়মা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা বললাম ঃ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আমাদের প্রতি কত মেহেরমান। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! অগ্রসর হন। আমরা আপনার হাতে বাই'আত করবো। তখন

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি মহিলাকে হাতে হাত মিলাই না। একজন মহিলাকে আমার বলে দেয়া এরুপ, যেন একশত জনকে বলা।

ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির বায়াত

১২৫৯. বঙ্গানুবাদ: শরীহদের বংশের আমর নামক এ ব্যক্তি তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, বনু সকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন, তুমি চলে যাও, আমি তোমার বাই'আত গ্রহণ করেছি।

বালকের বায়াত

১২৬০. বঙ্গানুবাদ: হযরত হিরমাস ইবনে যিয়াদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাই'আত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দেই, আর আমি ছিলাম তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। তিনি আমাকে বাই'আত করান নি।

গোলামদের বায়াত

১২৬১. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গোলাম আল্লাহর রাসুল এর নিকট বাই'আত করে হিজরতের উপর। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানতেন না যে, সে একজন গোলাম, পরে যখন তার মালিক তাকে নিতে আসলো, তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তুমি একে আমার নিকট বিক্রি কর। এরপর তিনি তাকে দু'টি কালো দাসের বিনিময়ে খরিদ করেন। তারপর তিনি দাস কিনা তা জিজ্ঞাসা না করে কাউকে বাই'আত করতেন না।

পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ প্রদত্ত **ইমামের দায়িত্ব**

১২৬২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঈমান ঢাল সাদৃশ। যার আড়ালে লোক যুদ্ধ করে এবং তার দ্বারা মুক্তি পায়। যদি ইমাম আল্লাহর ভয়ের আদেশ করে এবং নিসাফের সাথে আদেশ করে, তবে এর জন্য তার ছওয়ার রয়েছে আর যদি এর অন্যথা করে, তবে তার উপর এর পরিণতি বর্তাবে।

ইমামের শুভাকাঙ্খী হওয়া

১২৬৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত তামীম দারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ শুভ কামনা করার নামই দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! কার জন্য ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের, তার রাসূলের, আর মুসলমানদের নেতাদের এবং সাধারন মুসলমানদের জন্য।

১২৬৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত তামীম দারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন শুভ কামনার নামই দীন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল কার সাথে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের, তার রাসূলের, আর মুসলমানদের ইমামদের এবং সাধারন মুসলমানদের জন্য।

১২৬৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা:) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত করেছেন। তিনি বলেন, দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কার জন্য, হে

আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের এবং তার রাসূলের ও মুসলমানের ইমামদের এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

১২৬৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ শুভ আচরণ হলো দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! কার জন্য ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর তার কিতাবের, তার রাসূলের ও মুসলমানদের ইমামদের এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

ইমামের শূআরা সদস্য

১২৬৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রত্যেক ইমামের দু'জন পরামর্শদাতা থাকে। পরামর্শদাতা হলো যে তাকে নেকীও উত্তম কাজের আদেশ করে এবং তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর এক পরামর্শদাতা হলো যে মন্দ কাজ হতে তাকে বিরত রাখে না এবং তারা কাজে ফাসাদ সৃষ্টিতে ক্রটি করে না। অতএব, যে ব্যক্তি এর মন্দ থেকে রক্ষা পায়, সে রক্ষা পেল। আর সেই শক্তি তার উপর প্রাধান্য লাভ করে, সে সেই পরামর্শদাতার অনুগামী ও দলভক্ত হয়।

১২৬৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন নবী বা কোন প্রতিনিধি পাঠাননি, তার সাথে দুটি পরামর্শ দাতা ছাড়া। এক পরমর্শদাতা হলো যে ভাল কাজের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করে। দুই আর এক পরামর্শ দাতা হলো যা মন্দ কাজের দেয়া। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে রক্ষা করেন তিনিই রক্ষা পান।

১২৬৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ আইয়ুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়াতে কোন নবী আসেননি আর না তার কোন খলীফা, যাকে দুটি বাতেনী পরামর্শদাতা দেয়া হয়নি। এক বাতেনী পরামর্শদাতা হলো, যে ভাল কাজের প্রতি

নিদের্শ করে এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করে। আর এক বাতেনী পরামর্শদাতা হলো যে মন্দ কাজের প্রেরণা দেয়। অতএব, যে ব্যক্তি মন্দ স্বভাব হতে রক্ষা পেল সেই বেঁচে গেল।

১২৭০. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার ফুফুকে বলতে শুনেছি ঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হন এবং আল্লাহ তা'আলা তার শুভ কামনা করেন, তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য একজন পুণ্যবান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যদি ভুলে যান তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আর যদি তার স্মরণ থাকে, তবে তাকে সাহায্য করেন।

১২৭১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সেনাদল পাঠান এবং তাদের জন্য এক ব্যক্তিকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি আগুন জ্বালিয়ে লোকদেরকে তাতে প্রবেশ করতে বললেন। কেউ কেউ তো তাতে প্রবেশের ইচ্ছা করে, আর অন্যরা বলে ঃ আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব। এরপর তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এ বিষয়টি জানালে, তিনি তাদেরকে বলেন, যারা আগুনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেছিল, যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে, তবে তোমরা তাতে কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে। আর যারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেনি, তিনি তাদের কাজকে উত্তম বলে অভিহিত করেন। আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার আনুগত্য শুধু ভাল কাজে করতে হবে।

১২৭২. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানেরই শাসকের আদেশ পালন করা, এর শোনা আবশ্যক: সে পছন্দ আর নাই করুক। কিন্তু তিনি যদি পাপের কাজের আদেশ করেন, তবে তা শ্রবণ করার এবং মানার প্রয়োজন নেই।

১২৭৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে আগমন করলেন, তখন আমরা ছিলাম নয়জন। তিনি বললেন দেখ, অচিরেই আমার পর শাসক হবে, যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে স্বীকার করবে, আর অত্যাচারে তাদের

সাহায্য করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিয়ামতের দিন সে আমার হাওয়ে আসবে না, আর যারা এ সকল শাসকের মিথ্যাকে সত্য বলবে না, আর জুলুমেও তাদের সাহায্য করবে না, সে আমার সাথী এবং আমি ও তার সাথী আর এ ব্যক্তি আমার হাওয়ে আসবে।

১২৭৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে কুরয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী যবাই করতে হবে, তা নর হোক বা মাদী।

১২৭৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান এবং হুসাইনের আকীকায় দু'টি বকরী যবাই করেন।

পরিচ্ছেদঃ ঃ স্ত্রীর সাথে আচরণ এর বর্ণনা

১২৭৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -এর সুত্রে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাথিৃব বস্তুর মাধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় এবং নামায হচ্ছে আমার চোখের শান্তি।

১২৭৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় এবং নামায হচ্ছে আমার চোখের।

১২৭৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ।তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীর পওে সবচাইতে ঘোড়াকে বেশী ভালোবাসতেন।

১২৭৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যাক্তির দুই স্ত্রী থাকবে এবং একজনের প্রতি বেশী ঝুকে পড়বে সে কিয়ামত দিবসে এই অবস্থাই পড়বে যে, তার শরিরের একাংশ এক দিকে ঝুকে থাকবে.

১২৮০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত , তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সকল স্ত্রীদের মাঝে সমভাবে বন্টন করতেন , এরপরে বলতেনঃ হে আল্লাহ ! এটা আমার কাজ যতটুকু আমি পারি,যা তুমি পারবে আমি পারবনা সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করবে না, হান্নান ইবনে যায়দ হাদীসটি মুরসাম হিসেবেও বর্ণনা করেন,

১২৮১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত তিনি বলেন,আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীগণ একদা হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট পাঠালেন, তিনি এসে অনুমতি চাইলেন, সে সময় আল্লাহর রাসূল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চাদর গায়ে আমার সাথে শুয়েছিলেন, আল্লাহর রাসূল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে অনুমতি দিলেন , তখন

হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার পুণ্যময়ী স্ত্রীগণ আমাকে আপনার নীকট পাঠালেন< আবূ কুহাফার মেয়ের (হযরত আয়েশা) বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অণুরোধ করছেন।হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আমি চুপ ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, যাতে আমি ভালবাসি তাকে কি তুমি ভালবাস না ? ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন , কেন ভালবাসব না ? আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে একে ভালবাস। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এসব কথা শোনার পর হযরত ফাতিমা(রাদিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্ণময়ী স্ত্রীদের কাছে ফিরে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছিলেন তার বর্ণনা দিলেন। তারা বললেন, তোমার দারা আমাদের কোন কাজ হল না। তুমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে পুনরায় যাও এবং তাকে বল, আপনার স্ত্রীগন আবূ কুহাফার মেয়ে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আর কখনো কোন কথা বলবে না। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন , এরপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পুন্যময়ী স্ত্রীগন জয়নাব বিনত জাহাশকে আল্লাহর রাসূল এর নিকট পাঠালেন। আল্লাহর রাসূল এ স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে মর্যাদার বিষয়ে আমার সাথে মোকাবেলা করতেন। যয়নব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বেশী ধার্মিক আল্লাহর প্রতি ভীত, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকরী, সত্যবাদী-দানশীল যেই কাজ (পেশা) টির মাধ্যমে দান সাদগা নৈকট্য লাভ করা যাবে সেই কাজটি করতে গিয়ে যে কোন অসম্মানের সম্মুখীন হলে সেই অসম্মানের মোকাবেলায়ও খুব সংযমী ছিলেন।হ্যা, একটু দ্রুত ক্রোধ প্রবন ছিলেন। তবে তা খুবই দ্রুত শেষ হয়ে যেত। তিনি আসলেন এবং আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অনুমতি চাইলেন। এমনতাবস্থায়ও আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশ করার সময় যেই রকম হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় ছিলেন

আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আমাকে আপনার পূণ্যময়ী স্ত্রীগন পাঠিয়েছেন। তারা আবূ কুহাফার মেয়ে (আয়েশা-এর)ব্যাপারে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছে। এই বলে তিনি আমার সাথে লেগেই গেলেন এবং ভাল মন্দ বহু কিছু বললেন। আমি আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দৃষ্টির দিকে তাকাচ্ছিলাম তিনি আমাকে উত্তর দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন কিনা এটা বুঝার জন্য। যয়নব তার অবস্থার মধ্যেই আছেন। শেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার উত্তর দেওয়াটা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন। আমি যখন তা জাওয়াব দেওয়া শুরু করলাম, তখন তাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলাম না। শেষ পযন্ত আমি তার উপর বিজয়ী হলাম। পরিশেষে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এতো আবূবক্করেই মেয়ে।

১২৮২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্বের মতো হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রীগন যয়নাবকে পাঠালেন, তিনি আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অনুমতি নিলে, আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি প্রবেশ করলেন এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে সেভাবে বললেন এবং মা'মার হাদীসটি উত্তর য়ার সূত্র দিয়ে বর্ননা করে যুহরী থেকে দুই বর্ননাকারীর সাথে সূত্র বর্ননায় এক হলেন না।

১২৮৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা এর পূর্ণময়ী স্ত্রীগণ একত্রিত হলেন এবং ফাতেমা রাঃ হে আল্লাহর রাসূল সা এর কাছে এই বলে পাঠালেন। তোমার পূর্ণ ময়ী স্ত্রীগণ আবু কুহাফার মেয়ে এর বিষয় তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। এরকম কিছু বললেন। আয়েশা রাঃ বললেন হযরত ফাতিমা রাঃ আল্লাহর রাসূল সা এর নিকট প্রবেশ করলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সা চাদর গায়ে হযরত আয়েশা রাঃ এর সাথে শুয়ে ছিলেন। তিনি বললেন আপনার পূর্ণ ময়ী স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা আবু কোহাফা আর মেয়ের বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল বললেন তুমি কি আমাকে ভালোবাসো তিনি বললেন

হে আল্লাহর রাসূল বললেন তুমি কি আমাকে ভালোবাসো তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসূল বললেন তাহলে তাকেও ভালবাসো। আয়েশা রাঃ বলেন হযরত ফাতিমা রা তাদের কাছে ফিরে গেলেন এবং আল্লাহর রাসূল সা যা বলেছেন তা তাদেরকে বললেন। তখন তারা বললেন আপনি তো আমাদের জন্য কিছুই করলেন না। পুনরায় আল্লাহর রাসূলের কাছে যান। তিনি বললেন আল্লাহর কসম তার কাছে আর আমি এই বিষয় নিয়ে কখনো যাবনা। ফাতিমা রাঃ বাস্তবে করি আল্লাহর রাসূল এর মেয়ে ছিলেন। পুনরায় তারা সবাই মিলে আল্লাহর রাসূলের কাছে জয়নাব জাহাসকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন আল্লাহর রাসূল এর স্ত্রীগণের মধ্যে যায়নাব বিনতে জাহাশ একমাত্র স্ত্রী রাসুলুল্লাহ এর কাছে মর্যাদার দিক থেকে যার সাথে আমার সাথে তুলনা হত। তিনি বললেন আপনার স্ত্রীর গান আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন এরপরে জয়নাব আমাকে গালি দেওয়া শুরু করে দিলেন। আমি আল্লাহর রাসূল সা এর দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং তিনিআমার উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে মৌন সম্মতি দিচ্ছেন কিনা বুঝার জন্য তার ভাবভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন তিনি আমাকে গালি দিয়েই যাচ্ছেন। এটা আমি ধারণা করলাম আমার এসব গালির উত্তর দেওয়াটা আল্লাহর রাসূল অপছন্দ করবেন না। যখন তার মুখোমুখি হলাম এবং তাকে থামিয়ে দিলাম। এরপর আল্লাহর রাসূল সা বললেন এত আবু বকরের মেয়ে। আয়েশা রাঃ বলেন আমি জয়নাব থেকে বেশি উত্তম দানশীল আত্নীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোনো কাজের মধ্য অসম্মানের বিষয়ে সংযমী দেখিনি। হ্যাঁ একটু দ্রুত ক্রোধ প্রোরণা ছিল তবে তা খুবই দ্রুত শেষ হয়ে যেত।

১২৮৪. বঙ্গানুবাদ:হযরত আবূ মূসা থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) এরশাদ করেন অন্যখানার উপর গস্ত-রুটি মিশ্রিত স্যুপের যেই প্রধান্য অন্য মহিলার অপর আয়েশা (রাঃ) এর সেই প্রাধান্য ।

১২৮৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল সা ইরশাদ করেন অন্য খানার উপর গোস্ত রুটি মিশ্রিত সুপের যেই প্রাধান্য অন্য মহিলার উপর হযরত আয়েশা রাঃ ও সেই প্রাধান্য ।

১২৮৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে সালামাহ রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল এর স্ত্রীগণ তার সাথে কথা বলেছেন তিনি যেন আল্লাহ রাসুল সা কে বলেন যে মানুষ তাদের হাদিয়া আল্লাহর রাসূল সা এর কাছে পেশ করার জন্য আয়েশা রাঃ এর পালার অপেক্ষা করেন অতএব আপনি বলবেন যে আমরা আল্লাহর রাসূলের কল্যাণ চাই যে রকম আয়েশা চায় অতএব হাদিয়া পেশ করার জন্য শুধু আয়েশার তালার দিনের অপেক্ষা করাতে লাভ কি অতএব উক্ত বিষয় নিয়ে আল্লাহর রাসূল সা এর সাথে আলাপ করেছেন আল্লাহ রাসুল সা কে কোন উত্তর দিলেন না পর্যায়ক্রমে হযরত উম্মে সালামার দিন আসছে সেইদিন ও উম্মে সালামাহ উপরোক্ত বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন এতেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না তাকে আল্লাহর রাসূল সা এর স্ত্রীগণ বললেন আল্লাহর রাসূল সা কোন উত্তর দিলেন না উম্মে সালামাহ বলেন কোন উত্তর দিলেন না তাঁরা বললেন আগামীতে জবাব নিয়ে ছাড়বে এবং কি বলে দেখবেন যখন আমার পালা আসলো তিনি উপরোক্ত বিষয় নিয়ে পুনরায় আলাপ করলেন তখন আল্লাহর রাসূল সা বলেন আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না কেননা আল্লাহর শপথ আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কারো লেপে অবস্থান করা অবস্থায় ওহি নাজিল হয়নি।

১২৮৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল সা এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে লোকেরা হাদীয়া পেশ করার জন্য হযরত আয়েশা রাঃ এর পালার দিনটি খুঁজতেন।

১২৮৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা আমি আল্লাহর রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় নবী করীম সা এর উপর আল্লাহ পাক ওহি নাজিল করলেন আমি উঠে দরজার আড়ালে চলে গেলাম যখন ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে গেল তখন আল্লাহর রাসূল সা আমাকে বললেন হে আয়েশা আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট জিবরাঈল (আঃ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন|

১২৮৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল সা তাকে বলেছেন জিবরাঈল (আঃ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন। উত্তরে হযরত আয়েশা রাঃ বলেন তার উপর আল্লাহর শান্তি রহমত বরকত বর্ষিত হোক। আপনি তাও দেখেন যা আমরা দেখি না।

১২৯০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হে আয়েশা (আল্লাহ তার উপর সন্তষ্টি হোক) এ হচ্ছে জিবরাঈল, তিনি তোমাকে সালাম পেশ করেছেন। এই হাদিস পূর্ববর্তী হাদিসের মত। এটি বিশুদ্ধ আর পূর্ববর্তী হাদিসটি অশুদ্ধ।

পরিচ্ছেদঃ ইসলামে সাজ সজ্জার বর্ণনা

১২৯১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পাচটি কাজ ফিৎরাতের অন্তর্ভক্ত ঃ নখ কাটা, মোচ কাটা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, নভির নিচের চুল কাটা, খাৎনা করা।

১২৯২. বঙ্গানুবাদ: হযরত তালক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, দশটি কাজ জন্মগত নিয়মাধী ঃ মিসওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নাভির নিচের চুল কাটা, রাবী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি কুল্লি করার কথাও বলে থাকবেন।

১২৯৩. বঙ্গানুবাদ: হযররত তালক ইবনে হাবীব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্গত ঃ খ্যানা করা, নভির নিচের চুল কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নোক কাটা, মোচ কাটা।

১২৯৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দশটি কাজ স্বভাবগত নিয়মাধীন ঃ মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা , নাভির নিচের পশম কামানো, পেশাবের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং শৌচ কর্ম করা। মুসআব ইবনে

শায়বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দশম কথাটি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা হলো কুল্লি করা।

মোচ কাটা

১২৯৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা মোচ কেটে ফেলবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

১২৯৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি বলেছেন, তোমরা মোচ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

১২৯৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মোচ কাটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

মাথা মুড়ানোর অনুমতি

১২৯৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি ছেলেকে দেখলেন যে তার মাথার কিছু অংশ মুন্ডিত আর কিছু অংশ অমুন্ডিত । তিনি এইরুপ করতে নিষেধ করে বললেন ঃ তোমরা হয়তো পূর্ণ মাথা মুড়াবে আথবা পূর্ণ মাথায় চুল রাখবে।

১২৯৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া

১৩০০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ

তা'আলা আমাকে মাথার কিছু অংশে মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন।

১৩০১. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন।

চুল কাটা

১৩০২. বঙ্গানুবাদ: হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজুর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার মাথা ভরা চুল নিয়ে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসলে তিনি বলেন, এতো অশুভ লক্ষণ ! আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলেছেন। আমি চুল কেটে আবার তার নিকট গেলে তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে চুল কেটে ফেলতে বলিনি তবে চুল কেটে ছেটে রাখা উত্তম।

১৩০৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চুল ছিল মধ্যম রকমের, অত্যধিক সোজা ও ছিল না, আরা অধিক ফোড়া ও ছিল না।

১৩০৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত হুয়ায়দ ইবনে আব্দুর রহমান হিমইয়ারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তির সাথে , আমার সাক্ষাৎ হলো, যিনি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মত চার বছর আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সংসর্গ লাভ করেছিলে ঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে রোজ চিরুনী করতে নিষেধ করেন।

একদিন পরপর চিরুনী করা

১৩০৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুনি করতে নিষেধ করেছেন।

১৩০৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুনি করতে নিষেধ করেছেন।

১৩০৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত হাসান এবং মুহাম্মাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, এক দিন পর এক দিন চিরুনী করতে হবে।

১৩০৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এক সাহাবি মিসরের শাসক ছিলেন। তার এক সঙ্গী তার নিকট এসে দেখলো যে, তার চুল এলোমেলো রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার চুল এলোমেলো কেন? অথচ আপনি একজন শাসক। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ইরফা করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাস করলাম ঃ ইরফা কী? তিনি বললেন ঃ প্রতি দিন চিরুনী করা।

১৩০৯. বঙ্গানুবাদ: আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকে পছন্দ করতেন। তিনি ডান হাতে গ্রহন করতেন, ডান হাতে দান করতেন প্রত্যেক আবস্থায় তিনি ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

বাবড়ি চুল রাখা

১৩১০. বঙ্গানুবাদ: হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে অধিক সুন্দর এবং সুপুরুষ আর কাউকে দেখিনি, বিশেষত যখন তিনি লাল কাপুড় পরিধান করতেন, আর তার মাথার চুল কাধ পর্যন্ত পড়ত।

১৩১১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত পড়ত।

১৩১২. বঙ্গানুবাদ: হযরত বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি কোন লোককে এমন সুন্দর ও সুপুরুষ দেখিনি, যেরুপ দেখেছি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তার চুল কাধের নিকটবর্তী থাকতো।

১৩১৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত হুবায়রাহ ইবনে য়ারিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা আমাকে কার মত করে কুরআন পড়তে বল, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট সত্তর এর ও অধিক পাঠ করেছি। আর যায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মাথায় দুটি চুলের গুচ্ছ ছিল আর তিনি ছেলেদের সাথে খেলা করতেন।

১৩১৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ ওয়ায়িল ইবনে হুজুর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে খুৎতবা দিলেন, তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাদেরকে যায়দ ইবনে ছাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মত কুরআন পড়তে বল? অথচ আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনে সত্তরের অধিক সূরা পাঠ করেছি, অথচ যায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন ছেলেদের সাথে চলাফেরা করত এবং তার মাথায় ছিল দুটি চুলের গুচ্ছ।

১৩১৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত হুসায়ন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট মদিনায় এলেন, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি আমার নিকটবর্তী হও। তিনি তার

নিকটবর্তী হলে তিনি তরি মাথার চুল গুচ্ছে হাত রেখে হাত বুলাতে আল্লাহর নাম নিয়ে দুআ করলেন।

১৩১৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ ওয়ায়িল ইবনে হুজুর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে ছিলাম। তখন আমার মাথার লম্বা চুল ছিল, তিনি বললেন কুলক্ষণ আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলেছেন আমি গিয়ে চুল ছোট করছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে বলিনি, যা হোক, তুমি ভাল করেছ।

সাদা চুল উঠানো নিষেধ

১৩১৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আমর্‌বিন শুআয়ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতার মাধ্যমে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন।

খিযাব লাগানোর অনুমতি

১৩১৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ ইয়হূদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

১৩১৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৩২০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ ইয়হূদী ও নাসারা হিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

১৩২১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ ইয়হূদী ও নাসারা হিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতায় হিযাব লাগাবে।

১৩২২. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ বার্ধক্যকে পরিবর্তন করো, আর ইয়াহূদের অনুকরণ করো না।

১৩২৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করো, আর ইয়াহূদের অনুকরণ করো না।

দাড়িতে গিট লাগানো

১৩২৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত রুয়ায়ফে ইবনে ছাবিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন হে রুয়ায়ফে, হয়তো তুমি আমার পর দীর্ঘ দিন বেচেঁ থাকবে, তুমি লোকজনদেরকে বলে দিবে ঃ যে ব্যক্তি দাড়িতে গিট দিবে, বা ঘোড়ার গলায় কলাদা লাগাবে বা পশুর গোবর বা হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাথে কোন সর্ম্পক রাখেন না।

কাল খিযাব লাগানো নিষেধ

১৩২৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ শেষ যামানার এমন কতক লোক হবে, যারা কালো খিযাব লাগাবে কবুতরের বুকের মত, তারা বেহেশতের গন্ধ ও পাবে না ।

১৩২৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে আনা হলে তার মাথা ঘাসের ফুল এবং সাদা বর্ণের ফলের মত ছিল। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ এই রংকে অন্য রং দ্বারা পরিবর্তীত করে দাও, কিন্তু কালো রং হতে পরহেয করবে।

মেহেদী ও কাতম দ্বারা হিযাব লাগানো

১৩২৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধব্যককে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।

১৩২৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধব্যকক পরিবর্তন করে থাক এর মধ্যে হলো মেহেদী এবং কাতম হলো সর্বাধিক সুন্দর।

১৩২৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যা দিয়ে বার্ধব্যকক পরিবর্তন করে থাক এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।

১৩৩০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যত কিছু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক , তন্মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।

১৩৩১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক , তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্ব উত্তম।

১৩৩২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যা দ্বারা বার্ধক্য চিহ্ন পরিবর্তন করে থাক , তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্ব উত্তম।

১৩৩৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ রিমছা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এমন সময় আসলম, যখন তিনি তার দাড়িতে মেহেদী লাগাচ্ছিলেন।

১৩৩৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ রিমছা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তার দাড়ি হলুদ রং এ রঞ্জিত দেখলাম।

হলুদ রং খিযাব

১৩৩৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত যায়দ ইবনে আসলাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখলাম তিনি তার দাড়ি খালূক ১ নামক সুগন্ধি দ্বারা রঞ্জিত করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আব্দুর রহমান ! আপনি আপনার দাড়ি খালূক দ্বরা রঞ্জিত করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তরি দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখেছি। তার নিকট এর চাইতে অধিক কোন রং পছন্দনীয় ছিল না। তিনি এর দ্বারা তার সকল কাপড় রং করতেন, এমন কি তার পগড়ী।

১৩৩৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি খিযাব লাগিয়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ না ? তার খিযাব এর প্রয়োজনই হয় নি। তার তো চুল এ সুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট।

১৩৩৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আন্যা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খিযাব লাগাতেন না। তার তো চুল এ সুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট। আর মাথায় ছিল অল্প।

১৩৩৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশটি কাজ অপছন্দ করতেন ঃ ১.খালূক ব্যবহার করা, ২. বাধ্যক্য পরিবর্তন করা, ৩. লুঙ্গি টেনে হেচড়ে চলা, ৪. সোনার আংটি পরা, ৫. দাবা খেলা, ৬. বেগানা পুরুষের সামনে সোন্দর্য প্রকাশ করা, ৭. মুআওয়াযাত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড়ফুক করা, ৮.তাবিজ ঝুলানো, ৯.অপাত্রে বীর্যপাত করা এবং ১০. স্তন্যদানকারীণী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

মহিলাদের জন্য খিযাব

১৩৩৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, এক নারী কোন লিখিত কাগজ দেওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিকে হাত বাড়ালো, তিনি তার হাত সংকুচিত করলেন। ঐ মহিলা বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার দিকে লিখিত কাগজ বাড়িয়ে দিলাম আর আপনি তা গ্রহন করলেন না! তিনি বললেন ঃ এটা কি পুরুষের হত, না মহিলার হাত, তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি মেয়ে হতে তা হলে তোমার হাতের নখসমূহ মেহেদীর দ্বারা রং করতে।

মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ

১৩৪০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এক নারী মেহেদী রং সম্বন্ধে জিঙ্গাসা করলে তিনি বরলেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি তা অপছন্দ করি। কেননা,আমার মাহাবুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর গন্ধ অপছন্দ করতেন

১৩৪১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূল হুসায়ন ইবনে হায়ছাম ইবনে শুআয়ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইয়ামানের মাআফির নামক স্থানের বাসিন্দা আবূ আমির নামক আমার এ বন্ধু বায়তুল মুকাদ্দাসের নামায আদায়ের উদ্দেশ্য বাহির হলাম। সেই খানে উপদেশ দাতা বাব ক্তা ছিলেন সাহাবী আবূ রায়হান। আযদ গোত্রের এক ব্যাক্তি আবু হুসায়ন বলেন, আমার সফর সঙ্গী আমার আগে মসজিদে গেলেন, আমি পরে গিয়ে তাকে পেলাম এবং তার পাশে বসলাম। তিনি আমাকে জিঙ্গাসা করলেন ঃ তুমি কি আবূ রায়হানার কিসসা শুনতে পেরেছ? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন ঃ ওয়াশর ওয়াসম নাতফ চাদর বা আবরন ব্যতীত এক ব্যাক্তি অন্য ব্যাক্তির সাথে একই বিছানায় শয়ন করা, অনুরুপ কোন মহিলার অন্য মহিলার মঙ্গে চাদর বা আবরন ব্যতীত ময়ন করা, অনারবরদের মত কোন ব্যাক্তির পোষাকের রেশমি কাপড় ব্যবহার করা অথবা কাধে রেশম ব্যবহার করা, দৌড়ে বাজী

ধরা,চিতা বাঘের চামড়া ব্যবহার করা,ক্ষমতায় অতিষ্ঠিত ব্যাক্তি ব্যতীত অন্য কারো আংটি ব্যবহার করা।

পরিচ্ছেদঃ ঃ আত্ম মর্যাদাবোধ

১৩৪২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমিনদের মাতাদের কোন এক মাতার ঘরে ছিলেন। অন্য কোন মা খাদ্য ভর্তি এক পিয়ালা পাঠালেন। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেই মাতার কাছে অবস্থন করছিলেন, সেই মাতা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতে আঘাত করলেন এতে পিয়ালা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি ভাঙ্গা টুকরা নিয়ে একটি আরেকটির সাথে জোড়া দিলেন। তার মধ্য খানা জমা করতে লাগলেন এবং বল্লেন ঃ (উপস্থিত সাহাবিদের লক্ষ করে বললেন) তোমাদের মাতার আত্ম - মর্যাদাবোধ জাগরোত হয়েছে। (অন্য মাতা তার কাছে কিছু পাটানোর কারনে) তোমরা খাও। তারা খেয়েছে এবং খানাগুলো আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে ধরে রাখলেন। এর পর আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেই ,মাতার কাছে ছিলেন সেই মাতা একটি পিয়ালা আনলেন। অক্ষত পিয়ালাটি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে দিয়ে দিলেন আর ভাঙ্গা পিয়লাটি যে ঘরে ভেঙ্গেছে সেই ঘরে দিলেন।

১৩৪৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, তিনি একবার থালাই করে কিছু খাবার খানা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার সাহাবায়ে কিরামদের কাছে পেশ করলেন। ইতাবসরে হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) চাদর জড়িয়ে আসলেন। তার হাতে একটি পাতর ছিল পাথরটি দিয়ে থালাটি ভেঙ্গে দিলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থালার ভাঙ্গা টুকরো দুটি একত্রে জমা করলেন এবং বললেন, তোমরা খাও। তোমাদের মাতার আত্ম - মর্যাদাবোধ জাগরোত হয়েছে । এ কথাটি দুইবার বললেন। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে থালা নিয়ে হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট পাঠলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর থালাটি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে দিলেন।

১৩৪৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফিয়ার মত ভাল খানা তৈরী করতে পারে এমন কাউকে দেখিনি। তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে থালা নিয়ে কিছু খানা উপহার হিসেবে পেশ করলেন, আমি নিজেকে আর আয়ত্ব রাকতে পারিনি ; এমনকি থালাটি ভেঙ্গে দিয়েছি। এরপর আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তার কাফেরের ব্যপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন , থালার পরিবর্তে থালার, খানার পরিবর্তে খানা।

১৩৪৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবাইদ ইবনে উমায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছুক্ষন যয়নাব বিনত জাহশ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে অবস্থান করতেন এবং তার কাছে মধু পান করতেন, আমি এবং হাফসা পরামর্শ করে সিন্ধান্ত নিলাম যে, তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবে ঃ আপনি মাগাফীর পান করেছেন। (মাগাফির এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়)। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের একজনের কাছে প্রবেশ করলে যা বলা সিন্ধান্ত ছিল তা বললো আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যয়নাব বিনদ জাহশ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে মধুই তো পান করলাম এবং বললেন, আর কোন দিন তা করবো না। অর্থাৎ মধু পান করবো না। হে নবী আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন? তোমরা উভয়ে যদি তওব কর" হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন ঃ যখন নবী তার একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপন করলেন আমি মধু পান করেছি এবং আর করব না। এতে আল্লাহ তা'আলা এই উক্তির পরিপেক্ষিতে এ ই আয়াত অবর্তীণ করেছেন।

১৩৪৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে একটি বাদি ছিল যার সাথে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহবাস করতেন। এতে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রসুল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও পিছে পড়ে গেলেন। পরিশেষে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সেই বাদিটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক নাযিল করেন ঃ-

আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিয়েছেন (সূরা তাহরীম ঃ ১ আয়াত) নাযিল করেন।

১৩৪৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অন্বেষণ করতে করতে আমার দুই হস্তদ্বয় তার চুল মোবারকে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। অতএব আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তোমার কাছে শয়তান এসেছে। (অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য স্ত্রীর কাছে চলে গেছেন এই ধারণাটা সৃষ্টি করে দিচ্ছে)। আমি বললাম, আপনার জন্য কি শয়তান নেই? আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, থাকবে না কেন? আল্লাহর শপথ, তবে আল্লাহ পাক তার উপর কামাকে সহযোগিতা করেছেন এবং সে আমার অনুগত।

১৩৪৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বিছানায় পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তার অন্য কোন স্তীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকু ও সিজদায় রত আছেন এবং বলতেছেন ঃ হে আল্লাহ তোমার পবত্রতা তোমার প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই)। এতে আমি বললাম, আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি কি অবস্থায় আর আমি কোন অবস্থায় তথা কোন ধারণায় আছি।

১৩৪৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বিছানায় পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তার অন্য কোন স্তীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকু ও সিজদায় রত আছেন এবং বলতেছেন ঃ হে আল্লাহ তোমার পবত্রতা তোমার প্রশংসা, তুমি

ব্যতীত কোন মাবূদ নেই)। এতে আমি বললাম, আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি কি অবস্থায় আর আমি কোন অবস্থায় তথা কোন ধারণায় আছি।

১৩৫০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বিছানায় পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকু ও সিজদায় রত আছেন এবং বলতেছেন ঃ হে আল্লাহ তোমার পবত্রতা তোমার প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই)। এতে আমি বললাম, আমার পিতা- মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি কি অবস্থায় আর আমি কোন অবস্থায় তথা কোন ধারণায় আছি।

১৩৫১. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়স (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ আমি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব না? আমরা বললাম, কেন করবেন না? আমার পালার রাত্রিতে একবর আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে ছিলেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন ধারণা হল যে, আমি শুয়ে পড়েছি । তখন আস্তে করে জুতা পরলেনএবং তার চাদর নিলেন। তারপর আস্তে করে দরজা খুললেন এবং বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি মাথার ইপর দিয়ে কামিসটি পরলাম, ওড়না পরলাম, এবং চাদরটি গায়ে দিলাম, এবং তার পিছনে চললাম, তিনি জান্নাতুল বাকী'তে আসলেন এবং তিনবর হরত উঠালেন ও বহুক্ষণ দাড়ালেন, তারপর ফিওে আসতেছিলেন। আমি ও ফিরে আসতেছিলাম। তিনি একটু তীব্র গতিতে চলছেন, আমি ও তীব্র গতিতে চলছি, তিনি দৌড়াইতেছেন আমি ও দৌড়াচ্ছি। তিনি পৌছে গেছেন তবে আমি তার আগে পৌছে গেছি। ঘরে ঢুকেই শুয়ে গেলাম । তিনি ও প্রবেশ করলেন এবং বললেন ঃ কি হয়েছে তোমার পেট যে ফুলে গেছে। বর্ণনাকারী সুলাঈমান বললেন- ইবনে ও ওয়াহাব এর পরিবর্তে পেটে কিছু ভর্তি করিয়ে দেওয়ার করণে ফুলা মনে হওয়া শব্দটি বলেছে বলে ধারণা করছি। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঘটনা কি বল নচেৎ আল্লাহ যিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত তিনিই আমাকে কবর দিবেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক এবং ঘটনাটির বর্ণনা দিলাম। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এরপর আল্লাহর (ছায়) যাআমি আমার সামনে দেখছিলাম। আমি বললাম, হ্যাঁ, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এরপ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার বক্ষে একটি ঘুষা দিলেন যা আমাকে ব্যাথা দিয়েছে। এরপর আল্লহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তুমি কি ধারণা করেছ আল্লাহর তো তাকে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তুমি যখন আমাকে দেখেচিলে তখন জিবরাইল (আ.) আমার কাছে আসছিল তুমি যে (শুয়ে যওয়ার) কাপড় খুলে ফেলেছ। এতে জিবরাঈল (আ.) প্রবেশ করেনি। তোমার থেকে গোপন করে আমাকে ডাকলেন, আমি ও তোমার থেকে গোপন করে উদ্দর দিলাম। মনে করলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ্ পুনরায় তোমাকে জাগিয়ে দেওয়াটা পছন্দ হয়নি এবং এ ভয় ও ছিল যে- (আমি চলে যাওয়ার কারণে তুমি একাকী হয়ে গেছ সেটা জানলে) তুমি ভয় পাবে। জিবরাইল (আ.) আমাকে নির্দেশ দিলে বাকীতে অবস্থানকারীদেরকে কাছে যাই এবং তাদের স্রষ্ঠার কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চাই্।

১৩৫২. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়স ইবনে মাখরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদেরকে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব না? আমরা বললাম, কেন করবেন না? আমার পালার রাত্রিতে একবর আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে ছিলেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন ধারণা হল যে, আমি শুয়ে পড়েছি । তখন আস্তে করে জুতা পরলেনএবং তার চাদর নিলেন। তারপর আস্তে করে দরজা খুললেন এবং বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি মাথার ইপর দিয়ে কামিসটি পরলাম, ওড়না পরলাম, এবং চাদরটি গায়ে দিলাম, এবং তার পিছনে চললাম, তিনি জান্নাতুল বাকী'তে আসলেন এবং তিনবর হরত উঠালেন ও বহুক্ষণ দাড়ালেন, তারপর ফিওে আসতেছিলেন। আমি ও

ফিরে আসতেছিলাম। তিনি একটু তীব্র গতিতে চলছেন, আমি ও তীব্র গতিতে চলছি, তিনি দৌড়াইতেছেন আমি ও দৌড়াচ্ছি। তিনি পৌছে গেছেন তবে আমি তার আগে পৌছে গেছি। ঘরে ঢুকেই শুয়ে গেলাম । তিনি ও প্রবেশ করলেন এবং বললেন ঃ কি হয়েছে তোমার পেট যে ফুলে গেছে কেন? আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, না তো। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চই আমাকে সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তা জানিয়ে দিবেনই। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক এবং আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে ঘটনাটি খুলে বললাম। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমিই যে কাল ছাযা যা আমি আমার আগে আগে ছিল। হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ঘুষি মারলে, যা আমাকে ব্যথ্যা দিয়েছেঃ। এরপর আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ এবং তার রাসুল তোমার্ উপর জুলুম করবেন? হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লোক যতই গোপন করুক না কেন আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিবে। তুমি যখন আমাকে দেখেছিলে তখন জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে আসছিল, তুমি শুয়ে যাওয়র জন্য অতিক্তি কাপড়-চেপড় খুলে ফেলেছিলে। এতে জিবরাঈল (আ.) প্রবেশ করোন। তোমার থেকে গোপন করে আমাকে ডাকছে আমি ও তুমি না শুন মত করে উত্তর দিয়েছি। আমি ধারণা করলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ এবং শংকিত ছিলাম যে, (তোমাকে জাগিয়ে দিলে একাকীত্ব অনুভব করার কারণে) তুমি ভীতি অনুভব করবে্ । জিবরাঈল (আ.) কে বাকী'তে অবস্থানকারী (মৃত ব্যক্তিদের) কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন যেন তাদের জন্য ক্ষমা চাই।

পরিচ্ছেদঃ আকিকার সঠিক সময়

১৩৫৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত হাবীব ইবনে শাহীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট আকীকার হাদীস জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আকীকার হাদীস তার

নিকট শুনেছেন আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তা সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শ্রবণ করেছি।

১৩৫৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত সামুরাহ ইবনে জনুদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা (র.) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রসূত সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে বন্দী। তার পক্ষ হতে তার জন্মেও সপ্তম দিনে পশু যবাই করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে।

পরিচ্ছেদঃ ঃ কুরবানীর বর্ণনা

১৩৫৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যিলহজ মাসের নতুন চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন কুরবানী করার পূর্বে চুল ও নখ না কাটে।

১৩৫৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে মুসায়্যাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বলেছেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে তার নখ ও চুল না কাটে।

১৩৫৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে মুসায়্যাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বল্লেন ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে আর দশ দিন আরম্ভ হয়ে যায় সে যেন তখন আর নখ ও চুল না কাটে। রাবী বরেন ঃ এ বিষয়টি ইকরামার নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাহলে কি স্ত্রী এবং সুগন্ধী ও ত্যাগ করতে হবে?

১৩৫৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন যিলহজ্জ মাসের দশ দিন শুরু হয় এবং তোমাদেও কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।

১৩৫৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক

ব্যাক্তিকে বললেনঃ কুরবানীর দিনকে ঈদেও দিন করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য একে ঈদ সাব্যস্ত করেছেন । তখন ঐ ব্যক্তি বললো ঃ যদি আমি দুধ পান করার জন্য অন্যেও দান করা জন্তু ব্যতীত অন্য কিছু না পাই, তা হলে তি আমি তা-ই কুরবানী করাবো? তিনি বললেন ঃ না কিন্তু তুমি তোমার চুল, নখ কেটে ফেলবে এবং গোফ ছোট করবে এবং তোমার নাভির নীচের পশম কামাবে এটাই হবে আল্লাহর নিকট তোমার কুরবানীর পূর্ণতা।

১৩৬০. বঙ্গানুবাদ: হযরত নাফি' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার নিকপট বর্ণানা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে গরু-ছাগল যবাহ করতেন এবং উট নাহর করতেন্

১৩৬১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর দিন মদীনায় নহর করেছেন। তিসি বলেন, মদীনায় নহর না করলে ঈদগাহে গরু ছাগল যবাহ করতেন ।

১৩৬২. বঙ্গানুবাদ: হযরত জুনদুব ইনব সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ।তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদেও নিয়ে নামাজ পড়লেন, নামাজ শেষে দেখলেন একটি বকরী যবাহ করা হয়েচে্ তখন তিনি বললেন ঃ নামাজের পূর্বে কে যবাহ করলো? সে যেন এর পরিবর্তে অন্য একটি বকরী যবাহ করে; আর যে এখনও যবাহ করেনি, সে যেন আল্লাহর নামে যবাহ করে।

যে জন্তুও কুরবানী নিষিদ্ধ

১৩৬৩. বঙ্গানুবাদ: বানী শয়বানের আযাদকৃত দাস আবূ যাহহাক উবায়দ ইবনে ফয়রুয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -কে বললাম ঃ যে সকল জন্তুও কুরবানী করতে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারন করেনে, তা আমার নিকট বলুন। তিনি বললেন , আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়িয়ে বললেন ঃ আর আমার

হাত তার হাত অপেক্ষা ছোট ছিল। চার প্রকার পশুর কুরবানীর বৈধ নয়, কানা পশু যার কার প্রকাশ্য। রুগ্ন যার রোহ প্রকাশ্য। খোড়া পশু যার খোড়া হওয়া প্রকাশ্য দুর্বল, যার হাড়ে মজ্জা নেই। আমি বললাম ঃ আমি শিং ও দাতে ত্রুটি থাকাও পছন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ তুমি যা পছন্দ কর, তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য লোকের জন্য তা হারাম করো না।

র্দুবল পশু

১৩৬৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবায়দ ইবনে ফায়রুয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি বলতে শুনেছি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে, তখন তিনি তার আঙ্গুল দ্বার ইঙ্গিত করছিলেন্ আর আমার অঙ্গলি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আঙ্গুল ছোট ছিল্ তিনি তার আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন ঃ কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য, রোগা পশু, যার রোগ প্রকাশ্য: খোড়া পশু, যার খোড়া হওয়া প্রকাশ্য আর দূর্বল পশু যার হাড়ে মজ্জা নেই, এমন পশু কুরবান কিরা জায়েয নয়।

খোঁড়া পশু

১৩৬৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত উবায়দ ইবনে ফায়রুয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইবনে আযিবকে বললাম ঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীতে কোন পশু অপছন্দ করতেন ব নিষেধ করতেন? তা আমাকে বলুন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাত দ্বারা এরূপ বলেছেন। আর আমার হাত আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাতথেকে ছোট ছিল চার প্রকারের পশু কুরবানী করা বৈধ্য নয়। কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য, রোগা পশু, যার রোগ প্রকাশ্য: খোড়া পশু, যার খোড়া হওয়া প্রকাশ্য আর দূর্বল পশু যার হাড়ে মজ্জা নেই। তিনি বললেনঃ আমি শিং এবং কানে ত্রটি থাকা ও অপছন্দ করি তিনি বললেন ঃ যা তোমার অপছন্দ হয় তা ত্যাগ কর: কিন্তু অন্য মুসলমানের জন্য তা হারাম করো না।

যে পশুর কানের একদিক কাটা

১৩৬৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই। আর আমরা যেন কানের অগ্রভাগ কাটা, কানের পেছনের দিক কাটা, লেজ কাটা এবং কানের গোড়া থেকে কাটা পশু করবানী না করি। **মুদাবারা ঃ ঐ পশু যার কানের মুল থেকে কাটা।**

১৩৬৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালরূপে দেখে নেই। আর আমরা যেন কুরবানী না করি কানা, কানের একদিক কাটা, কনের গোড়া কাটা এবং ফাড়া কান ওয়ালা এবং কান উপটিত এমন পশু।

পূর্ণ বয়স্ক ও অপূর্ণ বয়স্ক পশু

১৩৬৮. বঙ্গানুবাদ: হয়রত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা পূর্ণ বয়স্ক পশু ব্যতীত কুরবানী করো না। কিন্তু যদি তোমাদের কষ্ট হয় তখন তোমরা ভেড়া যবহ করতে পার।

১৩৬৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবীগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করার জন্য তাকে এক পাল বকরী দিলেন। বণটন করার পর একটি ছোট বকরী অবশিষ্ট রইলো। তিনি আল্লহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এর উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তুমি তা কুরবানী কর।

১৩৭০. বঙ্গানুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করলেন আমার অংশে একটি অপূর্ণ পশু পড়লো। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমার অংশে একটি অপূর্ণ বয়স্ক পশু পড়েছে। তিনি বলেন, তুমি তা কুরবানী কর।

১৩৭১. বঙ্গানুবাদ: . হযরত উকবা ইবনে আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। আমার অংশে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পশু পড়লো। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমার অংশে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পশু পড়েছে। তিনি বলেন, তুমি তা কুরবানী কর।

১৩৭২. বঙ্গানুবাদ: হযরত উকবা ইবনে আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া কুরবানী করেছি।

১৩৭৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত কুলায়ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। আমাদের এক ব্যক্তি দ'টি বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার পরিবর্তে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া খরিদ করছিল, তখন মুযায়না গোত্রে এক ব্যক্তি দুটো বা তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার পরিবর্তে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া খুজছিল তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বকরির মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দ্বারা যেভাবে কুরবানী আদায় হয়, তদ্রুপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া দ্বারা তা আদায় হয়ে যাবে।

১৩৭৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত কুলায়ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দণন দিন পূর্বে আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম, আমরা একটি ছানিয়্যার পরিবর্তে দুটো জাযআ দিচ্ছিলাম। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ছানিয়্যার ন্যায় জাযআ কুরবানী করা চলে।

ঐ পশু যার কান ছিদ্র করা হয়েছে

১৩৭৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ পশু কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন যার কানের একদিক কাটা বা গোড়া কাটা বা যার কান কাটা বা যার কান ছিদ্র করা হয়েছে এবং যার কান মূল থেকে কাটা।

কান ফাটা পশু

১৩৭৬. বঙ্গানুবাদ: . হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে পশুর কানের একদিক কাটা, বা কানের গোড়ার দিক থেকে কাটা অথবা যার কান ছিদ্র করা হয়েছে বা যার কান ফাটা, কিংবা কান এমন পশুর কুরবানী করা যাবে না।

১৩৭৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত হুজায়্যা ইবনে আদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরুপে দেখে নেই।

শিং ভাঙ্গা পশু

১৩৭৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জুরাই ইবনে কুরাইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঃ আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিং ভাঙ্গা জন্তু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন । এরপর আমি তা সাঈদ ইবনে মুসাঈয়্যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ অর্ধ শিং অথবা দুই শিং ভাঙ্গা পশু কুরবানী করতে বারণ করেছেন ।

দুম্বা

১৩৭৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটো কুরবানী করতেন। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমিও দুটো কুরবানী করি।

১৩৮০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদা এবং কালো মিশানো রঙের দুটো দুম্বা কুরবানী করলেন।

১৩৮১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদা কালো মিশানো রঙের দুটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তিনি এ দুটো আল্লাহু আকবার বলে

নিজ হাতে যবাহ করেন। আর তিনি তার পা মুবারক তার ঘাড়ের দুই ধারে রাখলেন।

১৩৮২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর দিন আমাদের খুৎবা দিলেন এবং দুটি কালো সাদা রঙের দুম্বার নিকট গিয়ে তা যবাহ করলেন। (সংক্ষিপ্ত)

১৩৮৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বাক্কর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর তিনি অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর দিন দুটি সাদা-কালো দুম্বার দিকে গমন করলেন এবং তা যবাহ করলেন। আর বকরীর এক পালের দিকে গিয়ে তা আমাদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

১৩৮৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি শিংওয়ালা বলিষ্ট দুম্বা কুরবানী করলেন, যার পাসমূহ শুভ্র ছিল আর পূর্ণ শরীর কালো আর তার পেট ছিল কালো, চোখের চারদিক কালো ছিল।

১৩৮৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত রাফে’ ইবনে খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনীমতের মাল বণ্টন করার সময় একটি উটের পরিবর্তে দশটি বকরী দিতেন। শু’বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার খুব স্মরণ আছে আমি এই হাদীস সাঈদ ইবনে মাসরুক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছি।

১৩৮৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত রাফে’ ইবনে খাদীজ (রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনীমতের মাল বন্টন করার সময় একটি উট এর পরিবর্তে দশটি বকরী দিতেন। শু’বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার খুব স্মরন আছে আমি এই হাদীস সাঈদ ইবনে মাসরুক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছি।

১৩৮৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলে আমরা একটি উটে দশজন শরীক হলাম, আর একটি গাভীতে সাতজন।

কুরবানীর গরুতে শরীক সম্পর্কে

১৩৮৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করতাম। আমরা সাতজনের পক্ষ থেকে গরু যবাহ করতাম এবং তাতে শরীক হতাম।

ইমামের পূর্বে কুরবানী করা

১৩৮৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর ঈদের দিন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের কিবলার দিক মুখ করে আমাদের নামাজের ন্যায় নামাজ পড়ে এবং আমাদের হজ্জের আরকানসমূহ আদায় করে; সে যেন নামাজ পড়ার পূর্বে কুরবানী না করে। তখন আমার খালু দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আমার রাসুল ! আমি তো নামাজের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি আমার পরিবারের লোক, বড়ীর লোকদের অথবা তিনি বলেছেন আমার পরিবারের লোক ও প্রতিবেশীদেরকে খাওয়ানোর জন্য। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ অন্য একটা পশু যবাহ কর। তিনি বলেন, আমার নিকট বকরীর বাচ্চা রয়েছে যা আমার নিকট গোশতের বকরী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তিনি বলেন, তুমি যা যবাহ কর, কেননা তোমার। দুই কুরবানীর মধ্যে তা-ই উত্তম। তোমার পর আর কারো পক্ষ থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকরী গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩৯০. বঙ্গানুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর দিন নামাজের পর আমাদেরকে খুৎবা দান করলেন। এরপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়লো এবং আমাদের মতো কুরবানী করবে সে যথার্থই কুরবানী করলো আর যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে কুববানী করলো তা তার জন্য গোশতের বকরী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। তখন আবু বুরদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! আল্লাহর শপথ ! আমি তো নামাজের জন্য বের হবার পর্বে কুরবানী করেছি। আমি ধারনা করেছি, এই দিন পানাহারের দিন। অতএব আমি তাড়াতাড়ি করলাম এবং আমি ও খেলাম, পরিবারের লোক এবং

প্রতিবেশীকে খাওয়ালাম। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এটা গোশতের বকরী হয়েছে। তিনি বলেন, আমার নিকট অপূর্ণ বয়সের বকরীর বাচ্চা রয়েছে যা এই বকরী অপেক্ষা উত্তম। তা কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? তিনি বরলেন ঃ হ্যাঁ। তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

১৩৯১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর দিন বললেন ঃ যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বেই যবাহ করে সে যেন পুনরায় যবাহ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! এই দিনটি এমন যে, এক দিন গোশত খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। তিনি তার পড়শীর প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করলেন, যেন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সর্মথন করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট অপূর্ণ বয়স্ক একটি বকরী রয়েছে। যা এই গোশতের বকরী হতে অধিক প্রিয়। তখন তিনি তাকে এর অনুমতি দিলেন। আমি জানি না তার এই অনুমতি দান তিনি ব্যতীত অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে কিনা? এরপর তিনি দুটি বকরীর কাছে গিয়ে তা যবাহ করেন।

১৩৯২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু বুরদাহ ইবনে নারায় (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্বে যবাহ করলে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পুনরায় যবাহ করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, আমার নিকট অপূর্ণ বয়স্ক বকরীর বাচ্চা রয়েছে, যা আমার নিকট পূর্ণ বয়স্ক বকরী অপেক্ষা উত্তম। তিনি বললেন ঃ তা যবহ কর, আর উবায়দুল্লাহর হাদীসে রয়েছে, তিনি বললেন ঃ আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকরী ব্যতীত আর কিছু পাচ্ছি না। তিনি তাকে ত-ই যবাহ করতে বরলেন।

১৩৯৩. বঙ্গানুবাদ:. হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে কুরবানী করলাম। তখন দেখা গেল, লোক নামাজের পূর্বেই তাদের কুরবানীর পশু যবাহ করে ফেলেছে। তিনি ফিরে এসে দেখলেন তারা নামাজের পূর্বেই তাদের পশু যবাহ করে ফেলেছে। তখন তিনি বললেন ঃ যার নামাজের পূর্বে যবাহ করে ফেলেছে, তার পরিবর্তে যেন অন্য একটি যবাহ করে।

আর যে ব্যক্তি আমাদের নামাজের পূর্বে যবাহ করেনি, সে আল্লাহর নামে যবাহ করে।

১৩৯৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি দুটো খরগোস পেলেন তা যবাহ করার জন্য তার নিকট কোন লৌহ জাতীয় অস্ত্র ছিল না, তাই তিনি তা পাথর দ্বারা যবাহ করলেন। পরে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! আমি দু'টি খরগোশ শিকার করেছি। আমি এদেরকে সকল প্রকার লৌহস্ত্র না পেয়ে পাথর দ্বারা যবাহ করেছি। এখন আমি তা খাব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ কাও।

১৩৯৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, এক বাঘ একটি বকরীর গায়ে দাঁত বসালো। তখন তারা তা পাথর দ্বারা যবাহ করলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

কষ্ট দিয়ে যবাহ্ করা

১৩৯৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! আমি আমার কুকুর ছেড়ে শিকার ধরি। কিন্তু তা যবাহ করার কিছু না পেয়ে তা কাষ্ঠ ও লাঠি দ্বারা যবাহ্ করি। তিনি বললেন ঃ যা দ্বারা ইচ্ছা, রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহর নাম উল্লেখ কর।

১৩৯৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারি ব্যক্তি একটি উষ্ট্রী উহুদ পাহাড়ের দিকে রওয়ানা করছিল। হঠাৎ তার মৃত্যুর লক্ষণ দেখছিল। সে তা একখানা ডান্ডা দ্বারা যবাহ্ করল। আমি যায়দকে বললাম তা কি কাঠের ডান্ডা, না লৌহ ডান্ডা ছিল, তিনি বললেন, না বরং তা ছিল কাষ্ঠ নির্মিত ডান্ডা। তিনি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন।

১৩৯৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং আল্লাহর নামে যবাহ্ করা তা খাও; দাঁত এবং নখ দ্বারা যবাহ্কৃত পশু ব্যতীত।

১৩৯৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত রাফে’ ইবনে খাদীজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! আমরা আগামীকাল শত্রুর মোকাবেলা করবো। তখন আমাদের সাথে ছুরি থাকে না। একথা শুনে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং উপর আল্লাহ তা’আলার নাম উচ্চারণ হয়, তা তোমরা খাও; যতক্ষণ পর্যন্ত তা দাঁত এবং নখের দ্বারা যবাহ্করা না হয়। এ ব্যাপারে আমি বলছি যে, দাঁত তো এক প্রকার হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছবি।

ছুরি ধারালো করার আদেশ

১৪০০. বঙ্গানুবাদ: হযরত শাদ্দাম ইবনে আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দু'টি বিষয় স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান করা ফরয় করেছেন। অতএব তোমরা যখন কউকে হত্যা করবে, তখন তার প্রতি ইহসান করবে আর যখন কোন বস্তু যবাহ করবে তখন অতি উত্তম পন্থায় তাকে যবাহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের ছুরি ধার দিয়ে নেওয়া উচিত। আর যবাহকৃত পশুকে ঠান্ডা হতে দিও।

পরিচ্ছেদঃ ঃ যে পশু যবাহ করা হয় তাকে নহর করা এবং যে পশু নহর করা হয় তাকে যবাহ করা

১৪০১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আসমা বিনত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ে আমরা একটি ঘোড়া নহর করে আহার করেছি।

১৪০২. বঙ্গানুবাদ: হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, একটি ব্যাঘ্র একটি বকরী দংশন করলে লোকেরা একটি পাথর দ্বারা তা যবাহ করল। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা ভক্ষণ করার অনুমতি দিলেন।

যে জন্তু পালায় এবং তা ধরা যায় না

১৪০৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত রাফে' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ! আমরা কাল শত্রুর সম্মুখীন হবো। তখন আমাদের ছুরি ইত্যাদি থাকবে না। তিনি বললেন ঃ যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং যাকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ করা হয় তা আহার করতে পারে; দাঁত ও নখ যা দ্বারা যা যবাহ করা হয় তা ব্যতীত। সেই যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনীমতের মাল হিসেবে এক পাল উট ও বকরী পেলেন তা থেকে একটি উ পালিয়ে যেতে লাগলো। এক ব্যক্তি তীর মেরে তাকে বাধা প্রদান

করল। তখন তিনি বললেন, এ সকল জন্তু অথবা তিনি বলেছেন, এ সকল উটের জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন উট পালিয়ে যায় এবং তোমরা ধরতে না পার তবে তোমরা তার প্রতি এরুপ করবে।

১৪০৪. বঙ্গানুবাদ: রাফি ইবনে খাদীজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আমার রাসুল! আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হব আর তখন আমাদের সাথে ছুরি থাকবে না। তিনি বললেন ঃ যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং যবাহ করার সময় আল্লাহর উল্লেখ করা হয় তা খাও, দাঁত ও নখ দ্বারা ব্যতীত। আর আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করবো যে, দাঁত তো এক প্রকার হাড়, আর নখ হাবশী লোকদের ছুরি, আমরা উট বকরীর এক পাল পেরাম। তা থেকে একটি উট পালাতে লাগলো, এক ব্যক্তি তীর ছুড়ে তাকে বাধা দিল্ তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ এ সকল উটের মধ্যে জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন জন্তু তোমাদেও সাথে এরূপ করে, তবে তার সাথে তোমরা এরূপ করবে।

১৪০৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত শাদ্দাস ইবনে আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা সকলের উপর ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যখন হত্যা করবে, তখন উত্তম রূপে হত্যা করবে; আর যখন তোমরা যবাহ করবে, তখন উত্তম রূপে যবাহ করবে এবং তোমাদেও ছুরি ধারালো করবে এবং যবাহকৃত জন্তুকে ঠান্ডা হতে দেবে।

উত্তমরূপে যবাহ করা

১৪০৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত শাদ্দাস ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ইহসান ফরয করেছে। অতএব যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবাহ করবে, তখন ও উত্তম পন্থায় যবাহ করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া উচিত এবং যবাহকৃত জন্তুকে ঠান্ডা হতে দেওয়া উচিত।

১৪০৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দু'টি কথা মুখস্থ রেখেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপরই ইহসান করা ফরয করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা কউকে হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবাহ করবে, তখন ও উত্তম পন্থায় যবাহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকই ছুরিতে ধার দিয়ে নিবে এবং যবাহকৃত পশুকে ঠান্ডা হতে দেবে।

১৪০৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দু'টি কথা মুখস্থ রেখেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপরই ইহসান করা ফরয করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা কউকে হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবাহ করবে, তখন ও উত্তম পন্থায় যবাহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকই ছুরিতে ধার দিয়ে নিবে এবং যবাহকৃত পশুকে ঠান্ডা হতে দেবে।

কূয়ায় পতিত জন্তুর যবাহ

১৪০৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবুল উশার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! গলনালী এবং লাব্বা মধ্য ব্যতীত কি যবাহ হয় না? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তার উরুর দেশে ও আঘাত কর তবে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

কুরবানীর জন্তুর ঘাড়ে পা রাখা

১৪১০. বঙ্গানুবাদ: হযরত কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি শিং ওয়ালা সাদা কালো রংগের ভেড়া কুরবানী করলেন। তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহ আকবর বলে যবাহ করলেন, আমি দেখেছি তিনি তা নিজ হাতে যবাহ করেছেন এবং তার ঘাড়ের উপর তার পা

মুবারোক স্থাপন করে। আমি বললাম ঃ আপনি কি ইহা তার থেকে শুনেছেন; ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ ।

১৪১১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি শিং ওয়ালা সাদা কালো রংগের ভেড়া কুরবানী করলেন, আর আল্লাহর নাম উচ্চারন করে তাকবীর বলেন, আমি দেখেছি তিনি তা নিজ হাতে যবাহ করেছেন এবং তার ঘাড়ের উপর তার পা মুবারোক স্থাপন করে।

১৪১২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস(রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাকে অর্থাৎ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তা নিজ হাতে যবাহ করতে দেখেছি, তার ঘাড়ের উপর নিজে পা রেখে, আর এসময় তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে তাকবীর বলেন।

১৪১৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কোন কোন কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ করতেন, আর কোন কোনটি অন্য লোকে যবাহ করতো।

১৪১৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সময় আমরা একটি ঘোড়াকে নহর করলাম এবং তা ভক্ষণ করলাম। কুতায়বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার হাদিস এ বলেন, আমরা তার গোশত আহার করেছি।

১৪১৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সময় আমরা একটি ঘোড়া যবেহ করলাম, তখন আমরা মদীনায় ছিলাম। এর পর আমরা তা খেলাম।

১৪১৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আমিরইবনে ওয়াছিলা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আপনাকে গোপন ভাবে কিছু দান করেছেন। যা অন্য লোককে দান করেননি? একথা শুনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এত রাগান্বিত হলেন যে, তার চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, অন্য লোককে ব্যতিত আমাকে তিনি কোন কিছুই দান করেননি। তবে হ্যাঁ তিনি আমার

নিকট চারটি কথা বলেছেন। তখন আমি এবং তিনিই ঘরে ছিলাম। তিনি বলেন যে তার পিতা কেলা'নত করে, আল্লাহ তা কেলা'নত করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবাহ করে, আর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন সেই ব্যক্তিকে যে কোন বেদআতী কে আশ্রয় দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করে ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি যমিনের সীমানা পরিবর্তন করে।

তিন দিনের অতিরিক্ত কোরবানির গোশত রাখা সম্পর্কে

১৪১৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন দিনের পরেও কুরবানীর গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন।

১৪১৮. বঙ্গানুবাদ:হযরত ইবনে আউফ এর আযাদকৃত দাস আবু উবায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঈদের দিন আমি আলী ইবনে আবুতালিবের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বেই নামাজ আরম্ভ করলেন। এরপর নামাজ পড়লেন আযান ও ইকামত ব্যতীত। পরে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন দিনের পরেও কুরবানীর গোশতের কিছু রেখে দিতে নিষেধ করেছেন।

১৪১৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কে তিন দিন পরে ও কুরবানীর গোশত খেতে বারণ করেছেন।

১৪২০. বঙ্গানুবাদ:হযর তজাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন দিন পরেও কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, তোমরা খাও অথবা তা দ্বারা উপকৃত হও অথবা জমা করে রাখ।

১৪২১. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে খাব্বাব অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সফর থেকে আসলেন। তখন তার পরিবারের লোক তার সামনে কোরবানির গোশত উপস্থিত করলে তিনি বললেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা না করে আহার করব না। তখন তিনি তার বৈপিত্রেয় ভাই কাতাদা ইবনে নু'মানের নিকট গেলেন, আর তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। তিনি তার নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, আপনার পর এমন ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে, যা তিন দিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়ার ব্যাপার নিষেধাজ্ঞার বিপরীত।

১৪২২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন দিনের অধিক সময়ের

জন্য কুরবানীর গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা ইবনে নু'মান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সফর শেষে বাড়ী আসলেন, আর তিনি ছিলেন আবু সাঈদ খুদরীর বৈপিত্রেয় ভাই এবং বদরী সাহাবী। এ সময় তার সামনে কুরবানীর গোশত পেশ করা হলো। তার নিকট এসে বলেন, আল্লাহর রাসূল কি তা থেকে নিষেধ করেন নি ? আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ এতে কি ব্যাপার ঘটেছে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন দিনের উপরে তা আহার করতে নিষেধ করেন, এরপর আমাদের কে তা খাওয়ার এবং জমা করে রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন।

১৪২৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছিলাম। কবর যিয়ারত আমি তোমাদের কে তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরাতা খেতে পার এবং যত এই রেখে দিতে পার। আর আমি তোমাদের কে নিষেধক রেছিলাম- শরাবের পাত্রে পান করতে। এখন তোমরা যে কোন পাত্রে ইচ্ছা পান করতে পার। কিন্তু তোমরা নেশাযুক্ত পানীয় পান করবে না আররাবী মুহাম্মদ রেখে দিতে পার' এ কথাটি উল্লেখ করেননি।

১৪২৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছে ঃ তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম; আর পান পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্রে নবীয তৈরী করতে এবং কবর যিয়ারত করা থেকে। এখন তোমরা কুরবানীর গোশত খেতে পার যত দিন ইচ্ছা এবং সফরে তা পাথেয় হিসাবে নিতে পার এবং তাজমাকরে রাখতে পার আর যে কবর যিয়ারত করতে ইচ্ছা করে, সে যিয়ারত করবে। কেননা তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আর তোমার পান করবে, কিন্তু প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকবে।

১৪২৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বেদুইনদের একদল কুরবানীর সময় উপস্থিত হলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা খাও এবং তিন দিন পর্যন্ত জমা করে রাখতে পার। লোক বললো ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! মানুষ তাদের কুরবানী দ্বারা

উপকৃত হয় তা থেকে চর্বি গলায় এবং তা থেকে কলসী তৈরি করে। তিনি বললেন ঃ এতে কী হলো? লোকটি বললো ঃ আপনি তো কুরবানীর গোশত জমা রাখতে বারণ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো নিষেধ করেছিলাম ঐ লোকদের জন্য যারা আগমন করেছিল। এখন তোমরা খাও, জমা করে রাখএবং সাদকা কর।

১৪২৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট গিয়ে বললাম ঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকের মধ্যে অভাব দেখা দেওয়ায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পছন্দ করলেন যেন ধনী লোকেরা ফকীরদেরকে খাওয়ায় এর পর তিনি বললেন ঃ আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিবার বর্গ কে পনের দিন পরেও গরু-ছাগলের পা-এর গোশত আহার করতে দেখেছি। আমি বললাম ঃ তা কেন করতেন? তখন তিনি হেসে বললেন ঃ মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবারের লোক উপর্যুপরি তিন দিন তৃপ্তীসহকারে রুটি খেতে পাননি। তারইন তিকাল পর্যন্ত।

১৪২৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলাম কুরবানীর গোশত সম্বন্ধে। তিনি বললেন ঃ আমরা এক মাস পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য কুরবানীর পশুর পা উঠিয়ে রাখতাম। এরপর তিনি তা ভক্ষণ করতেন।

১৪২৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ সাঈদ কুখুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম প্রথম তিন দিনের পরে কুরবানীর গোশত রেখে দিতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা তা খাও এবং লোকদের খাওয়াও।

পরিচ্ছেদঃ ঃ **ইয়াহুদীদের যবাহ কৃত পশু**

১৪২৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের দিন চর্বি ভর্তি একটি থলি পাওয়া গেল।

আমি তা নিয়ে বললাম, আমি তা থেকে কাউকে কিছু দিবনা ,এরপর দেখলাম আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্মিত হাসলেন।

১৪৩০. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মুসরিকরা মমিন দের সাথে ঝগড়া করে বলতো, আল্লাহ তা 'আলা যা যবাহ করেছেন, তোমরা তা খেও না; অথচ তোমরা নিজেরা যা যবাহ করে থাকো, তা ভক্ষন করো।

১৪৩১. বঙ্গানুবাদ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। বেদুইনদের কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসতো। আর আমরা জানতাম না এর উপর যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে কি না। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা এর উপর আল্লাহর নাম নিয়ে খাও।

পরিচ্ছেদঃ ঃ মুসলিমকে হত্যা করা সম্পর্কে

১৪৩২. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস অইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল। আর যখন তারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কিবলার দিকে মুক করবে, আমাদের যবাহকৃত পশু আহার করবে, তখন আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে, তবে কোন হক ছাড়া।

১৪৩৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত মায়মুন ইবনে সিয়াহ হুমায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন , আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবূ হামযা ! কোন বস্তু মুসলমানদেরর রক্ত হারাম করে? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের ন্যায় নামায পড়ে আমাদের যাবেহকৃত পশু খাই , তবে সে

মুসলমান। মুসলকানদের যে হক তার ও সেই হক, ইর তার উপর ঐ সকল দায়িত্ব বত্াবে যা মুসলমানদের উপর বর্তায়।

১৪৩৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল। আর যখন তারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কিবলার দিকে মুক করবে, আমাদের যবাহকৃত পশু আহার করবে, তখন আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে, তবে কোন হক ছাড়া। মুসলমানদের জন্য যা রয়েছে, তাদের জন্য তাই রয়েছে ।আর মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা তাদের উপরও রয়েছে।

১৪৩৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইনতিকালের পর আরবের কোন কোন গোত্র গোত্র মুরতাদ হয়ে গেল। তখন উমর ফারূা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আবূ বক্কর ! আপনি আরবের সাথে কি ভাবে যুদ্ধ করবেন? তখন আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ,তোমাকে কাফিরেদের বিরূদেধ যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাএদয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই্ এবঙ আমি আল্লাহর রাসুল এবং নামায প্রতিষ্টা করে , যাকাত দান করে। আল্লাহর পথয তারা যদি একটি বকরীর বাচ্চা ও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা আল্লাহর রাসুল -এর সময় দিত, তবে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধকরবো। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন আমি দেখরাম, আবূ বকররে মত পরিস্কার , তখন আমি মনে করিলাম, এটাই হক।

১৪৩৬. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইনতিকলের পর যখন আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হলেন, তখন আরবের কোন কোন গোত্রে কাফির হয়ে গেল এ সময় উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন ঃ তারা যতক্ষণ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করার

আদেশ করা হয়েছে। আর যখন তারা তাদের জানমার আমাল থেকে রক্ষা করলো, তবে ইসলামের হক ছাড়া। ̥আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে। আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি অবশ্যই ঐ সকল লোকের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবে , যাতা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম! তার যদি একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দিতে । তবে আমি তাদের বিরূদ্ধে এর জন্য যুদ্ধ করবো। আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম , আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -এর অন্তর খুলে দিয়েছেন এবং আমি বুঝতে পারলাম, এটাই যথার্থ।

১৪৩৭. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুয়ায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে । যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। যখন তারা তা বলবে ঃ তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মাল রক্ষা করবে, তবে কোন হক ছাড়া। আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে। যখন আরবের কিছু লোক মুরতাদ হলো তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন ঃ আপনি কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি । তখন তিসি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি নামায এবং যাকাতের মধ্যে প্রকার ভেদ করবো না এবং যারা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবো্ । পরে আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করি এবং বুঝতে পারি যে , এটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।

১৪৩৮. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেন, সে আমার থেকে তার জান মাল রক্ষা করলো। তবে অন্য কোন হক ছাড়া। আর তার হিসাব তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে।

১৪৩৯. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইনতিকলের পর

যখন আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হন, তখন আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আবূ বকর ! আপনি এ সকল লোকের বিরূদ্ধে কি ভবে যুদ্ধ করবেন, অথচ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আমাকে কাফিরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয় হয়েছে। আর যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো , সে আমার থেকে আর জান মাল রক্ষা করলো , তবে ইসলামের অন্য কোন হক ছাড়া। আর তার হিসার আল্লাহর যিম্মায় । আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্যে করবে, আমাকে দিতে অস্বীকার করে , যা তার আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দিত, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে এ কারণে যুদ্ধ করবো। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আমি দেকলাম, আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবূ বকরের অন্তর খুলে দিয়েছিল। আর তার সিদ্ধান্তই সঠিক।

১৪৪০. বঙ্গানুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লোক লস্কর একত্র করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আবূ বকর ! আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন? অথচ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আমাকে কাফিরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয় হয়েছে। যখন তারা তা বলবে, তখন তারাআমার থেকে তাদের জান মালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে অন্যের হক ছাড়া। আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ যে নামায ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আল্লাহর শপথ! যদি তারা একটি উটের বাচ্চাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে , যা তারা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময় দিত, তবে তা না দেওয়ার জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখলাম ঃ মহান আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আ বকরের অন্তর খুলে দিয়েছেন, । আমি বুঝতে পারলাম, ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত। ইবনে

পরিচ্ছেদঃ গনিমতের মাল বন্টন সম্পর্কে

১৪৪১. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, খারেজী নেতা নাজদা হারুরী যখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফিতনার সময়ে আভির্ভূত হয়, তখন সে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বলে পাঠায় যে, নিক্‌আত্নীয়দের অংশ কে কে পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তখন ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ তা আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটআত্নীয় আমরাই পায়। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্যেই তা বণ্টন করেছেন। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের কিছু দিতে চাইলে আমরা দেখলাম যে, তা আমাদের পাওনা অপেক্ষা কম। তখন আমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি তিনি তা দ্বারা তাদের বিবাহের ব্যাপারে সাহায্য এবং ধান আদায় ব্যাপারে এবং তাদের মধ্যে যে অভাবগ্রস্ত তাদের দিতে চেয়েছিলেন, আর এর অধিক বেশী অস্বীকার করেছিলেন।

১৪৪২. বঙ্গানুবাদ: হযরত ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজদা ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে লিখেন যে,নিকট আত্নীয়দের অংশ কারা পাবে? ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ হতে নাজদাকে জবাবে লিখলাম ঃ তুমি আমার কাছে নিকট আত্নীয়দের অংশ সম্মন্ধে জানতে চেয়ে, তা আহলে বায়তের জন্য। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি এর দ্বারা তাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেবেন, আমাদের মাঝে যারা গরীব, তাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের মাঝে যারা ধনী, তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। আমরা তা অস্বীকার করি একথার উপর যে, তা আমাদেরকে দিতে হবে। আর তিনি তা দিতে অস্বীকার করলে আমরা তা তার উপর ছেড়ে দেয়।

১৪৪৩. বঙ্গানুবাদ: হযরত আওয়ায়ী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উমর ইবনে ওয়ালীদকে লিখলেন ঃ তোমরা পিতার খুমুসের অংশ সম্পূর্ণই তোমার। কিন্তু পকৃত পক্ষে তোমার পিতার অংশ মুসলমানদের এক ব্যক্তির অংশের সমান ছিল। আর তাতে

আল্লাহর এবং রাসুলের নিকট আত্নীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের অধিকার ছিল, আর কিয়ামতের দিন তোমার পিতার কাছে কত দাবিদার হবে। আর যার বিরুদ্ধে এত অধিক দবীদার হবে, তার নিস্তার কিভাবে হবে? আর তুমি যে বাদ্যযন্ত্র ও পাঠাব, যে তোমার মাথার চুল ধরে টানবে।

১৪৪৪. বঙ্গানুবাদ: হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে,তিনি এবং উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট গিয়ে হুনায়নের মালের ব্যাপারে বললেন, যা তিনি বনূ হশিম এবং মত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছিনেল। তারা দ'জন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাদের ভাই বনু আবদুর মুত্তালিবকে দান করলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না অথচ আমরও আপনার ঐ রূপ আত্নীয়। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন ঃ আমি তো বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু আবদ শামস ও বনু নওফলকে তা থেকে কিছু দিলেন না। যেমন তিনি বনু হশিম এবং আবদুল মুত্তালিবকে দিলেন।

১৪৪৫. বঙ্গানুবাদ: হযরত সাঈদ ইবনে মুসাঈয়্যাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট গিয়ে হুনায়নের মালের ব্যাপারে বললেন, যা তিনি বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। তারা দু'জন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসুল ! আপনি আমাদের ভাই বনূ আবদুল মুত্তালিবকে দিলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরাও আপনার ঐ রূপ আত্নীয়। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তারা জাহেলিয়াতে এবং ইসলাম আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমি তো বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু আবদ শামস ও বনু নওফলকে তা থেকে কিছুই দিলেন না। যেমন তিনি বনু হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবকে দিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় খন্ড সমাপ্তি